অতঃপর হযরত (দঃ) আমাকে ডাকিলেন, আমি তৎক্ষণাৎ জী- হুজুর বলিয়া পূর্ণ একাগ্রতার সহিত মনযোগ দিলাম। হযরত (দঃ) বলিলেন, তোমাকে এমন একটি বাক্য শিক্ষা দিব কি যাহা বেহেশত লাভের জন্য পরম সম্পদ ও অমূল্য রত্ন তুল্য? আমি আরজ করিলাম, হাঁ—আমার মাতাপিতা আপনার উপর উৎসর্গ। হযরত (দঃ) বলিলেন ঐ বাক্যটি এই—لا حول ولا قوة الا بالله "লা-হাওয়া ওয়ালা কৌওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।"

১৫১৫। **হাদীছ ঃ**—ইয়াযীদ ইবনে আবু ওবায়েদ (ঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, ছালামা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর পায়ের তলায় আমি একটি তরবারীর আঘাতের চিহ্ন দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, এই আঘাতটি কি? তিনি বলিলেন, খয়বরের জেহাদের দিন এই আঘাতটি লাগিয়াছিল; তখন সকলেই অনুতপ্ত হইয়া বলিতে লাগিল, ছালামা ভীষণ আঘাত পাইয়াছে। আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে আসিলাম, তিনি আমার যখমে তিনবার থুথুনী দিলেন, তখন হইতে আজ পর্য্যন্ত এই স্থানে আমি কখনও ব্যথা অনুভব করি নাই।

১৫১৬। **হাদীছ ঃ**—ছালামা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, খয়বর অভিযানে যাত্রাকালে আলী (রাঃ) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের পেছনে (মদীনায়ই) থাকিয়া গিয়াছিলেন। কারণ, তাঁহার চোখে যাতনা ছিল। পরে তিনি ভাবিলেন, আমি নবী (দঃ) হইতে পেছনে থাকিব। (ইহা ভাল মনে করিতে না পারিয়া) তিনি দ্রুত যাইয়া খয়বর এলাকায় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সহিত মিলিত হইলেন। খয়বর-বিজয় সমাপ্তির দিনের পূর্ব রাত্রে নবী (দঃ) ভবিষ্যদ্বাণী করিলেন, আগামীকল্য এমন এক ব্যক্তির হাতে পতাকা দিব যাহাকে আল্লাহ এবং আল্লার রসুল ভালবাসেন; সেও আল্লাহ এবং আল্লার রসুলকে ভালবাসে; খয়বরের চরম বিজয় তাহার দ্বারা হইবে। আমাদের মধ্যে অনেকে উক্ত পতাকা লাভে লালায়িত থাকিল; কিন্তু অবশেষে নবী (দঃ) আলী (রাঃ)কে খোজ করিলেন এবং তাঁহাকে পতাকা দিলেন; তাঁহার অধীনে খয়বরের চরম বিজয় সমাপ্ত হইল।

১৫১৭। **হাদীছ ঃ**—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, খয়বর হইতে প্রত্যাবর্তন কালে পথিমধ্যে একস্থানে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তিন দিন অবস্থান করিলেন; ঐ সময়ে তিনি উম্মুল-মোমেনীন ছফিয়া রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার সঙ্গে তাঁহার শাদী মোবারক সম্পন্ন করিতেছিলেন। উপস্থিত সকল মোসলমানকে অলিমার দাওয়াত পৌছাইবার কার্য্যে আমিই নিযুক্ত ছিলাম। সেই দাওয়াতে রুটি-গোশতের কোন ব্যবস্থা ছিল না। রসুলুল্লাহ (দঃ) বেলাল (রাঃ)কে দস্তরখানা বিছাইবার আদেশ করিলেন; উহা বিছান হইল; উহার উপর খেজুর, পনির ও মাখন রাখা হইল। (ঐসব মিশ্রিত করিয়া "হায়স্" নামক এক প্রকার খাদ্যবস্তু তৈরী করা হইল,) উহাই ছিল সেই শাদীর অলিমা।

অতঃপর সর্বসাধারণ মোসলমানগণ সঠিকরূপে জ্ঞাত হইতে চাহিলেন যে, ছফিয়া (রাঃ)কে রসুলুল্লাহ (দঃ) স্বীয় সহধর্মিনী—উম্মুল মোমেনীনরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, না—মালিকানা সত্বাধিকারভুক্তরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। সকলেই ভাবিলেন, যদি রসুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহার জন্য বিশেষরূপে পর্দার ব্যবস্থা করেন তবে উম্মুল-মোমেনীন বলিয়া গণ্য করিতে হইবে, নতুবা মালিকানা সত্বাধিকার ভুক্ত গণ্য হইবেন। তথা হইতে যাত্রাকালে রসুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহার জন্য স্বীয় বাহনের উপর বসিবার ব্যবস্থা করিলেন এবং পর্দার বিশেষ ব্যবস্থা করিলেন।

(উম্মুল-মোমেনীন ছফিয়া (রাঃ) সম্পর্কে ১৩৩৫ নং হাদীছে বিবরণ রহিয়াছে।)

১৫১৮। **হাদীছ ঃ**—আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বর্ণনা করিয়াছেন, নিশ্চিতরূপে জানিয়া রাখিও, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম খয়বর অভিযানের সময় দুইটি বিষয়কে নিষিদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিলেন—মোতা-বিবাহ তথা নির্দিষ্ট কালের জন্য বিবাহ করা এবং গৃহপালিত গাধার গোশত খাওয়া।

১৫১৯। **হাদীছ ঃ**—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম খয়বর-জেহাদকালে গৃহপালিত গাধার গোশত খাওয়া নিষিদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিলেন।

১৫২০। **হাদীছ ঃ**—জাবের রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বর্ণনা করিয়াছেন, খয়বরের জেহাদকালে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম গাধার গোশত নিষিদ্ধ ঘোষণা করিলেন এবং ঘোড়ার গোশত খাওয়ার অনুমতি দান করিলেন।

● হানাফী মজহাব মতে ঘোড়ার গোশ্‌ত খাওয়া মকরুহ। আবু দাউদ শরীফের এক হাদীছে উহা সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞার উল্লেখ রহিয়াছে; সেমতে ইমাম আবু হানীফা (রঃ) সতর্কতামূলক উহাকে মকরুহ সাব্যস্ত করিয়াছেন।

১৫২১। **হাদীছ ঃ**—আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, খয়বর-জেহাদকালে আমরা ক্ষুধাগ্রস্ত হইয়া গাধার গোশত রান্না করিতেছিলাম; আমাদের ডেগ টগবগ করিতেছিল এবং কাহারও রান্না সমাপ্ত হইয়াছিল—এমতাবস্থায় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের প্রচারক ঘোষণা জারি করিল—তোমরা গাধার গোশত মোটেই খাইবে না এবং ডেগ সমূহ উল্টাইয়া দাও।

১৫২২। **হাদীছ ঃ**—বরা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, খয়বর-জেহাদকালে নবী (দঃ) আমাদিগকে আদেশ করিলেন, গাধার গোশত রান্না করা এবং কাঁচা—সবই ফেলিয়া দেওয়ার। পরেও আর কোন সময় উহা খাওয়ার অনুমতি দেন নাই।

১৫২৩। **হাদীছ ঃ**—ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম খয়বরের জেহাদে গণিমতের মাল বণ্টন কালে ঘোড়ার জন্য দুই অংশ এবং পদাতিক মোজাহেদের জন্য এক অংশ নির্দ্ধারিত করিয়াছিলেন।

১৫২৪। **হাদীছ ঃ**—আবু মুছা আশয়ারী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা (হাবসা—আবিসিনিয়া হইতে) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইলাম—যখন তিনি খয়বর জয় করিয়া অবসর হইয়াছেন। তিনি তথায় সংগৃহীত গণিমতের মাল হইতে আমাদিগকে অংশ দান করিলেন। আমাদিগকে ছাড়া জেহাদে উপস্থিত ছিল না এমন আর কাহাকেও উহার অংশ দেন নাই।

১৫২৫। **হাদীছ ঃ**—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা খয়বর জয় করিলাম। তথায় গণিমতরূপে সোনা-চান্দি হাসিল হইল না, কেবল গরু, বকরি, উট, নানা প্রকার বস্ত্র ও বাগ-বাগিচা হাসিল হইল।

খয়বর জয় করার পর আমরা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে "ওয়াদিল-কোরা" নামক এলাকার দিকে যাত্রা করিলাম। হযরতের সঙ্গে তাঁহার একজন ক্রীতদাস ছিল, তাহার নাম ছিল "মেদআম"। একদা সে হযরতের যানবাহনের জিন বা গদি ইত্যাদি খুলিতেছিল হঠাৎ একটি অজ্ঞাত তীর বিদ্ধ হইয়া সে প্রাণত্যাগ করিল। ইহাতে সকলেই তাহার প্রশংসা করিয়া বলিল, তাহার জন্য এই শাহাদাৎ লাভের সুযোগ বড় সৌভাগ্যময়।

এতদ শ্রবণে রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, সে দোজখে কেন যাইবে না? আমি ঐ আল্লার শপথ করিয়া বলিতেছি যাহার হস্তে আমার প্রাণ, নিশ্চয় ঐ চাদরটি যাহা সে খয়বর-জেহাদের গণিমত হইতে স্বীয় অংশে লাভ করে নাই (বরং উহা গোপনে আত্মসাৎ করিয়াছিল;) সেই চাদরটি শিখাযুক্ত অগ্নি হইয়া তাহাকে দগ্ধ করিতেছে।

নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের এই কথা শুনিয়া এক ব্যক্তি একটি বা দুইটি সেণ্ডেল-জুতার দোয়াল বা ফিতা উপস্থিত করিয়া বলিল, ইহা আমি রাখিয়া ছিলাম। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, তোমার জন্য ইহা আগুনের দোয়াল ছিল।

১৫২৬। **হাদীছ ঃ**—ওমর (রাঃ) (স্বীয় খেলাফৎকালে) বলিয়াছেন, পরবর্তী মোসলমানদের প্রতি লক্ষ্য করিতে না হইলে আমি প্রতিটি বিজিত দেশকেই মোজাহেদ বাহিনীর মধ্যে বন্টন করিয়া দিতাম, যেরূপ নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম খয়বরকে বন্টন করিয়া দিয়াছিলেন। (কিন্তু আমি তাহা করিলাম না; পরবর্তী মোসলমানদের জন্য বিজিত দেশের জমি রক্ষিত রাখিলাম।)

১৫২৭। **হাদীছ ঃ**—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, খয়বর জয় করার পর আমরা (মনে মনে) বলিয়াছি, এখন আমরা পেট পুরিয়া খেজুর খাইতে পারিব।

১৫২৮। **হাদীছ ঃ**—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, খয়বর জয় করার পূর্বে পেট পুরিয়া খেজুর খাইবার সুযোগ আমাদের ছিল না।

রসুলুল্লাহ (দঃ)কে বিষ প্রয়োগের ঘটনা

১৫২৯। হাদীছঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, খয়বর জয় হইয়া যাওয়ার পর তথাকার কোন এক ব্যক্তি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে একটি রন্ধিত বকরি হাদিয়া দিল উহার মধ্যে বিষ ছিল।

ব্যাখ্যাঃ—খয়বরের যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর যখন শান্ত পরিবেশের সৃষ্টি হইল এবং হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম স্বীয় উদারতা প্রকাশ করিতে কোন প্রকার বাধা-বিপত্তি মনে করিলেন না তখন ছাল্লাম ইবনে মেশকাম নামক ইহুদীর স্ত্রী জয়নব হযরত (দঃ)কে দাওয়াত করিল। হযরত (দঃ) দাওয়াত কবুল করিলেন। হযরতের সম্মুখে একটি রন্ধিত বকরি পেশ করা হইল, হযরতের সঙ্গে কতিপয় ছাহাবীও ছিলেন। জয়নব ঐ বকরির মধ্যে বিষ মিশ্রিত করিয়া দিল, বিশেষতঃ রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সম্মুখস্থ রানের গোশত অধিক পছন্দ করেন জানিতে পারিয়া ঐ রানের মধ্যে অত্যধিক বিষ মিশ্রিত করিয়া দিল। হযরত (দঃ) গোশত মুখে দিয়াই বিষ অনুভব করিতে পারিলেন এবং তৎক্ষণাৎ মুখ হইতে উহা ফেলিয়া দিলেন; কিন্তু বিশর ইবনে বরা (রাঃ) নামক ছাহাবী কিছু অংশ খাইয়া ফেলিলেন। রসুলুল্লাহ (দঃ) ইহুদীগণকে চাপ দিলে তাহারা স্বীকার করিল এবং বলিল, আমরা ভাবিয়াছি—যদি আপনি সত্য নবী হন তবে আপনি জানিতে পারিবেন এবং বাঁচিয়া যাইবেন। অন্যথায় আপনার মৃত্যুতে সকলে মিথ্যা নবী হইতে মুক্তি লাভ করিবে।

রসুলুল্লাহ (দঃ) এই সম্পর্কে উপস্থিত কোন বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করিলেন না। ব্যক্তিগত ব্যাপার হিসাবে হযরত (দঃ) এত বড় ঘটনাকেও ক্ষমা করিয়া গেলেন। অতঃপর এই বিষের প্রতিক্রিয়ায় বিশর ইবনে বরা (রাঃ) ছাহাবীর মৃত্যু ঘটিল। কোন কোন ঐতিহাসিক উল্লেখ করিয়াছেন, উক্ত ছাহাবীর মৃত্যুতে হযরত (দঃ) খুনের অপরাধে ঐ ইহুদী নারীকে প্রাণদণ্ড দিলেন।

ঐ বিষের প্রতিক্রিয়া হযরতের উপরও হইয়াছিল। হযরত (দঃ) উহা সময় সময় অনুভব করিতেন; মৃত্যু শয্যায় স্বয়ং হযরত (দঃ) বলিয়াছেন যে, এই বার আমি সেই বিষের প্রতিক্রিয়া ভীষণরূপে অনুভব করিতেছি—মনে হয় যেন উহাতে আমার হৃদ-তন্ত্রী ছিন্ন হইয়া যাইবে।

এই সূত্রেই বলা হয়, আল্লাহ তায়ালা হযরত (দঃ)কে স্বীয় পছন্দনীয় কোন প্রকার মর্তবা ও বৈশিষ্ট্য হইতেই বঞ্চিত রাখেন নাই। শহীদের মর্তবা এবং ফজিলত লাভ করার সুযোগও তাঁহাকে দিয়াছেন; তিনি শেষ পর্য্যন্ত আল্লার দীনের উন্নতি বিধানে শত্রুর দেওয়া বিষের প্রতিক্রিয়ায় প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন।

মুতার জেহাদ

"মুতা" সিরিয়ার অন্তর্গত একটি এলাকার নাম, তথায় এই জেহাদ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।" ঘটনার পূর্ণ বিবরণ এই—

রোম সম্রাটের অধীনে "বোছরা" এলাকায় শারজীল ইবনে আমর নামক এক শাসনকর্তা ছিল। রসুলুল্লাহ (দঃ) বিভিন্ন দেশের রাজ-রাজাদের নিকট ইসলামের প্রতি আহ্বান-লিপি প্রেরণের যে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন সেই অনুসারে তাহার নিকটও একখানা লিপি প্রেরণ করিয়াছিলেন। উক্ত শাসনকর্তা শারজীল লিপি বাহক দূত ছাহাবী হারেছ ইবনে ওমায়ের (রাঃ)কে শহীদ করিয়া ফেলিল। ইতিপূর্বে কেহ কোনও দূতকে হত্যা করে নাই। শারজীলের এই কার্য্য আন্তর্জাতিক বিধান বিরোধী ছিল এবং রসুলুল্লাহ (দঃ) ও মোসলমান জাতির প্রতি চরম অপমানজনক আঘাত ছিল, তাই হযরত (দঃ) ইহার শাস্তি প্রদানে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিলেন। তিন হাজার মোজাহেদের এক বাহিনী জেহাদের জন্য রওয়ানা করিলেন। স্বয়ং রসুলুল্লাহ (দঃ) এই অভিযানে শরীক ছিলেন না। হযরতের পোষ্য পুত্র যায়েদ ইবনে হারেছা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর অধিনায়কত্বে অষ্টম হিজরীর জোমাদালউলা মাসে এই অভিযান পরিচালিত হইল।

শারজীল মোজাহেদ বাহিনীর যাত্রার খবর জ্ঞাত হইয়া এক লক্ষ লোকের এক সৈন্য বাহিনী প্রস্তুত রাখিল। এতদ্ভিন্ন রোম সম্রাট হেরাক্‌লও তাহার সাহায্যের জন্য এক লক্ষ সৈন্য মোতায়েন রাখিল। মোসলমানগণ পথিমধ্যে এই খবর বিস্তারিতরূপে অবগত হইলেন। তাঁহারা দুই দিন পর্যন্ত পরামর্শ করিলেন যে, এত অধিক সৈন্যের মোকাবিলায় এই অল্প সংখ্যক সৈন্য অগ্রসর হওয়া সমীচীন হইবে কি? এইরূপ স্থির করা হইল যে, সম্পূর্ণ খবর লিখিয়া হযরতের নিকট প্রেরণ করা হউক; হযরত (দঃ) আরও সৈন্য প্রেরণ করিবেন কিম্বা অন্য কোন আদেশ দিবেন, সেই অনুপাতে কার্য্য করা হইবে। কিন্তু দলের অন্যতম বিশিষ্ট ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রাঃ) সকলকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, তোমরা ত শহীদী মর্তবা লাভের উদ্দেশ্যে গৃহ হইতে বাহির হইয়াছ! এখন উহাকে নাপছন্দ করার কারণ কি? আমরা ত শক্তি ও সংখ্যার বলে জেহাদ করি না; আমরা দ্বীনের জন্য জেহাদ করিব, তাই দুইটি মঙ্গলের কোন একটি আমাদের নিশ্চয় লাভ হইবে—বিজয় বা শাহাদৎ।

এই বক্তৃতায় মোসলমানদের মধ্যে উৎসাহ ও জেহাদের দৃঢ় মনোবল সৃষ্টি হইল এবং এই কথায় সাড়া দিয়া তাঁহারা সম্মুখে অগ্রসর হইলেন। "মুতা" নামক স্থানে পৌঁছিলে পর উভয় পক্ষে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। পর পর তিনজন অধিনায়ক শহীদ হইলেন—যায়েদ ইবনে হারেছা (রাঃ), জাফর ইবনে আবু তালেব (রাঃ), আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রাঃ)। পরে খালেদ ইবনে অলীদ (রাঃ) পতাকা উঠাইলে তাঁহার নেতৃত্বে জয়লাভ হইল।

(১৫৩২ নং হাদীছ দ্রষ্টব্য)

অবশ্য এই যুদ্ধে দেশ অধিকার হয় নাই বলিয়া সাধারণ্যে এইরূপ ধারণার সৃষ্টি হইল যে, তাঁহারা পরাজিত হইয়া পলায়ন করিয়া আসিয়াছেন, তাই কোন কোন ঐতিহাসিক পরাজয়ের মন্তব্য করিয়াছেন। কিন্তু এত অধিক সংখ্যক শত্রু সৈন্যকে রণাঙ্গন ত্যাগে বাধ্য করিয়া স্বীয় সৈন্য বাহিনীকে বাঁচাইয়া লইয়া আসাও বড় সাফল্য ছিল। এক লক্ষ শত্রু সৈন্যের মোকাবিলায় মাত্র তিন হাযার মোসলেম মোজাহেদ সাত দিন যুদ্ধ চালাইয়া শত্রু পক্ষকে রণাঙ্গন ত্যাগে বাধ্য করিয়াছিলেন। যুদ্ধে মোসলমানদের পক্ষে মাত্র তের জন শহীদ হইয়াছিলেন। শত্রু পক্ষের নিহতদের সংখ্যা নির্ণয় সম্ভব না হইলেও উহার আধিক্য ইহার দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে, এক খালেদ ইবনে অলীদ (রাঃ)ই ঐ যুদ্ধে নয় খানা তরবারী ভাঙ্গিয়াছিলেন। অতএব যুদ্ধের বিজয় মোসলমানদের পক্ষে হওয়াই অবধারিত।

১৫৩০। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি মুতার জেহাদের দিন জা'ফর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর মৃত দেহের নিকটে দাঁড়াইলেন। তিনি বলেন—আমি তাঁহার দেহে তরবারী ও বর্শার (বড় বড়) আঘাতগুলি গণনা করিলাম; উহা সংখ্যায় পঞ্চাশ ছিল এবং উহার সবগুলিই তাঁহার সম্মুখ দিকে ছিল, একটি আঘাতও পেছন দিকে ছিল না।

১৫৩১। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, মুতার জেহাদে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম (স্বীয় পোষ্য পুত্র—) যায়েদ ইবনে হারেছা (রাঃ)কে অধিনায়করূপে নিয়োগ করিলেন এবং বলিলেন, যদি যায়েদ শহীদ হইয়া যায় তবে জা'ফর অধিনায়ক হইবে, সেও যদি শহীদ হইয়া যায় তবে আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা অধিনায়ক হইবে।

ঘটনা বর্ণনাকারী—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, আমি সেই জেহাদে অংশ গ্রহণকারীদের মধ্যে একজন ছিলাম। আমরা জা'ফর (রাঃ)কে তালাশ করিলাম—তাঁহাকে শহীদানদের মধ্যে পাইলাম এবং তাঁহার শরীরে সর্বমোট নব্বইটির অধিক তীর ও বল্লমের আঘাত ছিল।

১৫৩২। হাদীছ ঃ— আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী (দঃ) যায়েদ (রাঃ) জা'ফর (রাঃ) ও আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর মৃত্যু-সংবাদ (অহী মারফত জ্ঞাত হইয়া) তথা হইতে সংবাদ আসিবার পূর্বেই সকলকে জ্ঞাত করিলেন। তিনি ঘটনার পূর্ণ বিবরণ দানে বলিলেন, সর্বপ্রথম যায়েদ ইবনে হারেছার হস্তে ঝাণ্ডা ছিল; সে শহীদ হইয়াছে। অতঃপর জা'ফর ঝাণ্ডা লইয়াছে সেও শহীদ হইয়াছে, অতঃপর আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা ঝাণ্ডা লইয়াছে সেও শহীদ হইয়াছে। হযরত (দঃ) এই বর্ণনা দান করিতেছিলেন এবং তাঁহার চক্ষুদ্বয় হইতে দরদর করিয়া পানি বহিতেছিল। হযরত (দঃ) বলিলেন, অতঃপর একজন "আল্লার তলওয়ার" (—খালেদ ইবনে অলীদ) ঝাণ্ডা হাতে লইয়াছে এবং আল্লাহ তায়ালা তাহার হস্তে বিজয় দান করিয়াছেন।

১৫৩৩। **হাদীছ ঃ**—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, যখন যায়েদ ইবনে হারেছা, জা'ফর ও আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহার মৃত্যু সংবাদ আসিল তখন রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম চিন্তিত ও মলিন-মুখ অবস্থায় মসজিদে বসিয়া পড়িলেন। আমি দরওয়াজার ফাঁক দিয়া হযরতের প্রতি দেখিতেছিলাম; এক ব্যক্তি আসিয়া জা'ফর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর পরিবারবর্গের ক্রন্দন সম্পর্কে অভিযোগ জানাইল। হযরত (দঃ) তাহাদের ক্রন্দন বারণ করিবার জন্য তাহাকে আদেশ করিলেন। ঐ ব্যক্তি ফিরিয়া আসিয়া অভিযোগ করিল যে, তাহারা আমার নিষেধ গ্রাহ্য করিল না। হযরত (দঃ) এইবারও ঐ আদেশই করিলেন; সে পুনরায় আসিয়া ঐ অভিযোগই করিল যে, তাহারা আমার কথায় কর্ণপাত করে না। এইবার হযরত (দঃ) (তাহার পীড়াপীড়িতে বিরক্ত হইয়া) বলিলেন, তবে (সামর্থ হইলে) তাহাদের মুখে মাটি ভরিয়া দাও।

আয়েশা (রাঃ) বলেন, তখন আমি বলিলাম—আল্লাহ তায়ালা তোমাকে অপদস্ত করুক; তুমি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আদেশ পুরণ করিতেও সক্ষম হইলে না, অথচ তাঁহাকে বিরক্তি হইতে রেহাইও দিলে না।

১৫৩৪। **হাদীছ ঃ**— আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) জা'ফর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর পুত্রকে দেখিলেই তাঁহাকে এইরূপে সম্বোধন করিয়া সালাম করিতেন—
السلام عليك يا ابن ذى الجناحين "হে দুই ডানা-বিশিষ্ট ব্যক্তির পুত্র আপনাকে সালাম।"

ব্যাখ্যা ঃ—মোজাহেদ বাহিনীর প্রথম অধিনায়ক যায়েদ ইবনে হারেছা (রাঃ) শহীদ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জা'ফর (রাঃ) অধিনায়ক হইলেন এবং ঝাণ্ডা হাতে লইলেন। তখন শত্রুদের ভীষণ আক্রমণ জা'ফর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর প্রতি হইল। ঝাণ্ডা তাঁহার দক্ষিণ হস্তে ছিল, শত্রুর আক্রমণে তাঁহার দক্ষিণ হস্ত কাটিয়া গেল, তখন তিনি বাম হস্তে ঝাণ্ডা ধরিলেন; ঐ হাতও কাটিয়া গেল, তখন ঝাণ্ডাকে কোলে লইয়া উহা দণ্ডায়মান রাখিলেন। অবশেষে শাহাদৎ বরণ করিলেন। বিভিন্ন হাদীছে বর্ণিত আছে, হযরত (দঃ) বলিয়াছেন, জা'ফরের হস্তদ্বয় আল্লার রাস্তায় কাটা গিয়াছে, তাই আল্লাহ তাঁহাকে ফেরেশতাদের সঙ্গে ফেরেশতাদের ন্যায় উড়িয়া বেড়াইবার শক্তি প্রদান করিয়াছেন, তিনি অবাধে বেহেশতের মধ্যে উড়িয়া বেড়াইতে থাকেন।

এই সূত্রেই জা'ফর (রাঃ)কে ذو الجناحين—দুই ডানা বিশিষ্ট এবং جعفر طيار —উড়ন্ত জা'ফর নামে আখ্যায়িত করা হইয়া থাকে।

১৪০৫। **হাদীছ ঃ**—কায়েস ইবনে আবু হাসেম (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি খালেদ ইবনে অলীদ (রাঃ)কে এই বলিতে শুনিয়াছি যে, মুতার জেহাদের দিন আমার হস্তে নয়টি তরবারি ভাঙ্গিয়াছে, শেষ পর্যন্ত একটি ইয়ামানী তরবারি বাকী রহিয়াছিল।

একটি ছোট অভিযান

১৫৩৬। **হাদীছ ঃ**—উছামা ইবনে যায়েদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আমাদিগকে (জোহায়না গোত্রের শাখা গোত্র) হোরাকার প্রতি প্রেরণ করিলেন। আমরা প্রভাতে তাহাদের বস্তির উপর আক্রমণ করিলাম এবং তাহাদিগকে পরাজিত করিলাম। আমি এবং মদীনাবাসী অন্য এক ব্যক্তি আমরা ঐ পক্ষের এক কাফের ব্যক্তিকে ঘেরাও করিলাম, তখন ঐ কাফের ব্যক্তি لا اله الا الله কালেমা-তৌহিদের স্বীকারোক্তি প্রকাশ করিল, তাই আমার সঙ্গী তাহার হত্যা কার্য্য হইতে বিরত রহিল, কিন্তু আমি তাহাকে বর্শাঘাত করিলাম, উহাতে সে মৃত্যুমুখে পতিত হইল।

আমরা যখন মদীনায় প্রত্যাবর্তন করিলাম, তখন রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ঐ ঘটনা জ্ঞাত হইলেন। হযরত (দঃ) আমাকে (ভৎর্সনা স্বরে) বলিলেন, তুমি কি ঐ ব্যক্তিকে কলেমা-তৌহীদের স্বীকারোক্তির পর হত্যা করিয়াছ? আমি আরজ করিলাম, সে ত প্রাণ বাঁচাইবার জন্য উহা বলিয়াছিল। হযরত (দঃ) (এই উত্তরে সন্তুষ্ট না হইয়া) বার বার ঐ কথা বলিতে লাগিলেন; (যদ্দরুন আমি আমার ঐ কার্য্যকে অতি বড় পাপ গণ্য করিলাম, এমনকি আমি মনে মনে এইরূপ আকাঙ্খা করিতে লাগিলাম যে, যদি আমি অদ্য ইসলাম গ্রহণ করিতাম। (অর্থাৎ এইরূপ বড় গোনাহের কার্য্য যদি ইসলাম গ্রহণের পূর্বে হইত তবে ইসলামের বদৌলতে উহা ক্ষমা হওয়ার আশা ছিল।)

মক্কা-বিজয় অভিযান

হিজরী ৬ সালে হোদায়বিয়ার সন্ধি হইল, উহাতে মোসলমান ও মক্কাবাসীদের মধ্যে দশ বৎসরের জন্য অনাক্রমণ চুক্তি সম্পাদিত হইল। উভয় পক্ষের মিত্রদের সম্পর্কেও এই শর্ত করা হইল যে, কোন পক্ষই অপর পক্ষের কোন মিত্রের বিরুদ্ধে আক্রমণ বা আক্রমণে সহায়তা দান করিতে পারিবে না। মক্কার নিকটবর্তী দুইটি গোত্র ছিল "বনু বকর" ও "বনু খোযায়া"। এই গোত্রদ্বয়ের মধ্যে বহু পূর্বকাল হইতে দাঙ্গা-ফছাদ, রক্তারক্তি চলিয়া আসিতেছিল। হোদায়বিয়ার ঘটনায় মোসলমান ও কোরায়েশদের মধ্যে সন্ধি হইল এবং নিকটবর্তী বিভিন্ন গোত্র সমূহকে যে কোন পক্ষের সঙ্গে মিত্রতা প্রতিষ্ঠার সুযোগ দেওয়া হইল। সেই সুযোগে বনু-বকর গোত্র কোরায়েশদের সঙ্গে এবং তাহাদের বিরুদ্ধ পক্ষ বনু-খোযায়া গোত্র মোসলমানদের সঙ্গে মিত্রতা বাঁধিল।

কিছুদিনের মধ্যেই পূর্ব কলহ সূত্রে উক্ত গোত্রদ্বয়ের দাঙ্গা আরম্ভ হইল। যদিও বনু-বকর কোরায়েশদের মিত্র ছিল, কিন্তু হোদায়বিয়ার সন্ধি-চুক্তির শর্ত অনুসারে মোসলমানদের মিত্র বনু-খোযায়ার উপর আক্রমণ চালাইতে কোরায়েশগণ স্বীয় মিত্রের কোন প্রকার

সাহায্য সহায়তা করিতে পারে না। কিন্তু কোরায়েশরা সেই শর্ত ভঙ্গ করিয়া গোপনে স্বীয় মিত্রগণকে ঐ দাঙ্গায় অস্ত্র সরবরাহ করিল এবং প্রত্যক্ষরূপে দাঙ্গায় যোগদান করিল। বনু বকর কোরায়েশদের সাহায্য সমর্থন পাইয়া মোসলমানদের মিত্র বনু-খোযায়া গোত্রের উপর অকথ্য ও অমানুষিক অত্যাচার চালাইল।

অত্যাচারিত বনু-খোযায়া গোত্রের পক্ষ হইতে আমর ইবনে সালেম নামক এক ব্যক্তি মদীনায় উপস্থিত হইয়া আনুষ্ঠানিকভাবে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিল; এতদ্ভিন্ন তাহারা এক প্রতিনিধি দলও মদীনায় প্রেরণ করিল। প্রতিনিধি দল কোরায়েশ ও বনু বকরের সমস্ত অত্যাচারের করুণ কাহিনী ও হৃদয়বিদারক ঘটনা সমূহ বিস্তারিতরূপে হযরতের সম্মুখে তুলিয়া ধরিল। রসুলুল্লাহ (দঃ) অত্যন্ত মর্মাহত হইলেন।

কোরায়েশ সর্দার আবু সুফিয়ান নিজ দুষ্কৃতির পরিণামের ভয়ে ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িল; সে সন্ধি-চুক্তিকে পুনরুজ্জীবিত করার উদ্দেশ্যে মদীনায় উপস্থিত হইয়া স্বীয় উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিল। রসুলুল্লাহ (দঃ) পূর্বাহ্নেই ঘটনা অবগত হইয়াছিলেন। কোরায়েশদের অপরাধ শুধু একটা চুক্তি ভঙ্গই ছিল না, বরং এমন বিশ্বাসঘাতকতা ছিল যাহার অন্তরালে তাহারা মোসলমানদের মিত্র গোত্র বনু-খোযায়ার উপর অমানুষিক অত্যাচার ও নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড চালাইয়াছিল। কোরায়েশরাই এই অত্যাচারে মূলতঃ দোষী ছিল; তাহাদের স্বক্রিয় সাহায্য না হইলে একা বনু-বকর গোত্র বনু-খোযায়াকে ঐরূপ অত্যাচার করিতে পারিত না। সুতরাং হযরত (দঃ) কোরায়েশদের প্রতি ভয়ঙ্কর ক্ষুব্ধ হইলেন এবং অত্যাচারীকে শায়েস্তা করা স্বীয় বিশেষ কর্তব্য গণ্য করিলেন। অতএব হযরত (দঃ) আবু সুফিয়ানের অনুরোধের প্রতি মোটেই কর্ণপাত করিলেন না, কোন উত্তরই দিলেন না। আবু সুফিয়ান নেতৃস্থানীয় প্রত্যেক মোসলমানদের নিকট সুপারিশের জন্য ধর্ণা দিল, কিন্তু কোন ফল হইল না, শেষ পর্য্যন্ত সে বিফল মনোরথ হইয়া মক্কায় প্রত্যাবর্তন করিল।

রসুলুল্লাহ (দঃ) মক্কা অভিযানের প্রস্তুতি আরম্ভ করিলেন। হযরত (দঃ) যুদ্ধে সুযোগ সুবিধা লাভের উদ্দেশ্যে উহার সাধারণ নিয়ম—গোপনীয়তা রক্ষা করিতেছিলেন। ইতিমধ্যে ১৪৩২ নং হাদীছে বর্ণিত ঘটনা ঘটিল। মক্কাবাসীরা সঠিকরূপে মোসলমানদের প্রস্তুতি ও অভিযানের পূর্ণ তথ্য জ্ঞাত হইতে পারিল না।

অষ্টম হিজরী সনের রমজান মাসের দশ তারিখ রসুলুল্লাহ (দঃ) মদীনা হইতে মক্কাভিমুখে যাত্রা করিলেন; মোসলমানদের সৈন্য সংখ্যা দশ হাজার ছিল। মদীনার অদূরে জোহ্ফা এলাকায় পৌঁছিলে পর হযরতের চাচা আব্বাস (রাঃ) স্বীয় পরিবারবর্গ সহ মক্কা ত্যাগ করতঃ মদীনায় হিজরত করিয়া আসার পথে হযরতের সঙ্গে মিলিত হইলেন। তাঁহারা অনেক পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু মক্কা হইতে হিজরত করার সুযোগ সন্ধানে উহা গোপন রাখিয়াছিলেন। আব্বাস (রাঃ) তথা হইতে স্বীয়

পরিবারবর্গকে মদীনায় পাঠাইয়া দিয়া স্বয়ং হযরতের সঙ্গে মক্কা অভিযানে যোগদান করিলেন। ৭।৮ দিন পথ চলার পর রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম "মারুজ্জাহরান"* নামক স্থানে অবস্থান করিলেন। হযরত (দঃ) সঙ্গীগণকে আদেশ করিলেন যে, আবশ্যকীয় অগ্নি প্রজ্বলিত করিতে প্রত্যেকে ভিন্ন ভিন্নরূপে করিও। তাহাই করা হইল; এইরূপে ১০ হাজার লোকের ভিন্ন ভিন্ন অগ্নি তথায় এক বিভিষিকাপূর্ণ দৃশ্যের সৃষ্টি করিল।

এদিকে মক্কাবাসীরা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের অভিযান যাত্রার সঠিক তথ্য জ্ঞাত না থাকিলেও মোটামুটি কিছু আভাষ তাহারা জানিতে পারিয়াছিল। সেই সূত্রে মক্কার নেতা আবু সুফিয়ান দুই জন সঙ্গী সহ মোসলমানদের খোঁজে মক্কা হইতে বাহির হইল। তাহারা মারুজ্জাহরান এলাকার নিকট পৌছিয়া রাত্রিবেলা দুর হইতে তথায় প্রজ্বলিত অগ্নির দৃশ্য দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল। তাহারা পরস্পর নানাপ্রকারের মন্তব্য করিতেছিল। আব্বাস (রাঃ) তথায় পৌছিলেন এবং আবু সুফিয়ানের কণ্ঠস্বর উপলব্ধি করিতে পারিলেন; আবু সুফিয়ান আব্বাস (রাঃ)কে মূল ব্যাপার জিজ্ঞাসা করিল। আব্বাস (রাঃ) বলিলেন, এই দৃশ্য রসুলুল্লাহ (দঃ) এবং তাঁহার সঙ্গীগণের; এখন কোরায়েশদের আর রক্ষা নাই। আবু সুফিয়ান ভীত হইয়া কাকুতি-মিনতির সহিত জিজ্ঞাসা করিল, এখন উপায় কি? আব্বাস (রাঃ) বলিলেন, মোসলমানগণ তোমার খোঁজ পাইলে এখনই তোমাকে হত্যা করিয়া ফেলিবে। তুমি আমার যানবাহনে আরোহণ কর, আমি তোমার জন্য হযরতের নিকট আশ্রয় ভিক্ষা চাহিব। ঐ যানবাহ·টি বস্তুতঃ রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যানবাহন ছিল। হযরতের যানবাহন এবং উহার উপর হযরতের চাচা আরোহিত, তাই কেহ উহার প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য করেন নাই এবং আবু সুফিয়ান সম্পর্কে জ্ঞাত হইতে পারেন নাই। কিন্তু ওমর (রাঃ) আবু সুফিয়ানকে ঠাহর করিতে পারিয়া মনে মনে সন্তুষ্ট হইলেন যে, আল্লার দ্বীনের প্রধান শত্রুকে সুযোগ মতে পাওয়া গিয়াছে; তিনি দ্রুত হযরতের প্রতি ছুটিয়া যাইতে লাগিলেন, আবু সুফিয়ানকে হত্যা করার অনুমতির জন্য। কিন্তু আব্বাস (রাঃ) অধিক দ্রুত হযরতের নিকট পৌছিলেন এবং আরজ করিলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! আমি আবু সুফিয়ানকে আশ্রয় দিয়াছি; তাই ওমর রাজিয়াল্লাহু আনহুর কোন কথাই কাজে আসিল না।

হযরত (দঃ) আব্বাস (রাঃ)কে বলিলেন, এখন ইহাকে (আবু সুফিয়ানকে) লইয়া যান; ভোরবেলা আসিবেন। ভোর হইতেই তাহাকে হযরতের নিকট উপস্থিত করা হইল, সে ইসলাম গ্রহণ করিল; এখন তিনি আবু সুফিয়ান (রাঃ)।

---

* আছহহুস্‌সিয়ার নামক কিতাবের টিকায় লিখা আছে যে, ইহা ঐ স্থানটি যাহাকে বর্তমানে ওয়াদি-ফাতেমা বলা হয়। উহা মক্কা হইতে প্রায় ১২।১৪ মাইল দুরে অবস্থিত। আমি তথায় উপস্থিত হওয়ার এবং এক রাত্র এক দিন অবস্থান করার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি।

অতঃপর রসুলুল্লাহ (দঃ) খালেদ বাহিনীকে মক্কায় নিম্ন প্রান্ত পথে প্রবেশের আদেশ করিলেন এবং স্বয়ং উর্দ্ধ প্রান্তের পথে প্রবেশ করিলেন। কোথাও কোন সংঘর্ষ বাঁধিল না; শুধু খালেদ বাহিনীর দুই ব্যক্তি একা একা ভিন্ন রাস্তায় চলাকালীন কতিপয় দুষ্কৃতিকারী কর্তৃক শহীদ হইয়াছিলেন; খালেদ (রাঃ) দুষ্কৃতিকারীদেরে আক্রমণ করিয়া তাহাদের বার জনেক হত্যা করিয়াছিলেন।

২০ রমজান রসুলুল্লাহ (দঃ) মক্কায় প্রবেশ করিলেন; "হাজুন" নামক মহল্লায় তাঁহার ঝাণ্ডা উড্ডীন করা হইল * স্বাভাবিক ধারণার বিপরীত হযরত (দঃ) মক্কাবাসীদের প্রতি করুণা ও অনুকম্পার ঘোষণা দান করিলেন। তিনি ঘোষণা করিলেন, যে ব্যক্তি অস্ত্র ত্যাগ করিবে তাহার জন্য নিরাপত্তা, যে ব্যক্তি গৃহদ্বার বন্ধ করিবে তাহার জন্য নিরাপত্তা, যে ব্যক্তি হরম শরীফে প্রবেশ করিবে তাহার জন্য নিরাপত্তা, যে ব্যক্তি আবু সুফিয়ানের গৃহে আশ্রয় লইবে তাহার জন্য নিরাপত্তা।

অতঃপর হযরত (দঃ) বিশিষ্ট সঙ্গিগণ সহ হরম শরীফে প্রবেশ করিলেন। বাইতুল্লাহ শরীফের তওয়াফ করিলেন এবং বাইতুল্লাহ শরীফের মূর্তিসমূহ অপসারণ করিলেন এবং বাইতুল্লাহ শরীফের ভিতরে নামায পড়িলেন। অতঃপর বাইতুল্লাহ শরীফের দরওয়াজায় দাঁড়াইয়া হযরত (দঃ) ভাষণদানে আল্লাহ তায়ালার দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ স্বরূপ বলিলেন—

لا اله الا الله وحده لا شريك له صدق وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده

"আল্লাহ ভিন্ন কোন মাবুদ নাই, তিনি এক—তাঁহার কোন শরীক নাই; তিনি স্বীয় প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করিয়াছেন, স্বীয় বন্দাকে সাহায্য দান করিয়াছেন, বিদ্রোহী পক্ষের দল-সমূহকে তিনি একাই পরাজিত করিয়াছেন।" হযরত (দঃ) স্বীয় ভাষণে অন্ধকার যুগের নানা কুসংস্কারের মূল উচ্ছেদেরও ঘোষণা করিলেন। হযরতের ভাষণকালে মক্কার নাগরিকরা ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় নিঃস্তব্ধরূপে দাঁড়াইয়াছিল। তাহারা তাহাদের দীর্ঘদিনের অত্যাচার ও জুলুমের পরিণাম ভোগের প্রহর গণিতেছিল। এমতাবস্থায় হযরত (দঃ) তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা আমার পক্ষ হইতে কিরূপ ব্যবহারের আশা পোষণ কর? সকলে উত্তর করিল, আপনি স্বয়ং উদার এবং উদারতাশীল বংশের, তাই আমরা আপনার অনুগ্রহের আশাই পোষণ করি। হযরত (দঃ) বলিলেন, ইউসুফ (আঃ) স্বীয় ভাইদের দ্বারা অত্যাচারিত ও দেশান্তরিত হইয়া নবুয়ত ও রাজত্বের অধিকারী হইবার পর যখন তাঁহার ভাইগণ কাতর স্বরে নিজেদের অন্যায় স্বীকার করিয়াছিল তখন ইউসুফ (আঃ) তাহাদের প্রতি অনুকম্পা প্রকাশ করিয়া যাহা করিয়াছিলেন, আমিও আজ তোমাদের প্রতি উহারই পুনরাবৃত্তি করিতেছি এবং ঘোষণা করিতেছি—لا تثريب عليكم اليوم انتم الطلقاء

---

* বর্তমানে সেই স্থানে একটি মসজিদ আছে উহাকে "মসজিদুর রায়াহ" বলা হয়, 'রায়াহ' অর্থ ঝাণ্ডা (আল্লাহ তায়ালা আমাকে তথায় নামায পড়ার সৌভাগ্য দান করিয়াছেন।)

"আজ তোমাদের প্রতি কোন প্রকার ভয়-ভীতি, তিরস্কার ভৎ'সনা প্রয়োগ করা হইবে না, কাহারও উপর কোন অভিযোগ নাই; তোমাদের সকলকেই ক্ষমা করা হইল।"

হযরতের আদেশে বেলাল (রাঃ) কা'বা ঘর-সম্মুখে আজান দিলেন; অতঃপর হযরত (দঃ) স্বীয় চাচাত ভগ্নি উম্মে-হানী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার ঘরে আসিয়া গোসল করিলেন এবং আট রাকাত নফল নামায পড়িয়া আল্লাহ তায়ালার শোকরিয়া আদায় করিলেন।

হযরত (দঃ) মক্কাবাসীদেরকে ক্ষমা করিলেন বটে, কিন্তু কতিপয় পুরুষ ও নারীর প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ জারি করিলেন। এমনকি তাহাদের সম্পর্কে এইরূপ কঠোর আদেশ ছিল যে, যে কোন স্থানে দেখা মাত্র তাহাদিগকে হত্যা করা হইবে। কিন্তু দয়ায় দরিয়া রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাহাদের মধ্য হইতেও অধিকাংশকে ক্ষমা করিলেন। (১) আবু জহল পুত্র একরেমা (২) উমাইয়ার পুত্র ছাফ্ওয়ান (৩) হামযা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর হত্যাকারী ওয়াহ্শী সহ সাত জন ক্ষমাপ্রাপ্ত হইলেন এবং চার জনের প্রাণদণ্ড কার্য্যকরী হইল। নারীদের মধ্যে হামযা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর কলিজা চর্বনকারিণী, আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হেন্দা সহ তিন জন ক্ষমাপ্রাপ্তা হইলেন এবং তিন জনকে প্রাণদণ্ড দেওয়া হইল।

অতঃপর হযরত (দঃ) মক্কার আশেপাশে অলিগলিস্থিত মূর্তি সমূহ ধ্বংস করার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিলেন, এমনকি ঘোষণা করিয়া দিলেন, কাহারও ঘরের ভিতরেও যেন কোন প্রকার মূর্তি না থাকে। এইরূপে হযরত (দঃ) রমজানের অবশিষ্ট দশ দিন এবং শাওয়ালেরও কিছুদিন মোট ১৫ বা ১৯ দিন মক্কায় অবস্থান করিলেন। অতঃপর হযরত (দঃ) মক্কা হইতে হোনায়ন, আওতাস ও তায়েফ ইত্যাদি এলাকায় অভিযান চালাইলেন এবং দুই মাসের অধিককাল পর জিলকদ মাসের শেষে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করিলেন।

এই মহাবিজয় কালে হযরত (দঃ) কর্তৃক সোনালী আদর্শ স্থাপন :

মক্কা বিজয় মোসলেম জাতির জন্য মহাবিজয় ছিল এবং রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের জীবনের চরম বিজয় ছিল। এই মহাবিজয় লগ্নে রসুলুল্লাহ (দঃ) দুইটি বিষয়ে এমন দুইটি আদর্শ স্থাপন করিয়াছিলেন যাহা মানব সমাজের মঙ্গল ও শান্তি আনয়নের দিশারীরূপে ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে চিরবিদ্যমান থাকিবে।

(১) এইরূপ মহাবিজয় ও চরম বিজয় লগ্নে সাধারণতঃ বিজয়ীর প্রতিটি কার্য্যে প্রতিটি আদেশ-নিষেধে এবং প্রতিটি আচরণে সীমাহীন ঔদ্ধত্য, লাগামহীন দর্প ও দম্ভ ভাসিয়া উঠিবে। তাহার অসুরীয় উন্মাদনা ও দানবীয় বিজয়মত্তা বিজীতদের উপর টানিয়া আনিবে শত শত দুঃখ-যাতনা। এই সব স্বভাবের সম্পূর্ণ বিপরীত আজ নবীজী (দঃ) সর্বাধিক বিনয়ী, সর্বাধিক বিনম্র। মক্কা হইতে মাত্র ১২।১৪ মাইল ব্যবধানে "মাররুজ্জাহ্‌রান" এলাকা; তথায় হযরত (দঃ) সমুদয় বাহিনীসহ রাত্রি যাপন করিলেন। প্রত্যুষেই নবীজী (দঃ)

নগরে প্রবেশের আয়োজন করিলেন। দশ সহস্রীয় সৈন্যবাহিনীর বিভিন্ন গোত্র ও সম্প্রদায়ের প্রত্যেক দলের দলপতির হাতে ভিন্ন ভিন্ন নিশান উড়াইয়া দিয়া নবীজী (দঃ) সকলকে মক্কা নগরীর প্রতি মার্চ্চ করার আদেশ দিলেন। একের পর এক কাতারে কাতারে সেনাদল চলিতে লাগিল। শেষের দিকে এবং অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতে সর্বাধিক ছোট একটি দলে পরিবেষ্টিতরূপে নবীজী (দঃ) অগ্রসর হইলেন একটি উটের পিঠে চড়িয়া; তাহাও নিজ শিষ্য যায়েদ-পুত্র উসামাকে সম-আসনে সঙ্গে বসাইয়া নিরবে চলিতে লাগিলেন—কোন হাঁকাহাঁকি নাই, দর্প নাই, দম্ভ নাই। কি মনোহারী দৃশ্য! মহাবিজয়ের বিজয়ী সম্রাট চরমবিজয়ের বিজয়ী সেনাপতি এই সাধারণ বেশে অনাড়ম্বর পরিবেশে নগর-প্রবেশ-পর্ব সম্পন্ন করিতেছেন—বিজয় অপেক্ষা বড় বিনয়ী তিনি।

নবীজী (দঃ)-এর পক্ষে এই অবস্থা সহজ হওয়ার গোড়ায় ছিল একটি মহাআদর্শ, একটি পবিত্র অনুভূতি—তাহাই লক্ষ্যনীয় এবং সেই শিক্ষাই এস্থলে গ্রহণীয়। বিজয় ক্ষেত্রে এবং সাফল্যের ময়দানে এক মুহূর্তের জন্যও যেন নিজের বাহাদুরী ও নিজের কৃতিত্বের প্রতি দৃষ্টি ও ধ্যান-ধারণা না যায়। সবই প্রভু-পরওয়ারদেগারের দান তাঁহারই অনুগ্রহ বলিয়া শুধু বিবেচনা নয়, বরং অন্তরের অন্তস্থল হইতে এই স্বীকৃতি এই বিশ্বাস এই একীনই পোষণ করিবে; সেই বিশ্বাসকে অঙ্গে-প্রত্যঙ্গে ফুটাইয়া তুলিবে। মনে, মুখে ও অষ্টাঙ্গে এই একই ভাব, একই ভঙ্গি। সেমতে সকল বিজয়ের মাঝখানে নবীজী (দঃ) একমাত্র আল্লাহ তায়ালার করুণাস্পর্শ অনুভব করিতেছিলেন; তাঁহার মস্তক কৃতজ্ঞতায় সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালার উদ্দেশ্যে নত হইয়া পড়িতেছিল, এমনকি তাঁহার অবনত মস্তক বার বার তাঁহার উটের পিঠকে স্পর্শ করিতেছিল বলিয়া ইতিহাসে উল্লেখ রহিয়াছে। এই আদর্শ নবীজী (দঃ)-এর স্বভাবগতও ছিল আবার আল্লাহ তায়ালার নির্দেশ হইতেও গ্রহণ করিয়াছিলেন। পবিত্র কোরআনের ছুরা নছর—সেই ছুরায় মহাবিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী ছিল। উক্ত ছুরায় স্পষ্ট বর্ণনা আছে—"যখন আল্লার সাহায্য ও বিজয় আসিবে তখন তোমার প্রভুর তছবীহ—মহিমা-জপ, হাম্‌দ—প্রশংসা-জপ করিবে এবং অলক্ষ্যে ক্ষমা প্রার্থনায় রত থাকিবে।" উক্ত আদেশত্রয়ের সঙ্গে রঞ্জিত থাকিলে যে কোন বিজয়ে ঔদ্ধত্ব, দর্প ও দম্ভ স্থান পায় কোথায়? এই মহাবিজয়ের দিন নবীজীর দৃশ্যই উহার প্রমাণ। এমনকি নবীজী (দঃ) মক্কা বিজয়ের পরে সারা জীবন উক্ত আদেশত্রয়ের মৌখিক জপ নামাযেও করিয়া থাকিতেন—

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِىْ

"হে আল্লাহ! হে আমাদের পরওয়ারদেগার! তোমার মহিমাই আমার জপনা এবং তোমার প্রসংশা আমার ভজনা; হে আল্লাহ! আমায় ক্ষমা কর।" রুকু অবস্থায় হযরত (দঃ) ইহা পড়িয়া থাকিতেন।

(২) মক্কা বিজয়ের দিনে হযরত (দঃ) আরও একটি অতুলনীয় আদর্শ স্থাপন করিয়াছিলেন। এই মক্কাবাসীরা হযরত (দঃ)কে এবং তাঁহার ভক্তবৃন্দকে মক্কায় থাকাকালে কি অত্যাচারই না করিয়াছিল! দীর্ঘ তের বৎসর অকথ্য অত্যাচার চালাইয়া তাঁহাদেরকে দেশান্তরিত করিয়াছিল। বাড়ী-ঘর ছাড়িয়া মদীনায় যাইয়াও হযরত (দঃ) শান্তিতে থাকিতে পারেন নাই; এই দুরাচাররা তথা হইতেও মোসলমানদেরকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য কত আক্রমণ করিয়াছে। ওহোদ ও খন্দক যুদ্ধের ঘটনাবলী ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতে মুছিয়া যায় নাই। এই দীর্ঘ একুশ বৎসরের অত্যাচারী শত্রু আজ হযরতের পদানত। শত অত্যাচার ভোগ শেষে বন্ধুর ও কণ্টকাকীর্ণ পথ বহিয়া আজ হযরত (দঃ) ঐ শত্রুদের উপর সর্বক্ষমতার অধিকারী হইয়াছেন। আজ হযরত (দঃ) এই শত্রুদের প্রতি কি ব্যবহার করেন তাহাই লক্ষণীয়, তাহাই শিক্ষণীয়।

আজ মহাবিজয়, কিন্তু হযরতের উদারতা আজ মহাসমুদ্র অপেক্ষা অধিক প্রশস্ত—কি করুণা তাঁহার! কি মহিমা তাঁহার! অতীতের কোন আঘাত বা বেদনার কথা তাঁহার মনে নাই; তাঁহার অন্তর-সমুদ্রে আজ শুধু ক্ষমার ঢেউ খেলিতেছে। ক্ষমা ও দয়ার কি অপূর্ব দৃশ্য আজ মহাবিজয়ী হযরতের ভাব-ভঙ্গিতে! আজ নবীজীর কথায় ক্ষমা ও শান্তি, প্রতিটি আদেশ-নিষেধে ক্ষমা ও শান্তি, প্রতিটি ঘোষণায় ক্ষমা ও শান্তি, প্রতিটি ভাষণে ক্ষমা ও শান্তি।

মক্কা প্রবেশের পূর্বে রাত্রিবেলায়ই মর্মান্তিক ঘটনাপ্রবাহের রণাঙ্গনের—ওহোদ ও খন্দকের সেনানায়ক, দীর্ঘ সাত বৎসরের সকল আক্রমণ ও শত্রুতার নেতা আবু সুফিয়ান নবীজী (দঃ) সমীপে উপস্থিত; এহেন শত্রুকে হাতে পাইয়া তিনি কি করিলেন? হযরত (দঃ) তাহার সব অপরাধ ভুলিয়া গিয়া তাহাকে ইসলামের আহ্বান জানাইলেন। কোন জোর নাই, জবরদস্তি নাই, ধমক নাই, ভীতি প্রদর্শন নাই। করুণা ও মধুর স্বরে তাহাকে আল্লার একত্ব ও রসুলের স্বীকৃতি মানিয়া লওয়ার প্রতি তাহার বিবেককে আকৃষ্ট করিলেন। অনতিবিলম্বে সে ইসলামের কলেমা পাঠ করিল। নবীজী (দঃ) আবু সুফিয়ানের পদমর্য্যাদার মূল্য দানেও কুণ্ঠিত হইলেন না। হযরত (দঃ) তাঁহার গৃহকে নিরাপত্তার স্থানরূপে ঘোষণা দিয়াদিলেন।

প্রত্যুষে যখন নবীজী (দঃ) দশ সহস্র বীর সেনানীকে মক্কা নগরীর প্রতি মার্চ করার আদেশ করিলেন তখন কি মধুর বাণী সকলকে শুনাইলেন। যুদ্ধমত্ত সৈনিকদেরকে বলিয়া দিলেন, আক্রান্ত না হইয়া কাহারও প্রতি আক্রমণ করিবে না। ফলে বিনা রক্তপাতে মোসলেম বাহিনীর হস্তে শত্রুদুর্গের সর্বশ্রেষ্ঠ কেন্দ্রের চিরপতন ঘটিল।

মোসলেম বাহিনী বিভিন্ন পথে নগরে প্রবেশ করিল। মক্কার সকল নর-নারী আজ ভীত সন্ত্রস্ত; দীর্ঘদিন নিঃসহায় মুসলিমদের উপর তাহারা যে অত্যাচার অবিচার করিয়াছিল সে সবের প্রতিশোধ ভোগের প্রহরই তাহারা গণিতেছিল। কিন্তু নবীজীর উদারতা

নবীজীর সীমাহীন দয়া তাহাদেরকে সেই মুহূর্তেই রক্ষাকবজ প্রদান করিল। নবীজী (দঃ) তাহাদের সমুদয় আঘাত ভুলিয়া গিয়া উদার কণ্ঠে তাহাদের জন্য ব্যাপক নিরাপত্তার ঘোষণা দানে বলিলেন, যে ব্যক্তি অস্ত্র ত্যাগ করিবে তাহার জন্য নিরাপত্তা, যে ব্যক্তি গৃহ-দ্বার বন্ধ করিবে তাহার জন্য নিরাপত্তা, যে ব্যক্তি আবু সুফিয়ানের গৃহে আশ্রয় নিবে তাহার জন্য নিরাপত্তা, যে ব্যক্তি হরম শরীফে আশ্রয় নিবে তাহার জন্য নিরাপত্তা। সারকথা—প্রতিটি নর-নারী যাহাতে প্রাণ বাঁচাইবার উপায় পায় সেই ব্যবস্থা নবীজী (দঃ) করিয়া দিলেন। দীর্ঘ একুশ বৎসরের শত্রুদের প্রতি নবীজীর কি অপূর্ব উদারতা।

নবীজীর উদারতা ও দয়ার সীমা রহিল না যখন বিজয়ের দিনেই আল্লার ঘরের দ্বারে দাঁড়াইয়া মক্কাবাসীদের প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণাপূর্বক বলিলেন, তোমাদের কাহারও প্রতি আজ কোন অভিযোগ নাই; তোমরা মুক্ত, ক্ষমাপ্রাপ্ত।

এত বড় করুণা, এত মহিমা কে কোথায় দেখিয়াছে? এত বড় ক্ষমা কে কোথায় দেখিয়াছে? প্রতিশোধ নেওয়ার কোন কথা নাই, বিগত অপরাধের কোন অভিযোগ নাই। কত সুন্দর, কত বিস্ময়কর এই বিজয়! রক্তপাত নাই, ধ্বংস-বিভীষিকা নাই; আছে কেবল দয়া, ক্ষমা ও উদারতা। পৃথিবীর ইতিহাসে বহু বিজয় কাহিনীর বর্ণনা রহিয়াছে, বহু বীর সেনাপতি বহু দেশ জয় করিয়া অমর হইয়াছেন। কিন্তু এরূপ রক্তপাতবিহীন মহাবিজয় কোথাও দেখা গিয়াছে কি?

মক্কা বিজয়ের এই দৃশ্য পৃথিবীর ইতিহাসে অপূর্ব ও অমর হইয়া থাকিবে। এইরূপ করুণা, ক্ষমা, দয়া উদারতা এবং উগ্রতার স্থলে নম্রতা বিনয়ীর বেশে বিজয়ী—ইহাই শান্তির ধর্ম ইসলামের আদর্শ ও শিক্ষা। ইসলামের প্রবর্তক হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এই সোনালী আদর্শ ও শিক্ষারই দ্বারোদঘাটন করিয়াছিলেন মক্কা বিজয়ের দিন।

এই আদর্শ ও শিক্ষা গ্রহণ করিয়াই ধন্য হইতে পারিয়াছিলেন নবীজীর ছাহাবীগণ। নবীজীর সঙ্গে মক্কা বিজয়ে দশ সহস্র সৈনিক ছিলেন; যাঁহারা সকলেই মক্কাবাসীদের দ্বারা উৎপীড়িত হইয়াছিলেন। বিশেষতঃ মোহাজেরগণ তাঁহারা ত দেশ-খেস, ধন-সম্পদ সব কিছুই হারাইয়াছিলেন এই মক্কাবাসীদের অত্যাচারে। তাঁহাদের মধ্যে বেলাল (রাঃ) খাব্বাস (রাঃ)-এর ন্যায় কত শত জনই ছিলেন যাঁহাদের উপর মক্কাবাসীদের পৈশাচিক অত্যাচারের ইতিহাস অতি প্রসিদ্ধ। এই সৈনিকগণ যদি নবীজীর উক্ত আদর্শ ও শিক্ষার আলো না পাইতেন তবে এই বিজয়ী সৈনিকদের দ্বারা মক্কার বুকে কত অঘটনই না ঘটিত। বর্তমান বিভীষিকা পূর্ণ জগৎ যদি নবীজীর উক্ত আদর্শ ও শিক্ষা অনুসরণ করে তবে বিশ্ববাসীর জন্য কত মঙ্গল ও কল্যানই না নামিয়া আসে! মঙ্গল ও কল্যাণ বুলি আওড়াইলে বা সংঘ গঠনে আসে না; সত্যিকার মঙ্গল ও কল্যাণ আসিতে

পারে আদর্শের মাধ্যমে। মক্কা বিজয় লগ্নে সেই আদর্শই স্থাপন করিয়া গিয়াছেন বিশ্ববাসীর জন্য বিশ্বনবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম।

মক্কা বিজয়ের দিন হযরতের ভাষণ :

এই মহা বিজয় উপলক্ষে রসুলুল্লাহ (দঃ) দুই দিন দুইটি গুরুত্বপূর্ণ সংক্ষিপ্ত ভাষণ প্রদান করিয়াছিলেন। প্রথম ভাষণটি ছিল নবীজীর মক্কা প্রবেশের প্রথম দিন। এইদিন কা'বা শরীফের ভিতরে হযরত (দঃ) নামায পড়িয়াছেন।

মক্কার নাগরিকদের অন্তর আজ বিহ্বল। মক্কার বুকে তাহারা হযরতের উপর এবং তাঁহার আছহাবের উপর কিরূপ এবং কি কি অত্যাচার ও জুলুম করিয়াছিল—অক্ষরে অক্ষরে আজ তাহা তাহাদের স্মরণে আসিতেছে, তাই তাহারা নিজে নিজেই ভীত ও সন্ত্রস্ত। তাহাদের মুখে শব্দ নাই, চোখে আলো নাই; এমতাবস্থায় তাহারা কা'বা-সম্মুখে ভীড় জমাইয়াছে। সকলেই দণ্ডায়মান, আর হযরত কা'বা-ভিতরে নামায রত। নামায সমাপ্তে নবীজী (দঃ) কা'বার দ্বারে দাঁড়াইলেন। মক্কার নাগরিকরা অপরাধীর দৃষ্টিতে মহাবিজয়ী নবীজীর মুখপানে তাকাইয়া আছে—কি আদেশ, কি ফরমান তাঁহার মুখ হইতে নিঃসৃত হয়?

নবীজী (দঃ) কা'বা দ্বারে দাঁড়াইয়া সমবেত নাগরিকদেরকে সম্বোধন পূর্বক ভাষণ দিলেন। সেই ঐতিহাসিক ভাষণে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি প্রাধান্য লাভ করিল—

● সর্বাগ্রে হযরত (দঃ) আল্লার একত্ববাদ ঘোষণায় কলেমা—লাইলাহা ইল্লাল্লাহ পাঠ করতঃ এই মহা বিজয়ের উপর প্রভুর দরবারে শুকরিয়া নিবেদন করিলেন।

● আভিজাত্যের গর্ব সমগ্র আরবে এক অভিশাপ ছড়াইয়া রাখিয়াছিল। দুর্বলদের প্রতি অন্যায় অবিচার এই গর্বের ভিত্তিতে স্বাভাবিক ও নির্দ্ধারিত নিয়ম ও নীতিরূপে প্রচলিত ছিল। এই আভিজাত্যে হযরতের নিজ বংশ কোরেশ গোত্র সর্বাগ্রে ছিল। বিচার ও মানবাধিকার ক্ষেত্রে সাম্যের বিধান প্রবর্তনে হযরত (দঃ) সর্বাগ্রে নিজ বংশের উপর আঘাত হানিলেন। এই ঐতিহাসিক ভাষণে হযরত (দঃ) মানবাধিকার ও বিচার ক্ষেত্রে সকল মানুষকে সমান ঘোষণা করিলেন। আভিজাত্যের গর্বে দুর্বলদেরকে ন্যায় বিচার ও প্রাপ্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করার নীতি চিরতরে পদদলিত বলিয়া ঘোষণা করিলেন।

● নরহত্যার বিচার বা ক্ষতিপূরণে অভিজাত ও অনভিজাতের পার্থক্যের নীতি প্রচলিত ছিল; উহার পরিবর্তে সকলের জন্য সমান ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করিলেন।

● মক্কার নাগরিকদের জন্য তাহাদের কল্পনা ও আশার উর্দ্ধে অপ্রত্যাশিত ভাবে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করিলেন, এমনকি কাহারও প্রতি কোন অভিযোগ আনা হইবে না বলিয়াও তাহাদিগকে নিশ্চয়তা ও অভয় প্রদান করিলেন।

নবীজীর সংক্ষিপ্ত ভাষণটি ন্যায় ও উদারতার ঘোষণায় পরিপূর্ণ ছিল। উক্ত ভাষণের নিম্নোক্ত মূল বক্তব্য ইতিহাস হইতে উদ্ধার করা সম্ভব হইয়াছে—

● لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ صَدَقَ وَعْدَهٗ وَنَصَرَ عَبْدَهٗ وَهَزَمَ الْاَحْزَابَ وَحْدَهٗ

● আল্লাহ ভিন্ন কোন মাবুদ নাই; তিনি এক, অদ্বিতীয়। তিনি তাঁহার কথা (যে, মোসলমানদের সাহায্য করিবেন) বাস্তবায়িত করিয়াছেন। তাঁহার বান্দাকে তথা আমাকে সাহায্য করিয়াছেন এবং সমবেত শত্রুদলকে তিনি একা পরাজিত করিয়াছেন।

● اَلَا كُلُّ مَاْثَرَةٍ اَوْدَمٍ اَوْمَالٍ يُدَّعٰى فَهُوَ تَحْتَ قَدَمَىَّ هَاتَيْنِ اِلَّا سِدَانَةَ الْبَيْتِ وَسِقَايَةَ الْحَاجِّ

● জানিয়া রাখ। নরহত্যা যদি অনিচ্ছাকৃতও হয়, কিম্বা হত্যার সাধারণ ও স্বাভাবিক অস্ত্র ভিন্ন—যেমন, লাঠি বা বেত্র-কোড়া দ্বারাও হয়; এইরূপ ক্ষেত্রেও শরীয়ত কর্তৃক সুনির্দ্ধারিত কঠোর ক্ষতিপূরণ আদায় করিতে হইবে। নিহতদের উত্তরাধিকারীকে বিভিন্ন বয়সের একশত উট দিতে হইবে যাহার মধ্যে চল্লিশটি হইতে হইবে গাভিন।

● اَلَا وَقَتِيْلُ الْخَطَاِ شِبْهِ الْعَمْدِ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا فِيْهِمَا الدِّيَةُ مُغَلَّظَةٌ مِنْهَا اَرْبَعُوْنَ فِىْ بُطُوْنِهَا اَوْلَادُهَا

● يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ اَذْهَبَ عَنْكُمْ نُخْوَةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَتَعَظُّمَهَا بِالْاٰبَاءِ. اَلنَّاسُ مِنْ اٰدَمَ وَاٰدَمُ خُلِقَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ تَلَا

● হে কোরায়েশ গোত্র! অন্ধকার যুগে প্রচলিত তোমাদের অহঙ্কার গর্ব এবং বাপ-দাদার নামের উপর আভিজাত্য ও অভিমানকে আল্লাহ তায়ালা নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। (মানবাধিকার এবং বিচারের বেলায় ঐ গর্ব ও আভিজাত্যের দরুণ কোন পার্থক্য করা হইবে না; সকল মানুষের সঙ্গে তোমরা সমপর্য্যায়ের পরিগণিত হইবে।) সকল মানুষ এক আদমের সন্তান; আর আদম মাটির দ্বারা তৈরী;

(অতএব কাহারও গর্বের কিছু নাই।) অতঃপর বংশের গর্ব এবং আভিজাত্যের কুপ্রথার অবসান ঘোষণাকল্পে রসুলুল্লাহ (দঃ) পবিত্র কোরআনের আয়াত তেলাওয়াত করিলেন—"হে বিশ্ব নামব! একজন পুরুষ এবং একজন মহিলা তথা আদম ও হাওয়া হইতে তোমাদের সকলকে আমি সৃষ্টি করিয়াছি; গোত্রে ও বংশে যে তোমাদিগকে বিভক্ত করিয়াছি তাহা শুধু পরিচয়ের সুবিধার জন্য। নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে আল্লাহ তায়ালার নিকট সম্মানী সে-ই হইবে যাহার মধ্যে আল্লার ভয়-ভক্তি অধিক থাকিবে।"

(২৬ পাঃ ১৪ রুঃ)

رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَّأُنْثٰى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوْا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ أَتْقَاكُمْ

● হে কোরায়েশগণ! হে মক্কার নাগরিকগণ! আমি তোমাদের সহিত কি করিব বলিয়া তোমরা ধারণা কর? তাহারা সমবেত কণ্ঠে উত্তর দিল—আমরা আপনার হইতে ভাল আশাই পোষণ করি; আপনি আমাদের ভাই এবং অতি ভদ্র ভাই, আপনার বংশও আমাদের সহোদর এবং ভদ্র। অতঃপর হযরত (দঃ) বলিলেন, যাও—তোমরা মুক্ত, তোমরা ক্ষমাপ্রাপ্ত; তোমাদের প্রতি কোন অভিযোগ নাই।

(তারীখ তবরী ২৩৩৭)

● يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ وَيَا أَهْلَ مَكَّةَ مَا تَرَوْنَ أَنِّيْ فَاعِلٌ بِكُمْ قَالُوْا خَيْرًا أَخٌ كَرِيْمٌ ابْنُ أَخٍ كَرِيْمٍ ثُمَّ قَالَ اذْهَبُوْا لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ فَأَنْتُمُ الطُّلَقَاءُ

পরবর্তী দিন হযরত (দঃ) দ্বিতীয় ভাষণ দিলেন ছাফা পাহাড়ে দাঁড়াইয়া। এই ভাষণের প্রধান বিষয়বস্তু ছিল পবিত্র মক্কা নগরীর সুনির্দিষ্ট এলাকা—হরম শরীফের জন্য আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত বিশেষ বিধানাবলীর ঘোষণা। উক্ত ভাষণে উপস্থিত ছাহাবী আবু শোরায়হ (রাঃ) কর্তৃক ভাষণের বর্ণনা দ্বিতীয় খণ্ডে ৯৩৭ নং হাদীছে রহিয়াছে।

এই দ্বিতীয় ভাষণে রসুলুল্লাহ (দঃ) আরও একটি গুরুতর অন্যায়ের উচ্ছেদ ঘোষণা করিয়াছিলেন যে—একজনের অপরাধের প্রতিশোধ তাহার আত্মীয়, গোত্রীয় বা দেশীয় অন্য ব্যক্তি হইতে গ্রহণ করা যাইবে না। মোসলমানদের মিত্র গোত্র "খোযায়া" যাহাদের ঘটনা উপলক্ষ্য করিয়া মক্কা বিজয়ের অভিযান চলিয়াছিল—সেই খোযায়া গোত্রীয়রা মক্কা বিজয়ের সুযোগে ঐরূপ একটি প্রতিশোধ-মূলক হত্যা করিয়াছিল। সংবাদ প্রাপ্তে হযরত

নবী (দঃ) তৎক্ষণাৎ নিজ পক্ষ হইতে উক্ত হত্যার ক্ষতিপূরণ দান পূর্বক উভয় পক্ষের বিবাদ মিটাইয়া ঘটনার সমাপ্তি সাধন করিলেন। এবং স্বীয় ভাষণের মধ্যে সর্ব সমক্ষে ঐরূপ প্রতিশোধের উচ্ছেদ ঘোষণা পূর্বক সকলকে সতর্ক করিয়াদিলেন যে, ঐরূপ অন্যায় প্রতিশোধ গ্রহণের নামে হত্যাকারীর উপর মানুষ-হত্যার পূর্ণ শাস্তি প্রয়োগ করা হইবে।

এতদ্ভিন্ন আরও ছোট-খাট ভাষণ হইয়াছে কোন কোন কোন বিশেষ ঘোটনা উপলক্ষে। যেমন—১৫৪৯ নং হাদীছে একটি ঘটনা বর্ণিত হইবে।

১৫৩৭। হাদীছ ঃ—ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ (দঃ) রমজান মাসে মক্কা বিজয় অভিযানে যাত্রা করিয়াছিলেন।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) আরও বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত (দঃ) পথিমধ্যে রোযা রাখিয়াছিলেন। (তিনি প্রায় চতুর্থাংশের অধিক পথ অতিক্রম করার পর) যখন তিনি "কাদীদ" নামক স্থানে পৌছিলেন তখন রোযা ভঙ্গ করিলেন এবং (যেহেতু মুসাফির ছিলেন, তাই) মাসের শেষ পর্য্যন্ত রোযা রাখেন নাই।

১৫৩৮। হাদীছ ঃ—ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম রমজান মাসে মদীনা হইতে মক্কাভিমুখে যাত্রা করিলেন, তাঁহার সঙ্গে দশ সহস্র মোজাহেদ ছিল। এই ঘটনা হযরতের হিজরত করিয়া মদীনায় আসার অষ্টম বৎসরের মধ্যবর্তী সময়ে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

রসুলুল্লাহ (দঃ) এবং ছাহাবীগণ মক্কার দিকে পথ অতিক্রম করিতে ছিলেন। তাঁহারা সকলেই রোযা রাখিয়াছিলেন। কাদীদ নামক স্থানে পৌছিয়া হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) রোযা ভঙ্গ করিলেন, ছাহাবীগণও রোযা ভঙ্গ করিলেন।

১৫৩৯। হাদীছ ঃ—ওরওয়া ইবনে যোবায়ের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মদীনা হইতে যাত্রা করিলেন, কোরায়েশরা অভিযানের খবর জ্ঞাত হইল; আবু সুফিয়ান, হাকিম ইবনে হেযাম ও বোদায়েল ইবনে অরাকা—এই তিন জন সঠিক তথ্যের খোঁজে বাহির হইল। তাহারা অগ্রসর হইতে হইতে মারুজ-জাহরানের নিকটবর্তী পৌছিয়া বহু সংখ্যক অগ্নি প্রজ্জলিত দেখিতে পাইল, যেরূপ আরাফার ময়দানে দেখা যায়। অবু সুফিয়ান সঙ্গীদ্বয়কে জিজ্ঞাসা করিল, এইসব অগ্নি কিসের হইতে পারে? আরফার ময়দানের ন্যায় বহু সংখ্যক অগ্নি দেখা যাইতেছে। সঙ্গীদ্বয় বলিল, বনী-আমর গোত্রের অগ্নি মনে হয়। আবু সুফিয়ান বলিল, ঐ গোত্র ত এত সংখ্যার নহে।

এমতাবস্থায় রসুলুল্লাহু ছাল্লাল্লাহ আলাইহে অসাল্লামের নিযুক্ত প্রহরীগণ ঐ ব্যক্তিত্রয়কে দেখিয়া ফেলিলেন এবং তাহাদিগকে ধরিয়া হযরতের নিকট উপস্থিত করিলেন। অতঃপর আবু সুফিয়ান ইসলাম গ্রহণ করিলেন। রসুলুল্লাহ (দঃ) যখন তথা হইতে মক্কা শহরপানে

যাত্রা করিলেন তখন আব্বাস (রাঃ) কে বলিলেন, (যাত্রা পথে যে স্থানটি সরু পথ) যথায় যাত্রীগণের ভীড় হয় তথায় আবু সুফিয়ানকে দাঁড করিয়া রাখুন, মোসলমান মোজাহেদ বাহিনীর সঠিক সংখ্যা যেন সে দেখিতে পারে। আব্বাস (রাঃ) তাহাই করিলেন। বিভিন্ন গোত্রসমূহ আবু সুফিয়ানের সম্মুখ দিয়া এক একটি বাহিনী আকারে পথ অতিক্রম করিতে লাগিল। তন্মধ্যে একটি বাহিনী পথ অতিক্রম করা কালে আবু সুফিয়ান জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আব্বাস! ইহা কোন্ গোত্র? তিনি উত্তর করিলেন, বনু-গেফার গোত্র। আবু সুফিয়ান বলিলেন, ইহাদের প্রতি আমার কোন আকর্ষণ নাই। অতঃপর জোহায়না গোত্র ছোলায়েম গোত্র, পথ অতিক্রম করাকালীনও এইরূপ বলিলেন। অতঃপর একটি বড় বাহিনী যাইতে লাগিল, অন্য কোন বাহিনী এত বড় ছিল না। আবু সুফিয়ান ঐ বাহিনী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন। আব্বাস (রাঃ) বলিলেন, ইহা মদীনাবাসী আনছারগণের দল, তাঁহাদের অধিনায়ক ছিলেন সায়াদ ইবনে ওবাদা (রাঃ); তাঁহার হস্তে ঝাণ্ডা ছিল। সায়াদ (রাঃ) আবু সুফিয়ানকে বলিলেন, অদ্য (যুদ্ধের দরুন) কা'বা শরীফের সম্মানের লাঘব করা হইবে। আবু সুফিয়ান (বুঝিতে পারিল যে, অদ্য আবশ্যক হইলে কা'বা শরীফের নিকটবর্তী স্থানেও যুদ্ধ চলিবে, তাই তিনি ভীত হইয়া) বলিলেন, হে আব্বাস! অদ্যকার দিন আত্মীয়তার হক আদায়ে উপযুক্ত দিন।

অতঃপর একটি ছোট বাহিনী অগ্রসর হইল; উহাতেই রসুলুল্লাহ (দঃ) এবং তাঁহার বিশিষ্ট সঙ্গীগণ ছিলেন। হযরতের দলের পতাকা যোবায়ের রাজিয়াল্লাহু তায়াল আনহুর হস্তে ছিল। হযরত (দঃ) যখন আবু সুফিয়ানের নিকট দিয়া যাইতেছিলেন তখন আবু সুফিয়ান হযরতকে অভিযোগ জানাইলেন যে, মদীনাবাসী সায়াদ ইবনে ওবাদা কি বলিয়াছেন তাহা শুনিয়াছেন কি?

রসুলুল্লাহ (দঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, কি বলিয়াছে? আবু সুফিয়ান বলিলেন, তিনি বলিয়াছেন, অদ্য কা'বা শরীফের সম্মানের লাঘব করা হইবে। হযরত (দঃ) বলিলেন, সায়াদ ভুল বলিয়াছে। আজ আল্লাহ তায়ালা কা'বা শরীফের সম্মান বর্ধিত করিবেন; (আজ তথা হইতে গর্হিত মাবুদ সমূহের মূর্তি অপসারিত হইবে তাহাদের উপাসনা রহিত হইবে, তথায় এক আল্লার এবাদৎ প্রতিষ্ঠিত হইবে।) এবং আজ নুতনভাবে কা'বা ঘরকে গেলাফ পরিধান করান হইবে।

রসুলুল্লাহ (দঃ) মক্কায় প্রবেশ করিয়া স্বীয়ঝাণ্ডা "হাজুন" নামক মহল্লায় উড্ডীয়মান করার আদেশ করিলেন। মক্কায় প্রবেশ করা কালে রসুলুল্লাহ (দঃ) খালেদ ইবনে অলীদ (রাঃ) কে মক্কার উর্ধ (বরং নিম্ন) প্রান্ত পথে প্রবেশের আদেশ করিলেন। খালেদ বাহিনীর দুই ব্যক্তি—হোবায়েশ ইবনে আশয়ার এবং কুরয ইবনে জাবের (রাঃ) ঐ ঘটনায় শহীদ হইলেন।

১৫৪০। **হাদীছ :**—আবদুল্লাহ ইবনে মোগাফফাল (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি দেখিয়াছি—রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মক্কা বিজয়ের দিন স্বীয় যানবাহনের উপর আরোহিত অবস্থায় সুন্দর সুরের সহিত ছুরা-ফাত্হ পাঠ করিতেছেন। আমি তোমাদিগকে ঐরূপ সুরে পাঠ করিয়া সুনাইতাম যদি আশঙ্কা না হইত যে, লোকজন ভিড় করিবে।

ব্যাখ্যা :—হোদায়বিয়ার ঘটনায় যে বিজয়ের সূত্রপাত হইয়াছিল এবং আল্লাহ তায়ালা ঐ সময় যে বিজয়ের সুসংবাদ দিয়াছিলেন إنا فتحنا لك فتحا مبينا—আমি আপনার জন্য সুস্পষ্ট ও মহাবিজয় প্রতিষ্ঠা করিলাম। অদ্য সেই বিজয়ের বাস্তব রূপ প্রকাশিত হইল, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আনন্দ স্বরে ঐ আয়াত তেলাওয়াত করিতেছিলেন।

১৫৪১। **হাদীছ :**—উছামা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি মক্কা বিজয়ের দিন রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আগামী কল্য কোথায় অবস্থান করিবেন? (অর্থাৎ স্বীয় পূর্ব পুরুষগণের গৃহে অবস্থান করিবেন কি?) রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, আকীল সেই সব ঘর-বাড়ীর কোন অংশ অবশিষ্ট রাখিয়াছে কি? অতঃপর বলিলেন, কোন মোসলমান কোন কাফেরের এবং কোন কাফের কোন মোসলমানের উত্তরাধিকারী হইতে পারিবে না। উক্ত হাদীছ বর্ণনাকারী ইমাম যুহ্রীকে জিজ্ঞাসা করা হইল (হযরতের লালন-পালনকারী দাদা আবদুল মোত্তালেবের সম্পত্তির দখলকার এবং হযরতের মুরব্বি—) আবু তালেবের উত্তরাধিকারী কে ছিল? তিনি বলিলেন, আকিল ও তালেব।

ব্যাখ্যা :—হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আবাস গৃহ বলিতে মক্কা শরীফে যেই গৃহটি ছিল উহার সঠিক তথ্য সম্পর্কে অধিকাংশ লেখকগণের মত এই যে, ঐ গৃহটি বস্তুতঃ আবু তালেবের মালিকানাভুক্ত ছিল। কারণ, হযরতের দাদা আবদুল মোত্তালেবের বড় ছেলে ছিলেন আবু তালেব, হযরতের পিতা আবদুল্লাহ ছিলেন ছোট, তাই সেই যুগের রীতি অনুসারে আবদুল মোত্তালেবের সমুদয় সম্পত্তির মালিক তাহার বড় ছেলে আবু তালেবই হইয়া ছিলেন, আবদুল্লাহ কোন অংশই লাভ করিতে পারেন নাই, এতদ্ভিন্ন আবদুল্লাহর মৃত্যু আবদুল মোত্তালেব জীবিত থাকিতেই হইয়া যায়; আবদুল্লাহ আবদুল মোত্তালেবের উত্তরাধিকারী গণ্য হইতে পারেন নাই।

অতএব আবদুল মোত্তালেবের সমুদয় সম্পত্তির উত্তরাধিকারী একমাত্র আবু তালেব ছিলেন, অবশ্য হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আবু তালেবেরই রক্ষণাবেক্ষণে ছিলেন, তাই তিনি ঐ গৃহে বসবাস করিতেন। আবু তালেবের চার পুত্র ছিল—তালেব, আকীল, জাফর (রাঃ) ও আলী (রাঃ)। তন্মধ্যে জা'ফর ও আলী প্রথমেই মোসলমান হইয়া যাওয়ায় এবং হিজরত করিয়া চলিয়া আসায় পৈত্রিক সম্পত্তির উপর তাঁহাদের

অধিকার থাকে নাই। অতঃপর তালেব নিখোঁজ হইয়া যায়, তাই আবদুল মোত্তালেবের উত্তরাধিকারী— আবু তালেবের সমুদয় সম্পত্তির একমাত্র মালিক আকীলই সাব্যস্ত হয়; উক্ত সম্পত্তির অংশ বিশেষই ছিল মক্কাস্থিত হযরতের আবাস গৃহটি; আকীল ঐ সম্পত্তির একচ্ছত্র মালিক হইয়া উহা বিক্রয় করিয়া ফেলিয়াছিল।

যোরকানী নামক কিতাবে বর্ণিত আছে যে, আবদুল মোত্তালেবের সম্পত্তির এক অংশের মালিক আবদুল্লাহও হইয়াছিলেন, কারণ আবদুল মোত্তালেব অন্ধ হইয়া গেলে পর তিনি পুত্রগণের মধ্যে স্বীয় সম্পত্তি বণ্টন করিয়া দিয়াছিলেন। অতএব আবদুল্লাহ স্বীয় পৈত্রিক আবাস গৃহের বাস্তব মালিক ছিলেন এবং হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম স্বীয় পিতার উত্তরাধিকারী হিসাবে ঐ গৃহের মালিক হইয়াছিলেন। এই সূত্রে হযরত (দঃ) মক্কাস্থিত স্বীয় আবাস গৃহের বাস্তব মালিক ছিলেন, কিন্তু হযরত (দঃ) হিজরত করিয়া চলিয়া আসিলে পর সর্ব ঘনিষ্ঠ আত্মীয় আকীল ঐ সম্পত্তি দখল করিয়া ফেলিয়াছিল। আকীল পরে মোসলমান হইয়াছিলেন।

১৫৪২। **হাদীছ ঃ**— আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মক্কা বিজয়কালে ফরমাইয়াছিলেন, আল্লাহ তায়ালা আমাদিগকে বিজয় দান করিলে আমরা ইন্‌শা-আল্লাহ আগামী কল্য বনী-কেনানার ("মোহাচ্ছাব") ময়দানে অবতরণ করিব—যে স্থানে কোরায়েশের বিভিন্ন শাখা-গোত্র একত্রিতরূপে আল্লাহদ্রোহিতার উপর শপথ করিয়াছিল।

ব্যাখ্যা ঃ— বিদায় হজ্জ কালীনও রসুলুল্লাহ (দঃ) এইরূপ উক্তি করিয়াছিলেন। ইহার বিস্তারিত বিবরণ দ্বিতীয় খণ্ডে ৯০৯নং হাদীছের ব্যাখ্যায় বর্ণিত হইয়াছে।

১৫৪৩। **হাদীছ ঃ**—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, মক্কা বিজয়ের দিন রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম লৌহ শিরস্ত্রান পরিধেয় অবস্থায় মক্কা নগরীতে প্রবেশ করিয়াছিলেন। (শান্তি প্রতিষ্ঠার পর) তিনি লৌহ-শিরস্ত্রাণ মাথা হইতে নামাইয়া ফেলিলেন, এমতাবস্থায় এক ব্যক্তি সংবাদ দিল, প্রাণ-দণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত ইবনে-খাতাল কা'বা শরীফের গেলাফ আঁকড়াইয়া রহিয়াছে। হযরত (দঃ) তাহার উপর প্রাণদণ্ড কার্য্যকরী করার আদেশ করিলেন।

হাদীছ বর্ণনাকারী ইমাম মালেক (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমাদের ধারণা ঐ দিন রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এহ্‌রাম অবস্থায় ছিলেন না।

ব্যাখ্যা ঃ—এহ্‌রামের জন্য নির্দ্ধারিত স্থানের বাহির হইতে মক্কা নগরীতে প্রবেশকারীকে এহ্‌রাম অবস্থায় প্রবেশ করিতে হয়। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম লৌহ শিরস্ত্রাণ পরিধানরত ছিলেন, এই সূত্রে বলিতে হয় যে, তিনি এহ্‌রাম অবস্থায় ছিলেন না, নতুবা মাথা আবৃত করিতেন না।

এই সম্পর্কে রসুলুল্লাহ (দঃ) অন্য এক হাদীছে স্পষ্টরূপে বলিয়া দিয়াছেন যে, মক্কা নগরী সম্পর্কে যসব বিশেষ বাধ-নিষেধ বলবৎ আছে, এমনকি তথায় কাহাকেও হত্যা করা, যুদ্ধবিগ্রহ পরিচালনা করা ইত্যাদি—আমার জন্য আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে উহা শিথিল করা হইয়াছিল, তাহাও শুধুমাত্র একদিন ভোরবেলা হইতে আসরের সময় পর্য্যন্ত। অতঃপর মক্কা নগরী সম্পর্কে সমস্ত বাধা-নিষেধ পূর্বের ন্যায় বহাল হইয়া গিয়াছে এবং কেয়ামত পর্য্যন্ত উহা বহাল থাকিবে। আমার কার্য্য দেখাইয়া কেহই উহা ভঙ্গ করিতে পারিবে না।

ইবনে-খতল ঐ লোকদের একজন যাহাদের প্রাণদণ্ড সম্পর্কে হযরত (দঃ) ঘোষণা করিয়াছিলেন। ইবনে-খতল ভয়ঙ্কর প্রকৃতির লোক ছিল, সে পূর্বে মোসলমান হইয়াছিল, পরে সে ইসলামদ্রোহী হইয়া পালাইয়া আসে এবং সর্বদা হযরতের কুৎসা গাহিত এবং ইহার জন্য গায়িকা সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিল।

১৫৪৪। **হাদীছ ঃ**—আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মক্কা বিজয়ের দিন মক্কায় প্রবেশ (করিয়া হরম শরীফে প্রবেশ) করিলেন, তখন কা'বা শরীফের (ভিতরে এবং উহার) চতুষ্পার্শ্বে তিনশত ষাটটী মূর্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল; হযরতের হস্তে একটি খড়ি ছিল, তিনি উহার দ্বারা প্রত্যেকটি মূর্তিকে এই বলিয়া খোঁচা দিতেছিলেন—

جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا

"সত্য সমাগত, বাতেল বা অসত্য অপসারিত। নিশ্চয় বাতেল ও অসত্যের ক্ষয় ও ধ্বংস অনিবার্য্য।" সঙ্গে সঙ্গে মূর্তিগুলি উপুড় হইয়া পড়িতেছিল। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ঐগুলি স্পর্শ করিতেন না।

১৫৪৫। **হাদীছ ঃ**—ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ (দঃ) মক্কা অধিকার করার পর তিনি বাইতুল্লাহ শরীফে প্রবেশ করিলেন না, যাবৎ না তথা হইতে মূর্তিসমূহ অপসারিত করা হইল। বাইতুল্লাহ শরীফ হইতে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ও হযরত ইসমাইল (আঃ)-এর প্রতিমূর্তি দুইটি বাহির করা হইল; ঐ মূর্তিদ্বয়ের হস্তে জুয়া খেলার তীর ছিল। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম উহা দৃষ্টে বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা এই কাফেরদিগকে ধ্বংস করুন—(ইহাদের কার্য্যকলাপ সব মিথ্যার বেশাতি।) ইহারা ভালরূপেই জানে যে, এই নবীদ্বয় কখনও জুয়ার তীর ব্যবহার করেন নাই, (তাহা সত্ত্বেও তাঁহাদের হস্তে এই তীর রাখিয়া দিয়া লোকদিগকে ধোকা দিয়াছে যে, এই কার্য্যের সঙ্গে যেন তাঁহাদের সম্পর্ক ছিল।)

অতঃপর রসুলুল্লাহ (দ.) বাইতুল্লাহ শরীফে দাখেল হইলেন এবং বাইতুল্লাহ শরীফের কোণ্ সমূহে "আল্লাহু আকবার" ধ্বনি দ্বারা মহান আল্লার মহত্বের গুণগান করিলেন।

অতঃপর হযরত (দঃ) বাইতুল্লাহ শরীফ হইতে বাহিরে আসিলেন। (এই হাদীছ বর্ণনাকারী নিজের ভুল অবগতি অনুযায়ী বর্ণনা করিয়াছেন, যে) রসুলুল্লাহ (দঃ) বাইতুল্লাহ শরীফের ভিতরে নামায পড়েন নাই। (বস্তুতঃ হযরত (দঃ) তথায় নামায পড়িয়াছিলেন।)

১৫৪৬। **হাদীছ ঃ**—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মক্কা অধিকারের দিন মক্কার উর্দ্ধ প্রান্ত হইতে বাইতুল্লাহ শরীফের দিকে আসিতে লাগিলেন, একই যানবাহনে তাঁহার সঙ্গে উছামা ইবনে যায়েদ (রাঃ) আরোহিত ছিলেন। বেলাল (রাঃ) এবং বাইতুল্লাহ শরীফের চাবীবাহক ওসমান ইবনে তাল্‌হা (রাঃ)ও হযরতের সঙ্গে ছিলেন। রসুলুল্লাহ (দঃ) হরম শরীফের মসজিদে আসিয়া স্বীয় যানবাহন বসাইয়া দিলেন এবং চাবীবাহককে চাবী আনিবার আদেশ করিলেন। অতঃপর হযরত (দঃ) বাইতুল্লাহ শরীফে দাখেল হইলেন, তাঁহার সঙ্গে উছামা (রাঃ), বেলাল (রাঃ) এবং ওসমান ইবনে তল্‌হা (রাঃ) ছিলেন। হযরত (দঃ) তথায় দীর্ঘ সময় অবস্থান করিলেন। অতঃপর রসুলুল্লাহ (দঃ) বাইতুল্লাহ শরীফ হইতে বাহির হইলেন। সকলেই হযরতের প্রতি ধাবিত হইলেন, আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু সর্বাগ্রে হযরতের নিকট উপস্থিত হইলেন। তিনি বেলাল (রাঃ)কে দরওয়াজা হইতে ভিতর দিকে দণ্ডায়মান দেখিতে পাইলেন, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হযরত (দঃ) কোন্ স্থানে নামায পড়িয়াছেন? বেলাল (রাঃ) তাঁহাকে ঐ স্থান নির্দিষ্ট করিয়া দেখাইলেন। আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, কত রাকাত নামায পড়িয়াছিলেন তাহা জিজ্ঞাসা করিতে আমি ভুলিয়া গিয়াছিলাম।

১৫৪৭। **হাদীছ ঃ**—উম্মে-হানী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মক্কা বিজয়ের দিন আমার গৃহে তশরীফ আনিয়া গোসল করিয়াছিলেন এবং আট রাকাত নামায পড়িয়াছিলেন। হযরত (দঃ)কে আমি আর কখনও ঐরূপে হাল্‌কা (ছোট কেরাতে) নামায পড়িতে দেখি নাই, অবশ্য তিনি রুকু-সেজদা সুন্দররূপে পূর্ণতার সহিত আদায় করিয়াছিলেন।

১৫৪৮। **হাদীছ ঃ**— ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম (মক্কা বিজয়কালে) মক্কায় উনিশ দিন অবস্থান করিয়াছিলেন। তথায় রসুলুল্লাহ (দঃ) নামায কছর পড়িয়া থাকিতেন।

ব্যাখ্যা ঃ—আলেমগণ এই সম্পর্কে বলিয়াছেন, রসুলুল্লাহ (দঃ) নির্দিষ্টরূপে অবস্থানের দিন পনর বা ততোধিক স্থির করিয়াছিলেন না, তাই কছর পড়িতেন।

মক্কা বিজয় দিনে কতিপয় বিশেষ ঘোষণা ঃ

১৫৪৯। **হাদীছ ঃ**—ওরওয়া ইবনে যোবায়ের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একটি স্ত্রীলোক মক্কা বিজয়ের ঘটনাকালে চুরি করিল। তাহার বংশধররা এই ঘটনায় অত্যন্ত বিচলিত

হইয়া পড়িল; (এই ভাবনায় যে, এখন তাহার হাত কাটা যাইবে এবং চিরকালের জন্য বংশের কলঙ্ক-চিহ্ন থাকিয়া যাইবে।) তাহারা (হযরতের প্রিয়পাত্র) উছামা ইবনে যায়েদ (রাঃ)কে এই সম্পর্কে সুপারিশ করার জন্য জড়াইয়া ধরিল। উছামা (রাঃ) এই সম্পর্কে যখন কথা উত্থাপন করিলেন তখন রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের চেহারা মোবারক রক্তবর্ণ হইয়া গেল। হযরত (দঃ) রাগতঃ স্বরে বলিলেন, আল্লার নির্দ্ধারিত শাস্তির বিধান প্রবর্তনের বিরুদ্ধে তুমি সুপারিশ করিতেছ? উছামা (রাঃ) সকাতরে আরজ করিলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! আমার জন্য ক্ষমার দোয়া করুন।

অতঃপর বৈকালবেলা রসুলুল্লাহ (দঃ) ভাষণদানে দাঁড়াইলেন, প্রথমে আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা ও ছানা-ছিফৎ বয়ান করিলেন এবং বলিলেন—

فَإِنَّمَا أَهْلَكَ النَّاسَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ.

"তোমাদের পূর্ববর্তী অনেক জাতি এই দরুণ ধ্বংস হইয়াছে যে, তাহাদের মধ্যে বড় বংশের লোক চুরি করিলে (তাহার শাস্তি বিধান না করিয়া) তাহাকে ছাড়িয়া দিত এবং কোন দুর্বল লোক চুরি করিলে তাহার শাস্তি বিধান করিত।" অতঃপর হযরত (দঃ) বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করিলেন—

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا

ঐ মহান আল্লার শপথ যাঁহার হস্তে আমার প্রাণ—যদি মোহাম্মদের (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম) কন্যা ফাতেমার দ্বারাও চুরি সংঘটিত হয় তবে নিশ্চয় আমি মোহাম্মদ (দঃ) তাঁহারও হাত কর্তন করিব।"

অতঃপর রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ঐ স্ত্রীলোকটি সম্পর্কে হাত কর্তনের আদেশ করিলেন। তাহার হাত কর্তন করা হইল। অতঃপর সে খাঁটি তওবা করিল। তাহার বিবাহও হইয়াছিল।

আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, পরবর্তীকালেও ঐ রমণীটি বিভিন্ন আবশ্যকাদির জন্য আমার নিকট আসিয়া থাকিত, আমি তাহার অভাব-অভিযোগ ইত্যাদি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে পৌঁছাইয়া থাকিতাম।

১৫৫০। হাদীছ:—মোজাশে' (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, মক্কা বিজয়ের পর আমি আমার ভ্রাতাকে লইয়া উপস্থিত হইলাম এবং আরজ করিলাম, ইয়া রসুলাল্লাহ! আমার ভ্রাতাকে লইয়া আসিয়াছি, তাহার নিকট হইতে (হিজরত করার) অঙ্গীকার ও বায়য়াত গ্রহণ করিবেন এই উদ্দেশ্যে।

রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিলেন, ذهب أهل الهجرة بما فيها —হিজরতের মর্তবা ও ফজিলত পূর্বে হিজরতকারীগণ হাসিল করিয়া নিয়াছে। (অর্থাৎ মক্কা মোসলমানদের অধিকারে আসিবার পর উহা দারুল-ইসলাম হইয়া গিয়াছে, এখন মক্কা হইতে হিজরত করার প্রয়োজন নাই।)

হাদীছ বর্ণনাকারী বলেন, আমি আরজ করিলাম, তবে এখন কি বিষয়ের উপর বায়য়া'ত ও অঙ্গীকার গ্রহণ করিবেন? রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, ইসলাম ও ঈমানের উপর দৃঢ় থাকার এবং জেহাদে আত্মনিয়োগ করার উপর।

১৫৫১। হাদীছ ঃ—মোজাহেদ (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি ইবনে ওমর (রাঃ)কে বলিলাম, আমি সিরিয়ায় হিজরত করার ইচ্ছা করিয়াছি। তিনি বলিলেন, এখন তথায় হিজরত হইবে না; (যেহেতু এখন তোমার বাসস্থান মোসলমানদের দেশ।) অবশ্য তোমার জন্য জেহাদের সুযোগ রহিয়াছে; তুমি সিরিয়ায় যাও—জেহাদের জন্য নিজকে পেশ কর। যদি জেহাদের সুযোগ পাও তবে জেহাদ করিও; নতুবা প্রত্যাবর্তন করিও।

১৫৫২। হাদীছ ঃ—আ'তা-ইবনে-আবু রাবাহ (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, ওবায়েদ-ইবনে-ওমায়ের (রাঃ) আয়েশা (রাঃ)কে হিজরত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন। আয়েশা (রাঃ) বলিলেন, বর্তমানে (মক্কা হইতে) হিজরতের আবশ্যক নাই; পূর্বে ঈমানদার ব্যক্তি স্বীয় দ্বীন-ঈমান লইয়া আল্লাহ ও রসুলের প্রতি পলায়ন করিত এই ভয়ে যে, (মক্কায় থাকিয়া) সে স্বীয় দ্বীন-ঈমান রক্ষায় সক্ষম হইবে না। বর্তমানে আল্লাহ তায়ালা ইসলামকে প্রাধান্য দান করিয়াছেন; এখন প্রত্যেকে যথা ইচ্ছা তথা থাকিয়া স্বীয় সৃষ্টিকর্তা, রক্ষাকর্তা, ও পালনকর্তার এবাদত-বন্দেগী করিয়া যাইতে সক্ষম, (তাই মক্কা হইতে হিজরতের আবশ্যক বাকি নাই)। অবশ্য এখনও ইসলামের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ ও জেহাদের দৃঢ় সঙ্কল্প সর্বদা বজায় রাখিতে হইবে।

মক্কা বিজয়ের প্রতিক্রিয়া ঃ

১৫৫৩। হাদীছ ঃ—আমর ইবনে সালেমা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমাদের নিবাস সাধারণ চলাচলের পথের পার্শে ছিল। আমাদের নিকটবর্তী পথে বিভিন্ন কাফেলার গমনাগমন হইত। আমরা তাহাদেরকে জিজ্ঞাসা করিতাম লোকদের কি অবস্থা এবং নবুয়তের দাবীদার লোকটির কি অবস্থা? তাহারা বলিত, ঐ লোকটি বলিয়া থাকে আল্লাহ তাঁহাকে রসুলরূপে পাঠাইয়াছেন এবং তাঁহার প্রতি এই এই বাণী অবতীর্ণ করিয়াছেন।

বিভিন্ন কাফেলার সহিত এই শ্রেণীর আলাপে কোরআনের বহু আয়াত শুনিবার সুযোগ আমার হইত এবং ঐসব আয়াত আমার অন্তরে গ্রথিত হইয়া যাইত। (এইরূপে কোরআনের অনেক আয়াত আমার কণ্ঠস্থ হইয়াছিল।)

এদিকে আরবের সকল গোত্রই ইসলাম গ্রহণের জন্য মক্কা বিজয়ের অপেক্ষা করিতেছিল। তাহারা বলাবলি করিত, নবুয়তের দাবীদার লোকটিকে তাঁহার স্বজাতি মক্কাবাসীদের সহিত যুদ্ধে ছাড়িয়া দেওয়া হউক; তিনি যদি তাহাদেরে পরাস্ত করিতে সক্ষম হন তবে তিনি সত্য নবী। সেমতে যখন মক্কা বিজয়ের ঘটনা ঘটিয়া গেল তখন প্রত্যেক গোত্রই তাহাদের ইসলাম গ্রহণের সংবাদ দ্রুত পৌঁছাইতে লাগিল। আমার পিতাও আমাদের গোত্রের ইসলামের সংবাদ পৌঁছাইতে গেলেন। তিনি প্রত্যাবর্তন করিয়া বলিলেন, আমি সত্য নবীর নিকট হইতে আসিলাম; তিনি অমুক নামায অমুক সময়ে, অমুক নামায অমুক সময়ে পড়িতে আদেশ করিয়াছেন। আরও আদেশ করিয়াছেন, নামাযের সময় উপস্থিত হইলে আগে আজান দিবে এবং এমন ব্যক্তিকে ইমাম বানাইবে যাহার বেশী পরিমাণ কোরআন কণ্ঠস্থ আছে। এইরূপ লোক তালাশ করা হইলে আমার অপেক্ষা অধিক কোরআন কণ্ঠস্থওয়ালা কেহ পাওয়া গেল না; যেহেতু আমি গমনাগমনকারী কাফেলাদের নিকট হইতে কোরআনের আয়াত লাভ করিয়া থাকিতাম। তাই সকলে আমাকেই তাহাদের ইমামরূপে সম্মুখে দাঁড় করাইলেন। তখন আমার বয়স মাত্র ৬।৭ বৎসর। আমার পড়নে একটি খাট কাপড় ছিল। সেজদার সময় আমার পেছন দিক উলঙ্গ হইয়া যাইত। এক মহিলা আমাদের লোকদেরকে বলিল, তোমাদের ইমামের পাছা ঢাকিবার ব্যবস্থা কর। লোকগণ আমার পোশাক বানাইয়া দিল; সেই পোশাক পাইয়া আমি যেরূপ আনন্দ লাভ করিলাম অন্য কোন জিনিষে আমি কখনও ঐরূপ আনন্দ লাভ করি নাই। ৬১৫ পৃঃ

ব্যাখ্যা :— শরীয়তের বর্তমান মছআলাহ মতে নাবালেগ ব্যক্তির ইমামতিতে নামায হয় না; শুধু খতমে-তারাবীহ সম্পর্কে অবকাশের কথা বলা হয়। উল্লিখিত হাদীছের ঘটনা ইসলামের প্রাথমিক যুগের। যেরূপ বর্তমান মছআলাহ মতে পাছা উন্মুক্ত অবস্থায় নামায শুদ্ধ হইতে পারে না।

মক্কা এবং উহার সমগ্র এলাকা হইতে মূর্তি ভাঙ্গার অভিযান :

মক্কা নগরীতে বিজয়ীরূপে প্রবেশের দিনই রসূলুল্লাহ (দঃ) মক্কা নগরীর সমুদয় মূর্তি ভাঙ্গিয়া চুরমার করিলেন। কা'বা শরীফের চতুষ্পার্শে ৬০টি বিভিন্ন দেব-দেবীর মূর্তি ছিল। নবী (দঃ) কা'বা শরীফে প্রবেশলগ্নে স্বয়ং ঐগুলির উচ্ছেদ করেন। হযরতের হাতে তাঁহার ধনু ছিল উহার দ্বারা ইশারা করিলেই এক একটি মূর্তি পতিত হইয়া চুরমার হইয়া যাইত (১৫৪৪ নং হাদীছ দ্রষ্টব্য)।

ছাফা পর্বতের উপর পুরুষ মূর্তি "এসাফ" এবং মারওয়া পর্বতের উপর নারী মূর্তি "নায়েলা" নামক অতি প্রাচীন দুইটি মূর্তি ছিল। কথিত ছিল যে, এককালে ইহারা কা'বা শরীফের ভিতরে জেনা—ব্যভিচার করিয়াছিল; আল্লাহ তায়ালা তৎক্ষণাৎ উভয়কে পাথর বানাইয়া দিয়াছিলেন। লোকেরা শিক্ষা গ্রহণ উদ্দেশ্যে দুইটিকে ঐ দুই পর্বতের

উপর রাখিয়া দিয়াছিল। এই ইতিহাস জানা সত্ত্বেও মোশরেকরা উহাদের পূজা ও উপাসনা করিত। মক্কা বিজয়ের প্রথম দিনই রসুলুল্লাহ (দঃ) উক্ত মূর্তিদ্বয়কেও ভাঙ্গিয়া দিলেন।

মক্কায় আরও একটি প্রধান মূর্তি ছিল "হুবল"; এই দেবের উপর কোরায়েশদের গর্ব ছিল। ওহোদ রণাঙ্গনে মোশরেক দলপতি ইহারই জয়ধ্বনি দিয়াছিল—উহাকেও ভাঙ্গা হয়। কা'বা শরীফের দেওয়ালে অনেক উচ্চে আর একটি মূর্তি গ্রথিত ছিল; হযরত (দঃ) আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর দ্বারা উহা ভাঙ্গাইলেন। এইভাবে বিজয়ের প্রথম দিনই মক্কা নগরীর অভ্যন্তরস্থিত সকল মূর্তি ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া দেওয়া হইল। অতঃপর সর্বত্র ঘোষণা দেওয়া হইল, কাহারও ঘরের ভিতরেও কোন মূর্তি থাকিতে পারিবে না।

মক্কায় শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার কার্য্য সমাপনান্তে রসুলুল্লাহ দঃ) মক্কা নগরীর বাহিরস্থ মূর্তিসমূহ ভাঙ্গিবার অভিযান চালাইলেন। "লাত্" এবং "মানাত" নামক প্রসিদ্ধ দেবী-মূর্তি যাহার বয়ান পবিত্র কোরআনেও রহিয়াছে ঐ মূর্তিদ্বয় ভাঙ্গিবার জন্য লোক পাঠাইলেন। নখ্লা নামক বস্তীতে "ওজ্জা" নামক এক প্রধান দেবী-মূর্তি ছিল; উহাকে ভাঙ্গিবার জন্য খালেদ ইবনে ওলীদ (রাঃ)কে ত্রিশজনের এক বাহিনী সহ পাঠাইয়া দিলেন। "সুয়া" নামক মূর্তিকে ভাঙ্গিবার জন্য হযরত (দঃ) আমর ইবনুল আছ (রাঃ)কে পাঠাইলেন। তিনি উহার নিকটবর্তী পৌঁছিয়া উহার সেবককে বলিলেন, আমরা ইহা ভাঙ্গিবার জন্য প্রেরিত হইয়াছি। সে বলিল, ইহাকে ভাঙ্গিতে আসিলে সে নিজেই তাহাতে বাধা দিবে। আমর (রাঃ) বলিলেন, এখনও তুমি এই অবাস্তব ধারণা পোষণ কর। এই বলিয়া তিনি উহাকে ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া দিলেন এবং সেবককে বলিলেন, দেখিলে ত। সেবক তৎক্ষণাৎ কলেমা পাঠে মোসলমান হইয়া গেল। (আছাহ্-হুস-সিয়ার)

মোসলমানদের জেহাদ ও রাজ্য বিস্তার রাজত্বের জন্য নহে, দ্বীন-ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য। তাই রসুলুল্লাহ (দঃ) মক্কা বিজয়ের সাথে সাথে ইসলামের অন্যতম মূলবস্তু তৌহীদ—একত্ববাদকে কার্যত প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যেই এই অভিযান চালাইলেন। দিল্লী বিজয়ী সোলতান কুতুবুদ্দিন এবং শোমনাথ বিজয়ী সোলতান মাহমুদ উক্ত আদর্শের অনুসরনে দ্বীন-দুনিয়ার সাফল্য অর্জন করিয়া ছিলেন। উক্ত আদর্শের উপেক্ষাকারী বিজয়ীদের আমল হইতেই মোসলেম জাতি তাহাদের গৌরব ও প্রভাবকে হারাইয়াছে।

হোনায়নের জেহাদ

তায়েফের পথে মক্কা হইতে ১২।১৩ মাইল দূরে অবস্থিত একটি স্থানের নাম "হোনায়ন"। তথায় "হাওয়াযেন" নামক গোত্রের সঙ্গে এই যুদ্ধ হইয়াছিল। মোসলমানগণ কর্তৃক মক্কা বিজয়ের প্রতিক্রিয়া আরবাসীদের উপর এই হইয়াছিল যে, বিভিন্ন গোত্র ও বিভিন্ন বস্তির পক্ষ হইতে প্রতিনিধিদল মারফৎ দলে দলে ইসলাম গ্রহণের সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল—যাহার

উল্লেখ পবিত্র কোরআনে ছুরা নছরের মধ্যেও হইয়াছে। কিন্তু মক্কার অনতিদুরে অবস্থানরত হাওয়াযেন গোত্র যাহারা যুদ্ধে বিশেষ পটু ও দক্ষতা সম্পন্ন ছিল, তাহারা স্বীয় যুদ্ধাভিজ্ঞতার উপর অতি গর্বিত ছিল, তাই তাহাদের উপর মক্কা বিজয়ের বিরূপ প্রতিক্রিয়া হইল। তাহারা মোসলমানদের বিরুদ্ধে সৈন্য সমাবেশ করিতে লাগিল। রসুলুল্লাহ (দঃ) এই সংবাদ অবগত হইয়া রমজান মাসের শেষ ভাগে বা শাওয়াল মাসের প্রথম দিকে মক্কা হইতে হাওয়াযেন গোত্রের প্রতি অভিযান চালাইলেন।

রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে মূল মক্কা অভিযানে অংশ গ্রহণকারী দশ সহস্র মোজাহেদের বাহিনীটি ছিল, এতদ্ভিন্ন মক্কা বিজয় উপলক্ষে ইসলামে নবদীক্ষিত এমনকি ক্ষমাপ্রাপ্ত অমোসলেমগণের কিছু সংখ্যক সহ দুই হাজার লোক ছিল। সর্বমোট বার হাজার লোক লইয়া হযরত (দঃ) যাত্রা করিলেন।

শত্রু পক্ষ পূর্বাহ্নেই হোনায়েন এলাকার বিভিন্ন গোপন ঘাটি সমূহে আত্মগোপন করিয়া রহিয়াছিল। মোসলমানগণ একটি সরু পথ অতিক্রম করা কালে হঠাৎ শত্রুগণ কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়েন এবং অতর্কিত আক্রমণের দরুণ শৃঙ্খলাহীন হইয়া ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন—যাহা সাধারণতঃ পরাজিত দলের দৃশ্য হইয়া থাকে। অবশ্য ইহা শুধু সাময়িক অবস্থা ছিল, বস্তুতঃ পরাজয় ছিল না, কারণ দলপতি হযরত (দঃ) কতিপয় বিশিষ্ট ছাহাবীসহ রণাঙ্গনে দৃঢ়তার সহিত বিদ্যমান ছিলেন। মোসলমানগণ পুনঃ একত্রিত হইয়া আক্রমণ চালাইলে পর শত্রু পক্ষ সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইল। শত্রু পক্ষের বিভিন্ন দলসমূহ পলায়ন করিল, মাত্র একটি দল রণাঙ্গনে দৃঢ়তার সহিত লড়াই করিতেছিল তাহাদের দলপতি সহ সত্তর জন নিহত হইলে পর তাহারাও দ্রুত পলায়নে বাধ্য হইল। মোসলমানদের পক্ষে মাত্র পাঁচ জন শহীদ হইয়াছিল, তাহাও শুধু হোনায়নের রণাঙ্গনে নহে, বরং নিকটবর্তী আওতাসের রণাঙ্গনসহ—যেখানে পলায়নকারী শত্রুগণ দলবদ্ধাকার ধারণ করিলে তথায় খণ্ড যুদ্ধ হইয়াছিল।

হোনায়নের যুদ্ধে শত্রুপক্ষ স্ত্রী-পুত্র, সমুদয় ধন-সম্পদ লইয়া রণাঙ্গণে আসিয়াছিল, এই উদ্দেশ্যে যে, ঐ সবের মায়া-মমতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া যেন দৃঢ়তার সহিত যুদ্ধ চালনায় বাধ্য হয়। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাহারা সর্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া পলায়নে বাধ্য হইল এবং সমুদয় ধন-সম্পদ গণিমতরূপে মোসলমানদের হস্তগত হইল এবং সমস্ত নারী ও শিশু বন্দী হইল। এত অধিক পরিমাণ গণিমত এবং এত অধিক সংখ্যক বন্দী ইতিপূর্বে আর কোন জেহাদ হস্তগত হইয়াছিল না। শিশু ও নারী বন্দী ছিল ৬০০০, উট ছিল ২৪০০০, ভেড়ী-বকরী ছিল ৪০,০০০ এর অধিক এবং রৌপ্য ছিল প্রায় ৪০,০০০ তোলা।

পলায়নকারী শত্রুদল অধিকাংশ তায়েফে পৌঁছিয়া তথায় দলবদ্ধ হইয়াছিল, তাই উল্লিখিত গণিমতের ধন-সম্পদ সমূহকে মক্কা হইতে ১২।১৩ মাইল দূরে অবস্থিত "জেয়েররানা"

নামক স্থানে রাখিয়া স্বয়ং হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তায়েফের প্রতি অভিযান পরিচালিত করিলেন।

● হোনায়নের জেহাদে প্রাথমিক অবস্থায় মোসলমানদের পক্ষের যে পরাজয় দৃশ্য পরিলক্ষিত হয় ঐতিহাসিকগণ উহার কতিপয় কারণ বর্ণনা করিয়াছেন।

(১) মোসলমান মোজাহেদ বাহিনীর অগ্রভাগে ছিল মক্কা বিজয় উপলক্ষে সদ্য ইসলামে দীক্ষিত নব-মোসলেমগণ, বরং কিছু সংখ্যক ক্ষমাপ্রাপ্ত অমোসলেমও ছিল। যাত্রাকালে তাহারা ফুর্তির সহিত অগ্রগামী হইয়া চলিল, কিন্তু অন্তরে এখনও ইসলামের মহব্বত দৃঢ় হয় নাই, তাই বিপদের সম্মুখে অটল থাকার অভাবও তাহাদের মধ্যে ছিল এবং তাহারা সংখ্যায় ২,০০০ ছিল। এত অধিক সংখ্যার লোকগণ শৃঙ্খলাহীনরূপে অগ্রভাগ হইতে বিশেষতঃ অপ্রশস্ত পথে পশ্চাদপদ হইতে লাগিলে দলের সকলেই উহার দরুণ শৃঙ্খলাহীন হইতে বাধ্য হয়।

(২) প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ইবনে ইসহাক, জাবের (রাঃ) ছাহাবী হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা নিশ্চিন্ত মনে পথ অতিক্রম করিতেছিলাম, একস্থানে পথটি অপ্রশস্ত ও সরু ছিল। কাফেররা তথায় গর্তে, গুহায় পূর্বাহ্নেই আত্মগোপন করিয়াছিল। যখন আমরা ঐ সরু পথ অতিক্রম করিতে লাগিলাম তখন অতর্কিতে শত্রুগণ চতুর্দিক হইতে আমাদের উপর তীর-বৃষ্টি বর্ষণ করিতে লাগিল, ফলে মোসলমান বাহিনী শৃঙ্খলাহীন হইয়া পড়িতে বাধ্য হইল।

কিন্তু ঐসব ছিল বাহ্যিক কারণ মাত্র; প্রকৃত প্রস্তাবে মূল কারণ ছিল মোসলমানদের একটি আভ্যন্তরীণ ত্রুটি, যদ্দরুন আল্লাহ তায়ালা তাঁহাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। উহারই কারণে মোসলমানগণ পরাজয় বরণ-দৃশ্যে এবং বিপদে পতিত হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কোরআন শরীফে সেই বিষয়টির উল্লেখ আছে। আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا.....

"তোমাদের প্রতি আল্লাহ তায়ালার বিশেষ বিশেষ সাহায্য সহায়তা স্মরণার্থে হোনায়েনের ঘটনাকে স্মরণ কর—যেদিন তোমাদের আধিক্য দৃষ্টে তোমরা গর্ব ও অহমিকায় লিপ্ত হইয়াছিলে। কিন্তু সংখ্যাধিক্য তোমাদিগকে কোন সাহায্যই করিতে পারিল না এবং প্রশস্ত জমিন তোমাদের সম্মুখে সঙ্কীর্ণ হইয়া উঠিল, ফলে তোমরা পশ্চাদপদ হইতে বাধ্য হইলে। (১০ পারা ৩ রুকু)

১৫৫৪। হাদীছ:—আবু ইসহাক (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, বরা ইবনে আযেব (রাঃ)কে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, আপনারা কি হোনায়েনের ঘটনায় পশ্চাদপসারণ করিয়াছিলেন? তিনি বলিলেন, আমি বিশেষ দৃঢ়তার সহিত সাক্ষ্য দিতেছি—রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মুহূর্তের জন্যও রণাঙ্গন ত্যাগ করিয়াছিলেন না। আবশ্য রণে যাত্রাকালে

তাড়াহুড়াকারী যুবকদল অগ্রভাগে ছিল; শত্রুপক্ষ হাওয়াযেন গোত্র তাহাদের প্রতি তীর-বৃষ্টি বর্ষণ করিল। (বাধ্য হইয়া তাহারা পশ্চাৎপদ হইল, কিন্তু হযরত (দঃ) দৃঢ়তার সহিত রণাঙ্গণে শুধু বিদ্যমানই রহিলেন না, বরং তিনি সম্মুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। একা একা হযরত (দঃ) শত্রুদলের বেষ্টনীতে চলিয়া যান না, কি এই ভয়ে) আবু সুফিয়ান্-ইবনুল-হারেছ (রাঃ) হযরতের যানবাহনের মাথা তথা মুখের লাগাম টানিয়া ধরিয়া রাখিলেন। হযরত (দঃ) যানবাহন হইতে অবতরণ পূর্বক পূর্ণ উদ্দমের সহিত বলিতে লাগিলেন—

انا النبى لاكذب — انا ابن عبد المطلب -

"আমি খাঁটি ও সত্য নবী, মিথ্যার লেশমাত্র আমার মধ্যে নাই, আমি আরব-প্রসিদ্ধ আবদুল মোত্তালেবের বংশধর।"

১৫৫৫। হাদীছ:—বরা (রাঃ)কে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, আপনারা কি হোনায়নের দিন রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পলায়ন করিয়াছিলেন? বরা (রাঃ) তদুত্তরে বলিলেন, কিন্তু রসুলুল্লাহ (দঃ) রণাঙ্গন ত্যাগ করিয়াছিলেন না।

মূল ব্যাপার এই ছিল যে, হাওয়াযেন গোত্রের লোকগণ তীর ছুড়িতে বিশেষ পটু ছিল। আমরা যখন তাহাদের উপর আক্রমণ চালাইলাম তখন প্রথম অবস্থায় তাহারা পলায়ন করিল; এদিকে আমরা গনিমতের মাল একত্রিত করায় লিপ্ত হইলাম, হঠাৎ আমরা তাহাদের পক্ষ হইতে তীর-বৃষ্টির সম্মুখীন হইলাম। সেই ভীষণ অবস্থায়ও আমি হযরত (দঃ)কে দেখিয়াছি, তিনি স্বীয় যানবাহন—শ্বেত বর্ণের খচ্চরের উপর আরোহিত ছিলেন। (তিনি সম্মুখে অগ্রসর হইতেছিলেন, কিন্তু সতর্কতা স্বরূপ) আবু সুফিয়ান ইবনুল হারেছ (রাঃ) তাঁহার ঐ যানবাহনের লাগাম ধরিয়া (টানিয়া) রাখিতেছিলেন। হযরত (দঃ) পূর্ণ উৎসাহ-উদ্দীপনার সহিত—انا النبى لاكذب — انا ابن عبد المطلب বলিতে বলিতে যানবাহন হইতে নামিয়া পড়িলেন।

১৫৫৬। হাদীছ:—মেসওয়ার ইবনে মাখরামা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হোনায়ন-জেহাদে পরাজিত হাওয়াযেন গোত্র (ইসলাম গ্রহণ পূর্বক) রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট আসিল এবং তাহাদের বন্দী পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদ তাহাদিগকে প্রত্যার্পনের দরখাস্ত পেশ করিল। তখন হযরত (দঃ) বলিলেন, আমার সঙ্গে যে, আরও বহু লোক আছে তাহা তোমরাও দেখিতেছ; (উভয় পক্ষের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কথা বলাই ন্যায় সঙ্গত এবং) যাহা বাস্তব মুখে তাহা বলাই আমার নিকট পছন্দনীয়। তোমরা দুই শ্রেণীর বস্তু হইতে এক শ্রেণী অবলম্বন করিতে পার—বন্দী পরিবার পরিজন বা ধন-সম্পদ। আমি তোমাদের জন্য অপেক্ষা করিয়াছিলাম। হযরত (দঃ) তায়েফের জেহাদ হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়াও দশ দিনের অধিককাল অপেক্ষা করিয়াছিলেন—উক্ত গনিমতের মাল

মোজাহেদগণের মধ্যে বণ্টন করিয়াছিলেন না। (কিন্তু তখনও পরাজিত পক্ষ ইসলাম গ্রহণ করতঃ অনুগত হইয়া না আসায় রসুলুল্লাহ (দঃ) গনিমত বণ্টন-কার্য্য সমাপ্ত করিয়া ফেলিলেন। তখন ঐ বস্তু সমূহের সঙ্গে বহু লোকের স্বত্ব জড়িত হইয়া গেল।) প্রতিনিধিদল যখন উপলব্ধি করিতে পারিল—হযরত (দঃ) উভয় শ্রেণীর বস্তু প্রত্যার্পণ করিবেন না তখন তাহারা বলিল, আমরা স্বীয় পরিবার-পরিজন ফেরৎ পাওয়াকেই অবলম্বন করিলাম।

অতঃপর হযরত (দঃ) মোসলমানদের সমাবেশে ভাষণ দান করিলেন। প্রথম আল্লাহ তায়ালার ছানা-ছিফত বয়ান করিলেন। অতঃপর বলিলেন, তোমাদেরই ভাই (হাওয়াযেন গোত্র) তওবা করতঃ আমার নিকট উপস্থিত হইয়াছে। আমি তাহাদের পরিবার-পরিজন তাহাদিগকে প্রত্যার্পণ করার সিদ্ধান্ত করিয়াছি। তোমাদের মধ্যে যাহারা সন্তুষ্টচিত্তে আমার এই সিদ্ধান্ত কার্য্যকরী করিতে প্রস্তুত তাহারা তাহা করিয়া ফেল। আর যে ব্যক্তি এইরূপ ইচ্ছা করে যে, অতঃপর সর্বপ্রথম গনিমতের মাল হইতে তাহাকে বিনিময় প্রদান না করা হইলে সে নিজ অংশকে ছাড়িবে না তাহাও করিতে পারে। এতদ শ্রবণে সকলেই একবাক্যে বলিয়া উঠিলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! আমরা সকলেই সন্তুষ্ট চিত্তে উহা করিতে প্রস্তুত আছি। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, তোমাদের এত অধিক লোকের মধ্যে কে স্বীকারোক্তি করিল, কে না করিল তাহা পূর্ণ উপলব্ধি করা সম্ভব হয় নাই, তাই তোমরা এই সম্পর্কে নিজ নিজ দলীয় সরদারদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা কর, সরদারগণ প্রকৃত তথ্য আমাকে জ্ঞাত করিবে। তাহাই করা হইল এবং ঐরূপে সরদারগণ এই সংবাদই প্রদান করিলেন যে, তাহারা প্রত্যেকেই সন্তুষ্টচিত্তে আপনার সিদ্ধান্ত কার্য্যকরী করিতে প্রস্তুত আছে।

১৫৫৭। হাদীছ ঃ—নাফে' (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, ওমর (রাঃ) হোনায়নের জেহাদে হাসিলকৃত বন্দীগণ হইতে দুইটি ক্রীতদাসী লাভ করিয়াছিলেন, তিনি উহাদেরকে মক্কা নগরীর কোন এক গৃহে রাখিয়াছিলেন। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম হোনায়েন জেহাদের বন্দীদের প্রতি কৃপা প্রদর্শন করিলেন, তাহারা মুক্তি লাভ করিয়া আমোদ-উল্লাসে মক্কার রাস্তাসমূহে ছুটাছুটি করিতে লাগিল। ওমর (রাঃ) স্বীয় পুত্র আবদুল্লাহ (রাঃ)কে বলিলেন, দেখ ত ইহাদের ছুটাছুটি করার কারণ কি? তিনি বলিলেন, রসুলুল্লাহ (দঃ) বন্দীদের প্রতি কৃপা প্রদর্শন পূর্বক তাহাদিগকে মুক্তি দান করিয়াছেন। ওমর (রাঃ) বলিলেন, তুমি অমুক গৃহে যাও এবং আমাদের ক্রীতদাসীদ্বয়কে মুক্তি দিয়া আস।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—ইসলামী জেহাদে অধিকৃত বন্দী নর-নারী ও বালক-বালিকা সম্পর্কে শরীয়তে একটি সুনির্দ্ধারিত পদ্ধতি রহিয়াছে। সেই পদ্ধতি ও ব্যবস্থার মূল সূত্র এবং সুফল বুঝিবার জন্য কয়েকটি বিষয় উপলব্ধি করা প্রয়োজন। যথা—

ইসলামী জেহাদের উদ্দেশ্য দেশ জয় ও রাজ্য বিস্তার করা নহে, উহার একমাত্র উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হইল—আল্লার সৃষ্ট জগতের প্রতি প্রান্তকে আল্লার মনোনীত ধর্ম ইসলাম

বিস্তারের জন্য ক্ষেত্র ও বাধামুক্ত করা।* সুতরাং এই জেহাদে যাহারা বন্দী হইবে তাহাদের মধ্যেও ইসলাম ধর্ম বিস্তারই হইবে একমাত্র লক্ষ্য।** এই জন্যই এই বন্দীদেরকে কোন মতেই ইসলামী আধিপত্তের বাহিরে ইসলামী শত্রু কাফেরদের আওতায় দেওয়ার কোন অবকাশ শরীয়তে নাই। এমনকি ইমাম আবু হানিফা (রঃ) বলিয়াছেন, কাফেরদের হইতে মুক্তিপণ লইয়া বা মোসলমান বন্দীদের সঙ্গে বিনিময় করিয়াও এই বন্দীদেরকে ইসলামী আধিপত্তের বহির্ভূত করা জায়েয নহে।† আর বন্দীশালায় তাহাদেরকে আবদ্ধ রাখিয়া তাহাদের মানবাধিকার ক্ষুণ্ন করাকেও শরীয়ত অনুমোদন করে না। বলপূর্বক তাহাদেরকে মোসলমান করিয়া নেওয়ার বিধান ত ইসলামে মোটেই নাই। অবশ্য ইসলাম এই বন্দীদের ক্ষেত্রে অবকাশ রাখিয়াছে যে, রাষ্ট্রপ্রধান যদি পূর্ণ আস্থাবান হইতে পারেন যে, এই বন্দীদেরকে মুক্ত রাখিলে মোসলমান ও ইসলামের ক্ষতি সাধনের ষড়যন্ত্রে তাহাদের লিপ্ত হওয়ার কোন আশঙ্কা নাই, তবে রাষ্ট্রপ্রধান তাহাদিগকে ইসলামী রাষ্ট্রের অনুগত নাগরিকরূপে মুক্তি দানের আদেশ জারী করিতে পারেন‡। কিন্তু রাষ্ট্রপ্রধান উক্ত বন্দীদের প্রতি ঐরূপ আস্থাবান ও আশঙ্কামুক্ত হইতে না পারিলে যেহেতু মানবতা ক্ষুণ্নকারী দীর্ঘ কারারুদ্ধ রাখা ইসলামের নীতি নহে, তাই এখানে কতিপয় সমস্যার সৃষ্টি হয়। যথা— (১) বন্দীদের স্থায়ী আশ্রয়ের ব্যবস্থা। (২) তাহাদের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা। (৩) তাহাদের শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা। (৪) ইসলামের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা লাভের পরিবেশ তাহাদের জন্য

---

* এই জন্যই কাফেরদের কোন এলাকা বা দুর্গ ঘেরাও বা অবরুদ্ধ করা অবস্থায়ও তাহাদিগকে আক্রমণের পূর্বে ইসলামের আহ্বান জানাইবে। তাহারা ইসলাম গ্রহণ করিলে বা ইসলামের অধীনতা স্বীকার করিলে তাহাদের উপর আক্রমণ করা যাইবে না। যেই এলাকায় ইসলামের ডাক পৌঁছে নাই সেই এলাকায় লোকদেরকে ইসলামের আহ্বান না জানাইয়া তাহাদের প্রতি জেহাদ পরিচালনা জায়েয নহে (হেদায়াহ)।

** এই জন্যই বন্দী হওয়ার পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করিলে তাহাকে দাসে পরিণত করার কোন অবকাশ ইসলামে নাই (হেদায়াহ)।

† কারণ, মোসলমান বন্দীগণ কাফেরদের হাতে বন্দী থাকিলে তাঁহাদের জানের আশঙ্কা আছে বটে, কিন্তু ইন্‌শা-আল্লাহ তায়ালা তাঁহাদের ঈমানের ও ইসলামের আশঙ্কা নাই; পাকা-পোক্তা ইসলাম কোন ভয়-ভীতিতে নষ্ট হয় না। পক্ষান্তরে অমোসলেম বন্দীদেরকে ইসলামের আওতার বাহিরে দেওয়া হইলে তাহাদের ইসলামের সুযোগ নষ্ট হইবে। এই বন্দীদের ইসলামের মূল্য মোসলমান বন্দীদের জানের মূল্য অপেক্ষাও বেশী; তাই মোসলমান বন্দীদের সঙ্গে বিনিময় করিয়াও এই বন্দীদেরকে ইসলামের আওতার বাহিরে দেওয়া হইবে না; ইহা ইমাম আবু হানিফার সুচিন্তিত অভিমত (হেদায়াহ)।

‡ উল্লিখিত হাদীছের ঘটনায় হাওয়াযেন গোত্রীয় বন্দীদেরকে হযরত (দঃ) এই সূত্রেই মুক্তি দান পূর্বক তাহাদের আত্মীয়দের নিকট প্রত্যার্পণ করিয়াছিলেন। কারণ, সমুদয় গোত্র মোসলমান হইয়া গিয়াছিল।

সহজ সুলভ করা; যেন তাহারা সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তায়ালার মনোনীত ধর্মের ছায়াতলে স্বতঃস্ফূর্ত আসিতে পারে যাহার জন্য তাহাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা হইয়াছিল। (৫) তাহাদের সব সুযোগ-সুবিধার সহিত তাহাদের প্রতিটি লোকের প্রতি কড়া দৃষ্টিও রাখিয়া যাইতে হইবে যে, তাহারা মোসলমান ও ইসলামের বিরুদ্ধে কোন ষড়যন্ত্র করার প্রয়াস না পায়। ব্যয়, যত্ন ও দায়িত্ব সাপেক্ষ এই পঞ্চ ব্যবস্থাকে সুষ্ঠুরূপে বাস্তবায়িত করার জন্য ইসলাম এই শ্রেণীর বন্দীদের জন্য সর্বাধিক মঙ্গলজনক ও কল্যাণকর পন্থা রাখিয়াছে যে, ঐ বন্দীদিগকে মোসলমানদের মধ্যে বিতরণ করিয়া দেওয়া হইবে। প্রত্যেক মোসলমান তাহার প্রাপ্ত বন্দীর ব্যাপারে উক্ত পাঁচটি দায়িত্ব সযত্নে পালন করিয়া যাইবে; ইহা শরীয়তের বিশেষ বিধান এবং এই সব ঝঞ্ঝাট ঝামেলা ও ব্যয়ভার বহনে জনগণকে আকৃষ্ট করার জন্য ঐ প্রাপ্ত বন্দীদের সম্পর্কে ব্যয়ভার বহনকারীকে শরীয়ত কতকগুলি সুযোগ প্রদান করিয়াছে যাহা সাধারণভাবে পরস্পর প্রতিষ্ঠিত হয় না। উহা দৃষ্টেই অত্র অবস্থায় বন্দীদেরকে দাস-দাসী আখ্যা দেওয়া হয়।

স্মরণ রাখিতে হইবে—বন্দীদেরকে মোসলমানদের মধ্যে বিতরণ করার উদ্দেশ্য শুধু বন্দীদের উপর মোসলমানদের ঐ সব সুযোগ-সুবিধা প্রতিষ্ঠা করা কস্মিনকালেও নহে। বরং এই বিতরণের মূল উদ্দেশ্য হইল ঐ পাঁচটি মঙ্গলময় ও কল্যাণকর ব্যবস্থাকে সযত্নে ও সুষ্ঠুরূপে বাস্তবায়িত করা। এই জন্যই দাস-দাসী তথা ঐ বিতরিত বন্দীদের প্রতি দায়িত্ব পালনে মোসলমানদিগকে সীমাহীনরূপে সতর্ক ও কঠোরভাবে আদিষ্ট করা হইয়াছে যথা—হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) জীবনের শেষ মুহূর্তে যখন তিনি উম্মত হইতে ইহজগতের চিরবিদায় নিতেছিলেন তখন উম্মতকে দুইটি বিষয়ের তাকিদ দিয়া গিয়াছেন; একটি "নামায" অপরটি দাস-দাসীদের ব্যাপারে দায়িত্ব পালন"। উম্মুল-মোমেনীন উম্মে-সালামাহ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী (দঃ) তাঁহার মৃত্যুশয্যায় বারবার এই কথা বলিতেছিলেন الصلوة وما ملكت ايمانكم "নামায এবং তোমাদের দাস-দাসী" (মেশকাত ২৯১)। অর্থাৎ এই দুইটি সম্পর্কে সর্বদা বিশেষ সচেতন থাকিও।

লক্ষ্য করুন! দাস-দাসীর ব্যাপারে দায়িত্ব পালনকে রসুলুল্লাহ (দঃ) নামাযের সমদৃষ্টিতে প্রকাশ করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন এই দাস-দাসীদের যত্ন নেওয়া সম্পর্কে রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, তাহারা তোমাদেরই ভাই; আল্লাহ তায়ালা তাহাদিগকে তোমাদের করতলগত করিয়াছেন। আল্লাহ যাহার করতলগত তাহার ভাইকে করিয়াছেন, তাহার কর্তব্য হইবে সেই ভাইকে উহাই খাওয়ানো যাহা সে নিজে খায়, উহাই পরানো যাহা সে নিজে পরে এবং তাহাকে তাহার সাধ্যের উর্দ্ধে না খাটায় (মেশকাত শরীফ ২৯০)।

মোসলমানগণ বহু ক্ষেত্রেই শরীয়তের বিধান পালনে ধীরে ধীরে শিথিল হইয়াছে; সেইরূপ এই ক্ষেত্রেও শিথিল হইয়া থাকিতে পারে। কিন্তু মোসলমানদের সোনালী যুগে

এই দাস-পদ্ধতির যে সোনালী ফল ফলিত তাহা অসংখ্য, অগণিত ও বাস্তব ইতিহাস। উহার এক-দুইটি নজীর লক্ষ্য করুন—প্রসিদ্ধ ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে ওমরের দাস ছিলেন নাফে' (রঃ); আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) তাঁহার এই দাসকে এরূপ শিক্ষা দান করিয়াছিলেন যে, তিনি তৎকালীন সমস্ত আলেম ও ইমামগণের ওস্তাদ ও শিক্ষক হইয়াছিলেন; সেই পদে তিনি আবদুল্লাহ ইবনে ওমর ছাহাবীর স্থলাভিষিক্ত হইয়াছিলেন। মদীনার সুবিখ্যাত ইমাম মালেক (রঃ) যিনি চার মজহাবের এক ইমাম—তিনি ঐ নাফে' (রঃ) দাসেরই শাগের্দ ছিলেন।" আবদুল্লাহ ইবনে ওমর হইতে নাফে'—নাফে' হইতে মালেক এই সনদ বা সূত্রে বহু হাদীছ বর্ণিত রহিয়াছে। বিশ্বের বর্তমান হাদীছ গ্রন্থাবলীর সর্বপ্রথম গ্রন্থ ইমাম মালেকের "মোয়াত্তা" উক্ত সূত্রে প্রাপ্ত হাদীছ সমূহের উপরই স্থাপিত। এমনকি বিশুদ্ধতার দিক দিয়া এই সনদ বা সূত্রকে হাদীছ প্রাপ্তির سلسلة الذهب বা স্বর্ণধারা (Gold Chain) বলা হয়। আজও মদীনার কবরস্থান "জান্নাতুল-বাকী"—বাকীর-বেহেশতখানায় ইমাম মালেক এবং তাঁহার ওস্তাদ নাফে' (রঃ) পাশাপাশি সমাহিত আছেন; বিশ্ব-মোসলেম শ্রদ্ধা ও ভক্তিভরে তাঁহাদের জেয়ারত করে। লক্ষ্য করুন! আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) ছাহাবীর দাসত্ব নাফে' (রঃ)কে কত উচ্চে সমাসীন করিয়াছিল!

তদ্রূপ "একরেমা (রঃ)" ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের দাস ছিলেন। একরেমা (রঃ)কে স্বয়ং ইবনে আব্বাস (রাঃ) পায়ে শিকল দিয়া লেখা-পড়া শিক্ষা দিতেন। একরেমা (রঃ) অসংখ্য মোহাদ্দেছের ওস্তাদ ছিলেন; তাঁহাকে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের এলেমের সিন্দুক বলা হইত। বন্দীদের কল্যাণ ও মঙ্গলের উল্লিখিত সুব্যবস্থাসমূহের উদ্দেশ্যেই ইসলামের দাস-পদ্ধতি। দাস-দাসীকে শিক্ষা-দীক্ষায় উন্নত করিয়া তাহাদিগকে মুক্ত করার প্রতিও ইসলাম বিশেষরূপে আকৃষ্ট করিয়াছে; যেমন—প্রথম খণ্ডে ৮০নং হাদীছ এবং এই খণ্ডে ১২০৭ নং হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে।

আওতাসের জেহাদ

১৫৫৮। হাদীছ ঃ—আবু মূছা আশয়ারী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, (হোনায়নের রণাঙ্গন হইতে পলায়নকারী শত্রুদলের এক অংশ তথা হইতে কিছু দূরে অবস্থিত "আওতাস" নামক স্থানে পৌঁছিল; তাই) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম হোনায়নের জেহাদ হইতে অবসর হইয়া আবু আ'মের (রাঃ) নামক ছাহাবীর নেতৃত্বে কয়েক হাজার মোহাজেরগণকে আওতাস এলাকায় প্রেরণ করিলেন। তথায় দোরায়দ-ইবনে-ছেম্মা নামক কাফের ও তাহার দলবলের সঙ্গে জেহাদ আরম্ভ হইল। দোরায়দ নিহত হইল এবং তাহার দল পরাজিত হইল।

আবু মুছা (রাঃ) বলিয়াছেন, রসুল (দঃ) আমাকে আবু আমরের সঙ্গে পাঠাইয়াছিলেন। আবু আমরের হাঁটুর মধ্যে তীর বিদ্ধ হইল, জুশামী নামক ব্যক্তি তাঁহাকে তীর মারিয়াছিল। তীরটি অতি শক্তভাবে বিদ্ধ হইয়াছিল। আমি তাঁহার নিকট পৌছিলাম এবং জিজ্ঞাসা করিলাম- চাচাজান! আপনাকে তীর কে মারিয়াছে? তিনি ইশারায় দেখাইলেন, ঐ ব্যক্তি আমাকে তীর মারিয়াছে। তৎক্ষণাৎ আমি ঐ ব্যক্তির প্রতি ধাবিত হইলাম। সে যখন আমাকে দেখিতে পাইল তখন সে দৌড়াইয়া পলাইতে লাগিল। আমি তাহার পেছনে ধাওয়া করিলাম এবং বলিতে লাগিলাম, পালাও কেন, লজ্জা হয় না, দাঁড়াও না কেন? এইরূপ কটাক্ষপাতে সে দাঁড়াইয়া গেল। কিছু সময় উভয়ের তরবারী চলিল, কিন্তু আমি তাহাকে হত্যা করিয়া ফেলিলাম। অতঃপর আমি আবু আ'মের রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নিকট আসিলাম এবং সুসংবাদ জানাইলাম যে, আপনার আঘাতকারীকে আল্লাহ তায়ালা হত্যা (করিবার সুযোগ দান) করিয়াছেন। তিনি বলিলেন, বিদ্ধ তীরটি বাহির করিয়া ফেল, আমি তাহাই করিলাম; যখম হইতে পানির ন্যায় পদার্থ বহিয়া পড়িল। তিনি আমাকে বলিলেন, হে ভ্রাতুষ্পুত্র। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে আমার সালাম পেশ করিও এবং আরজ করিও, তিনি যেন আমার জন্য মাগফেরাতের দোয়া করেন, অতঃপর তিনি স্বীয় নেতৃত্ব পদে আমাকে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত করিলেন এবং অল্প সময়ের মধ্যে তিনি প্রাণ ত্যাগ করিলেন।

(রণাঙ্গনে জয়লাভ করিয়া) আমরা প্রত্যাবর্তন করিলাম এবং হযরতের খেদমতে উপস্থিত হইলাম। হযরত (দঃ) স্বীয় অবস্থান স্থলে একটি দড়ির বুনন খাটিয়ার উপর শোয়া অবস্থায় ছিলেন, উহার উপর কোন বিছানা ছিল না, তাঁহার পিঠ ও বাহুর উপর খাটিয়ার বুননের রেখাগুলি দেখা যাইতেছিল। আমি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে ঘটনার পূর্ণ বিবরণ জ্ঞাত করিলাম এবং আবু আ'মের রাজিয়াল্লাহু আনহুর ঐ কথাও জানাইলাম যে, হযরতের খেদমতে আরজ করিও, তিনি যেন আমার জন্য মাগফেরাতের দোয়া করেন।

হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) তৎক্ষণাৎ অজুর পানি চাহিলেন এবং অজু করিলেন, অতঃপর উভয় হস্ত উত্তোলন করিয়া মোনাজাত করতঃ এই দোয়া করিলেন—

اللهم اغفر لعبيد ابى عامر

"হে আল্লাহ! আবু আ'মেরকে ক্ষমা করুন।" মোনাজাতকালে অধিক কাকুতি-মিনতি প্রদর্শনে হযরত (দঃ) হস্তদ্বয় এত অধিক উত্তোলন করিলেন যে, তাঁহার নুরানী বগল পরিদৃষ্ট হইল। অতঃপর আরও বলিলেন—

اللهم اجعله يوم القيمة فوق كثير من خلقك

"হে আল্লাহ! আবু আ'মেরকে কেয়ামতের দিন তোমার সৃষ্টির মধ্যে বহু সংখ্যকের উর্দ্ধের মর্তবা ও আসন দান করিও।"

আবু মুছা (রাঃ) বলেন, তখন আমি আরজ করিলাম, আমার জন্যও মাগফেরাতের দোয়া করুন, তখন হযরত (দঃ) এই দোয়া করিলেন—

اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه وادخله يوم القيمة مدخلا كريما

"হে আল্লাহ! আবদুল্লাহ ইবনে কায়েস (আবু মুছা)কে তাহার গোনাহ মাফ করিয়া দিন, কেয়ামতের দিন তাহাকে শান্তি ও মর্য্যাদার স্থান দান করুন।"

তায়েফের জেহাদ

হোনায়ন হইতে পলায়নকারীদের অধিকাংশ তায়েফে চলিয়া গিয়াছিল; এতদ্ভিন্ন "আওতাস্" হইতে পলায়নকারীরাও তথায় যাইয়া একত্রিত হইল এবং একটি কেল্লার মধ্যে এক বৎসরের রসদ জমা করিয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিল।

এই সংবাদে রসুলুল্লাহ (দঃ) হোনায়নের জেহাদে হস্তগত গণিমতের মালসমূহ মক্কা হইতে ১২।১৩ মাইল দূরে অবস্থিত "জেয়েরানা" স্থানে রাখিয়া মোজাহেদ বাহিনী সহ স্বয়ং তায়েফ যাত্রা করিলেন—তখন অষ্টম হিজরীর শাওয়াল মাস।

শত্রুপক্ষ কেল্লার ভিতর আবদ্ধ হইয়া রহিল; রসুলুল্লাহ (দঃ) কেল্লা ঘেরাও করিলেন। প্রায় কুড়ি দিন কেল্লা ঘেরাও করিয়া রাখা হইল এবং জেহাদ পরিচালনা করা হইল; সর্বমোট ১২ জন ছাহাবী শহীদ হইলেন, কিন্তু কেল্লা জয় হইল না। কেল্লা জয় হইল না বটে, কিন্তু শত্রুপক্ষ খুব হেস্তনেস্ত হইল, তাই রসুলুল্লাহ (দঃ) আর অধিক সময় নষ্ট করার প্রয়োজন বোধ করিলেন না, তিনি তথা হইতে জেয়েরানায় প্রত্যাবর্তন করিলেন। কিছু দিনের মধ্যেই হোনায়ন, আওতাস ও তায়েফের জেহাদের মূল শত্রুপক্ষ হাওয়াযেন গোত্র ইসলাম গ্রহণ পূর্বক রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে প্রতিনিধি-দল প্রেরণ করিল।

১৫৫৯। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, যখন রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তায়েফ (নগরীর কেল্লা) ঘেরাও করিলেন, কিন্তু পূর্ণ বিজয় ছাড়াই হযরত (দঃ) বলিলেন, আমরা আগামীকল্য চলিয়া যাইব। হযরতের এই সিদ্ধান্ত ছাহাবীগণের মনঃপুত হইল না, তাঁহারা বলিতে লাগিলেন—জয়লাভ না করিয়া চলিয়া যাইব?

হযরত (দঃ) ছাহাবীগণের মনোভাব দৃষ্টে পুনঃ আদেশ করিলেন, আগামীকল্য রণে অবতরণ করিব। সকলেই পর দিন রণে অবতীর্ণ হইলেন, এই দিন মোসলমানগণ ভীষণরূপে আঘাত প্রাপ্ত হইলেন। এই দিন হযরত (দঃ) পুনরায় সিদ্ধান্ত করিলেন, আমরা ইন্‌শা-আল্লাহ তায়ালা আগামীকল্য চলিয়া যাইব। অদ্য ছাহাবীগণ এই সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট হইলেন।

তাঁহাদের এই সন্তুষ্টি দৃষ্টে হযরত (দঃ) হাসিলেন। (এই কারণে যে, পূর্ব দিন ছাহাবীগণ যেই সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই আজ তাঁহারা আঘাত খাইয়া সেই সিদ্ধান্তেই কত সন্তুষ্ট হইলেন।)

১৫৬০। **হাদীছ :**—আবু মুছা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকটে ছিলাম, হযরত (দঃ) জেয়েররানাতে অবস্থানরত ছিলেন। হযরতের সঙ্গে বেলাল (রাঃ)ও ছিলেন; এক ব্যক্তি হযরতের নিকট আসিয়া বলিল, আপনি আমাকে যাহা দিবার অঙ্গীকার করিয়া ছিলেন তাহা এখন দিবেন কি? হযরত (দঃ) তাহাকে বলিলেন, আশা পূরণের সুসংবাদ গ্রহণ কর। ঐ ব্যক্তি বলিল, এইরূপ সুসংবাদ বহু দিয়াছেন। তখন হযরত (দঃ) আবু মুছা ও বেলালের প্রতি লক্ষ্য করিয়া রাগতঃস্বরে বলিলেন, ঐ ব্যক্তি সুসংবাদ গ্রহণ করিল না; তোমরা গ্রহণ কর। তাঁহারা উভয়ে বলিলেন, আমরা গ্রহণ করিলাম। অতঃপর হযরত (দঃ) একটি পানির পাত্র চাহিলেন; উভয় হস্ত ও মুখমণ্ডলী ধৌত করিয়া উহার মধ্যে পানি ফেলিলেন, কুল্লিও উহার মধ্যেই ফেলিলেন এবং বলিলেন, তোমরা উভয়ে এই পানি পান কর, বুকের ও চেহারার উপর ঢাল এবং (দোন-জাহানের সাফল্যের) সুসংবাদ গ্রহণ কর। ছাহাবীদ্বয় তাহা করিতে উদ্যত হইলেন। পর্দার আড়াল হইতে উম্মে-সালামা (রাঃ) তাঁহাদিগকে বলিলেন, তোমাদের মাতার (আমার) জন্য কিছু অবশিষ্ট রাখিও। তাঁহারা কিছু অংশ রাখিয়া দিলেন।

১৫৬১। **হাদীছ :**—আবদুল্লাহ ইবনে আছেম (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, যখন হোনায়নের জেহাদে আল্লাহ তায়ালা স্বীয় রসুলকে অধিক পরিমাণে গণীমতের মাল দান করিলেন তখন রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ঐ মাল (হইতে বাইতুল মালের অংশ) লোকদের মধ্যে বন্টন করিলেন এবং বিশেষরূপে নব মোসলমানগণকে তাহাদের মনস্তুষ্টির উদ্দেশ্যে অধিক পরিমাণ দান করিলেন। মদীনাবাসী ছাহাবী আনছারগণকে কিছুই দিলেন না। তাই তাঁহাদের (মধ্যে এক শ্রেণীর) মনোভাব যেন এইরূপ দেখা যাইতেছিল যে, অন্যান্য লোকদের ন্যায় অংশ লাভ না হওয়ায় তাঁহারা অসন্তুষ্ট হইয়াছেন।

অতএব হযরত (দঃ) বিশেষরূপে তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া ভাষণদান করিলেন। তিনি বলিলেন, হে আনছারগণ! আমি কি তোমাদিগকে পথভ্রষ্ট পাইয়াছিলাম না, অতঃপর আল্লাহ তায়ালা আমার অছিলায় তোমাদিগকে সৎপথ প্রদর্শন করিয়াছেন? তোমরা বিচ্ছিন্ন ছিলে আল্লাহ তায়ালা আমার অছিলায় তোমাদিগকে পরস্পর ভালবাসার বন্ধনে বাঁধিয়া দিয়াছেন। তোমরা দরিদ্র ছিলে, আল্লাহ তায়ালা আমার অছিলায় তোমাদের দারিদ্র দূর করিয়াছেন।

হযরত (দঃ) তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া যে কয়টি কথা বলিলেন, উহার প্রত্যেকটির উত্তরেই আনছার ছাহাবীগণ বলিতেছিলেন, আল্লাহ এবং আল্লার রসুলের এহসান ও

উপকার তদপেক্ষা অধিক। হযরত (দঃ) ইহাও বলিলেন যে, তোমরা ইচ্ছা করিলে আমার সম্বন্ধে নানা বিষয় উল্লেখ করিতে পার (যে, আমি বিদেশী ছিলাম, তোমরা আমাকে আশ্রয় দিয়াছ। আমাকে রসুলরূপে স্বীকার করা হইত না, তোমরা স্বীকার করিয়াছ, ইত্যাদি ইত্যাদি।)

হযরত (দঃ) আরও বলিলেন, তোমরা কি ইহাতে সন্তুষ্ট নও যে, অন্যান্য ব্যক্তিগণ উট, বকরি লইয়া বাড়ী যাইবে এবং তোমরা নবীকে লইয়া বাড়ী যাইবে? আমি বাস্তবে হিজরত করিয়াছি, নতুবা আমি নিজকে আনছারদের দলভুক্ত গণ্য করিতাম। (এই অবস্থায়ও তোমাদের প্রতি আমার বিশেষ আকর্ষণ ও অনুরাগ আছে—) আনছারগণ যদি অন্যান্য লোকগণ হইতে পৃথক হইয়া ভিন্ন পথ ও ভিন্ন ময়দান অবলম্বন করে, তবে আমি আনছারদের সঙ্গে তাহাদের পথ ও ময়দানকেই অবলম্বন করিব। আমার ঘনিষ্ঠতা দৃষ্টে আনছারগণ আমার শরীর স্পর্শনকারী জামার ন্যায়, পক্ষান্তরে অন্যান্য লোকগণ উপরে পরিধেয় চাদর ইত্যাদির ন্যায়। আমার ইহজগৎ ত্যাগের পরে তোমরা অন্যান্য লোকদের প্রাবল্যতা দেখিতে পাইবে তখন তোমরা ধৈর্য্যধারণ করিও এবং আমার সাক্ষাৎ লাভ (তথা কেয়ামত বা শেষ জীবন) পর্য্যন্ত ধৈর্য্যের উপরই দৃঢ় থাকিও।

১৫৬২। **হাদীছ ঃ**—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আনছারগণের কতিপয় লোক একত্র করিয়া তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, কোরায়েশগণ (দীর্ঘকাল হইতে মোসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহের দ্বারা ধন-জন হারাইবার) আপদ-বিপদ এবং (কুফরের) অন্ধকার হইতে এইমাত্র বাহির হইয়াছে। আমি তাহাদিগকে অধিক পরিমাণে দান করিয়া তাহাদের মনস্তুষ্টি সাধন করিতে চাহিয়াছি। তোমরা কি ইহাতে সন্তুষ্ট নও যে, অন্যান্য সকলে জাগতিক সামগ্রী লইয়া বাড়ী ফিরিবে; তোমরা আল্লার রসুলকে লইয়া বাড়ী ফিরিবে? উত্তরে সকলেই বলিলেন, নিশ্চয় আমরা সন্তুষ্ট আছি।

১৫৬৩। **হাদীছ ঃ**—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হোনায়নের ঘটনা উপলক্ষে হাওয়াযেন ও গাতাফান গোত্রদ্বয় এবং তাহাদের অন্যান্য সঙ্গীগণ তাহাদের স্বীয় পরিবার-পরিজন ও পশুপালসমূহকে লইয়া রণাঙ্গনে উপস্থিত ছিল। (উদ্দেশ্য এই ছিল যে, এই সবের মমতায় যেন রণাঙ্গনে দৃঢ় থাকিতে বাধ্য হয়।) হযরতের সঙ্গে মূল বাহিনী দশ হাজার ভিন্ন কিছু সংখ্যক (প্রায় দুই হাজার) নব মোসলেমও ছিলেন (এবং তাঁহারাই অগ্রভাগে ছিলেন।)

শত্রুর প্রবল আক্রমণে ঐ নব মোসলেমগণ পশ্চাপদ হইলেন (সরু পথ বিশিষ্ট পার্বত্য এলাকায় দলের অগ্রভাগ পশ্চাদপদ হইলে পর তাহাদের ভীড়ের দরুণ সম্পূর্ণ দলই শৃঙ্খলাহীন হইয়া পড়িল।) এমনকি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম (নগণ্য সংখ্যক লোকসহ) রণাঙ্গণে একা রহিয়া গেলেন। এই অবস্থায় রসুলুল্লাহ (দঃ)

ভিন্ন ভিন্ন রূপে দুইবার আহ্বান করিলেন—ডান দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, হে আনছার দল! তাঁহারা এই বলিয়া ছুটিয়া আসিলেন যে, আমরা উপস্থিত আছি, ইয়া রসুলুল্লাহ! আপনি নিশ্চিত থাকুন, আমরা আপনার সঙ্গে আছি। অতঃপর বামদিকেও ঐরূপ আহ্বান করিলেন, এইবারও আনছারগণ এইরূপেই আনুগত্য প্রকাশ করিলেন। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম স্বীয় যানবাহন সাদা রঙ্গের একটি খচ্চরের উপর আরোহিত ছিলেন; ঐ পরিস্থিতিতে তিনি যানবাহন হইতে অবতরণ করিলেন এবং বলিলেন, আমি আল্লার বান্দা ও আল্লার সত্য রসুল।

এইবার শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া শত্রু দলের প্রতি প্রবল আক্রমণ করা হইল। শত্রুপক্ষ পরাজিত হইল। এই অভিযানে অধিক পরিমাণ গণিমতের মাল হস্তগত হইল। রসুলুল্লাহ (দঃ) ঐসব মাল (হইতে বাইতুল মালের অংশকে) বিশেষরূপে মোহাজেরগণ এবং নব মোসলমানগণের মধ্যে বন্টন করিলেন, আনছারগণকে দিলেন না। তাঁহাদের কোন কোন ব্যক্তি মন্তব্য করিলেন যে, কষ্টের বেলায় আমাদিগকে ডাকা হয়, কিন্তু গণিমতের ধন অন্যদেরকে দেওয়া হয়। রসুলুল্লাহ (দঃ) এই মন্তব্য জ্ঞাত হইলেন এবং তাঁহাদের সকলকে তাঁবুর মধ্যে একত্রিত করিলেন। তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ঐ সব কি কথা যাহা আমি শুনিতে পাইয়াছি? (তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ ওজর করিলেন যে, আমাদের যুবক বুদ্ধিহীন কোন কোন ব্যক্তি ঐরূপ মন্তব্য করিয়াছে; গণ্যমানা ব্যক্তিবর্গ কিছু বলেন নাই। অন্যান্য) সকলেই অনুতপ্ত হইয়া লজ্জায় চুপ রহিলেন।

অতঃপর রসুলুল্লাহ (দঃ) আনছারগণকে সম্বোধন করিয়া তাহাদের প্রতি স্বীয় অনুরাগ ও আকর্ষণ উল্লেখ পূর্বক বলিলেন, তোমরা কি ইহাতে সন্তুষ্ট নও যে, অন্যান্য লোকগণ উট-বকরি লইয়া বাড়ী ফিরিবে, আর তোমরা আল্লার রসুলকে লইয়া বাড়ী ফিরিবে? তোমাদের প্রতি আমার আকর্ষণ এত অধিক যে, আনছারগণ যদি অন্য লোকদের হইতে পৃথক হইয়া ভিন্ন পথ ও ভিন্ন ময়দান অবলম্বন করে তবে আমি আনছারগণের পথ ও ময়দানই অবলম্বন করিব।

বিভিন্ন এলাকায় মোজাহেদ বাহিনী প্রেরণ

১৫৬৪। **হাদীছ**:—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম নজদ এলাকার প্রতি একটি মোজাহেদ বাহিনী প্রেরণ করিলেন; আমিও সেই দলভুক্ত ছিলাম। তথায় আমরা জয়লাভ করিলাম এবং শত্রুপক্ষ হইতে গণীমতের মাল হস্তগত করিলাম। উহা বন্টন করা হইল—আমাদের প্রত্যেকের অংশে বারটি উট আসিল; এতদ্ভিন্ন (বাইতুল মালের প্রাপ্য পঞ্চমাংশ হইতে) অতিরিক্ত এক একটি উট আমাদিগকে প্রদান করা হইল। আমরা প্রত্যেকে তেরটি করিয়া উট লাভ করতঃ বাড়ী ফিরিলাম।

১৫৬৫। **হাদীছ ঃ**—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম খালেদ ইবনে অলীদ (রাঃ)কে বনু-জযীমা গোত্রের প্রতি প্রেরণ করিলেন। তিনি তথায় পৌছিয়া তাহাদিগকে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানাইলেন। তাহারা (তাড়াহুড়া ও সন্ত্রস্ততার মধ্যে) ভালভাবে "اسلمنا—আমরা ইসলাম গ্রহণ করিলাম।" বাক্যটির উক্তি করিতে না পারিয়া "صبانا صبانا—আমরা নিজ ধর্ম ত্যাগ করিলাম নিজ ধর্ম ত্যাগ করিলাম" বলিল।

(তাহারা স্পষ্টরূপে ইসলাম গ্রহণের স্বীকারোক্তি না করায়) খালেদ (রাঃ) তাহাদেরে কাফের গণ্য করা পূর্বক হত্যা ও বন্দী করিতে আরম্ভ করিলেন এবং বন্দীগণকে রক্ষণা-বেক্ষণের জন্য আমাদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিলেন। একদিন তিনি আদেশ করিলেন যে, প্রত্যেকে নিজ নিজ বন্দীকে হত্যা করিয়া ফেলিবে। তখন আমি বলিলাম, আমি স্বীয় বন্দীকে হত্যা করিব না. এবং আমার সঙ্গীগণের মধ্যেও কেহ কোন বন্দীকে হত্যা করিবে না।

আমরা যখন প্রত্যাবর্তন করিয়া হযরতের নিকট পৌছিলাম তখন আমরা সম্পূর্ণ ঘটনা হযরতের গোচরীভূত করিলাম। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ঘটনা শ্রবণে স্বীয় হস্ত উত্তোলন করতঃ বলিলেন, اللهم انى ابرأ اليك مما صنع خالد "হে আল্লাহ! খালেদ যাহা করিয়াছে উহার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নাই" এইরূপে দুইবার বলিলেন।

১৫৬৬। **হাদীছ ঃ**—বরা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, ইয়ামানের প্রতি জেহাদে প্রথমে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম খালেদ (রাঃ)কে (অধিনায়করূপে) পাঠাইলেন; আমাদিগকে তাঁহার অধীনে পাঠাইলেন। অতঃপর আলী (রাঃ)কে (অধিনায়ক করিয়া) পাঠাইলেন এবং তাঁহাকে বলিয়া দিলেন, খালেদের সঙ্গীগণকে বলিও—যাহার ইচ্ছা, তোমার সঙ্গে জেহাদে যাইতে পারে এবং যাহার ইচ্ছা প্রত্যাবর্তনও করিতে পারে। বরা (রাঃ) বলেন, আমি জেহাদে গমনকারীদের দলে থাকিলাম এবং বিজয় লাভে গণীমতের অনেক ধন লাভ করিলাম।

১৫৬৭। **হাদীছ ঃ**—আলী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম একটি মোজাহেদ বাহিনী প্রেরণ করিলেন, তাহাদের মধ্যে একজন আনছারী (আবদুল্লাহ ইবনে হোযাফা (রাঃ) ছাহাবীকে) তাহাদের অধিনায়ক মনোনীত করিলেন এবং সকলকে ঐ ব্যক্তির কথা মানিয়া চলার আদেশ করিলেন।

(সৈনিকগণ গৃহে প্রত্যাবর্তনের জন্য অত্যাধিক ব্যাকুলতা দেখাইতে ছিল। (আছাহহুস্-সিয়ার ৩৫৬ পৃঃ) তাই একদা ঐ অধিনায়ক ব্যক্তি রাগান্বিত হইয়া সকলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদিগকে কি নবী (দঃ) আমার কথা মানিয়া চলার আদেশ করেন নাই? সকলেই বলিলেন, হাঁ। ঐ ব্যক্তি বলিলেন, আমার আদেশ এই যে, কতকগুলি জ্বালানী কাষ্ঠ একত্রিত কর। তাহাই করা হইল। ঐ ব্যক্তি বলিলেন, ইহাতে আগুন জ্বালাইয়া দাও।

তাহাই করা করা হইল। অতঃপর ঐ ব্যক্তি বলিলেন, তোমরা এই আগুনে প্রবেশ কর। কেহ কেহ ঐ কার্য্যের জন্য প্রস্তুত হইলেন, কিন্তু কেহ কেহ বিরত রহিলেন এবং বলিলেন, অগ্নি হইতে বাঁচিবার জন্যই নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আশ্রয় লইয়াছি। তাহারা এই মতবিরোধের মধ্যেই রহিলেন; ইত্যবসরে আগুন নিভিয়া গেল, ঐ ব্যক্তির রাগও থামিয়া গেল।

রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এই ঘটনা জ্ঞাত হইয়া বলিলেন, তাহারা যদি আগুনে প্রবেশ করিত তবে আজীবন আগুনের শাস্তিই ভোগ করিত; কাহারও কথা মানিয়া চলা বা অনুসরণ করা শরীয়ত সম্মত বিষয়ে সীমাবদ্ধ।

● এতদভিন্ন আরও কতিপয় অভিযানের উল্লেখ ইমাম বোখারী (রঃ) করিয়াছেন। ইয়ামান এলাকায় "জুল-খালাছা" নামক একটি মন্দির ছিল; উহাকে ইয়ামানের কা'বা-ঘর বলা হইত। উহার বিলুপ্তি সাধনের জন্য রসুলুল্লাহ (দঃ) জরীর ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ)কে দেড় শত অশ্বারোহী বাহিনী সহ পাঠাইয়াছিলেন। বিস্তারিত বিবরণ ১৩৭০ নং হাদীছে আছে।

গজওয়া-জাতুসসালাসেল :—এই অভিযানে প্রথমতঃ আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ)কে তিন শত মোজাহেদ বাহিনীর সঙ্গে পাঠাইয়াছিলেন। তিনি শত্রু এলাকার নিকটবর্তী পৌঁছিয়া শত্রু সংখ্যার আধিক্য অবগত হইলেন তাই সাহায্যের জন্য সংবাদ পাঠাইলেন। হযরত নবী (দঃ) আবু ওবায়দা (রাঃ)কে দুই শত মোজাহেদ বাহিনী সহ সাহায্যের জন্য পাঠাইয়া দিলেন।

এই অভিযান সম্পর্কে কথিত আছে যে, শত্রু বাহিনী তাহাদের বিভিন্ন লোক-জনকে রণাঙ্গন হইতে পলায়নে বিরত রাখার জন্য শিকলে আবদ্ধ করিয়া দিয় ছিল। "জাতুস-সালাসেল" অর্থ শিকলওয়ালা বাহিনী; উক্ত তথ্য সূত্রেই অভিযানের এই নাম হইয়াছিল। শত্রু দল এইভাবে দৃঢ় পদ হইয়া যুদ্ধ করিয়াছিল, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাহারা পরাজিত হইয়াছিল।

গজওয়া-সীফুল বাহার :—এই অভিযানকে "খাবাত-অভিযান"ও বলা হয়; "খাবাত" অর্থ গাছের পাতা। এই অভিযানে মোসলেম বাহিনী খাদ্য অভাবে পতিত হইয়া গাছের পাতা খাইয়া ছিলেন বলিয়া এই নাম দেওয়া হইয়াছিল। এই অভিযানের তারিখ সম্পর্কে মতভেদ আছে; অগ্রগণ্য মত এই যে, কোরায়েশগণ কর্তৃক সন্ধি ভঙ্গের পর মক্কা বিজয় অভিযানের কিছু দিন পূর্বে কোরায়েশদের একটি বণিক দলের উপর আক্রমণ উদ্দেশ্যে এই অভিযান প্রেরিত হইয়াছিল। এই অভিযানে তিন শত লোকের বাহিনী ছিল; আমীর ছিলেন আবু ওবায়দা (রাঃ)।

এই অভিযানে একটি আকর্ষণীয় ঘটনা হইয়াছিল; ১২০১ নং হাদীছে উহার বর্ণনা রহিয়াছে।

তবুকের জেহাদ

ইতিহাস প্রসিদ্ধ জেহাদসমূহের মধ্যে ইহা অন্যতম জেহাদ; এই জেহাদের একটি বিশেষত্ব ইহাও ছিল যে, পরিস্থিতির ভয়াবহতা দৃষ্টে এই জেহাদ উপলক্ষে "নফীর আম" তথা ইসলামের দলভুক্ত প্রত্যেক মোজাহেদকে উহাতে অংশ গ্রহণের আদেশ করা হইয়াছিল, ঐ আদেশ লাঙ্ঘনকারীদের প্রতি কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থাও অবলম্বন করা হইয়াছিল। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নেতৃত্বে পরিচালিত জেহাদসমূহের সর্বশেষ জেহাদ ইহাই ছিল।

দামেস্কের পথে সিরিয়ার অন্তর্গত মদীনা হইতে প্রায় তিনশত মাইল দূরে অবস্থিত একটি স্থানের নাম "তবুক"। এই অভিযান ঐ স্থান পর্যন্ত পরিচালিত হইয়াছিল, কারণ শত্রুপক্ষ ঐ স্থানে একত্রিত হইবে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়া ছিল। শত্রুপক্ষ ভীত হইয়া পশ্চাদেই থাকিয়া যায়, অসগ্রর হওয়ায় সাহসী হয় নাই, তাই যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয় নাই। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম স্বীয় মোজাহেদ বাহিনীসহ ঐ "তবুক" স্থানে অবস্থান করতঃ শত্রুর উপস্থিতির অপেক্ষা করিতেছিলেন। দীর্ঘ কুড়ি দিন অবস্থান করার পর মদীনায় প্রত্যাবর্তনের জন্য যাত্রা করিয়াছিলেন। এই অভিযানে রসুলুল্লাহ (দঃ) নবম হিজরীর রজব মাসে যাত্রা করিয়াছিলেন এবং রমজান মাসে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন।

রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে দশ হাজার ঘোড়া সম্বলিত ত্রিশ হাজার সৈনিকের বিরাট বাহিনী ছিল (আসহ-হুস-সিয়ার ৩৬৪)। হযরতের সমর-জীবনের ইতিহাসে এত বড় অভিযান আর কখনও দেখা যায় নাই।

এই অভিযানের মূল কারণঃ

রোম সম্রাট হেরাক্‌ল—যাহার সুদীর্ঘ ঘটনা প্রথম খণ্ডে ৬নং হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে; সে ঐ ঘটনায় ভাবাবেগের প্রভাবে হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সম্পর্কে ভাল ভাল মন্তব্য ও হযরতের প্রতি ভক্তি প্রকাশ করিয়াছিল বটে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে রাজত্বের মোহে উদীয়মান ভাবকে বিসর্জন দিয়া ইসলামদ্রোহিতায়ই রহিয়া গিয়াছিল। সে মদীনা আক্রমণের ইচ্ছা পোষণ করিতেছিল, এদিকে আরবের নাছরানীগণ নবম হিজরী সনে তাহাকে এই মিথ্যা সংবাদ দিল যে, নবুয়তের দাবীদার ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে এবং বর্তমানে মদীনায় ভীষণ দুর্ভিক্ষ, এই সুযোগে মদীনা অধিকার করা অতি সহজ হইবে।

রোম সম্রাটের সাহায্য-সহায়তা ও অনুগ্রহে গাচ্ছান বংশধররা সিরিয়ায় রাজত্ব করিতেছিল; হেরাক্‌ল তাহাদিগকেই মদীনা আক্রমণে উৎসাহিত করিল এবং সিরিয়ায় বহু সৈন্য সমাবেশ করিল। এমনকি হেরাক্‌ল মদীনা আক্রমণের জন্য উৎসাহদানে স্বীয় সৈন্যগণকে এক বৎসরের বেতন অগ্রিম দিল এবং বহু সৈন্য উপস্থিত রাখিয়া ৪০ হাজারের একটি বাহিনীকে মদীনা আক্রমণে প্রস্তুত করিল।

রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এই সংবাদ অবগত হইলেন। তিনি মদীনার সমস্ত মোসলমান মোজাহেদগণকে প্রস্তুত হওয়ার আদেশ করিলেন এবং সকলকে যথাসাধ্য আর্থিক সাহায্য দানেব আবেদন জানাইলেন।

আবু বকর (রাঃ) স্বীয় সমুদয় সম্পদ, ওমর (রাঃ) স্বীয় সম্পদের অর্দ্ধাংশ এবং ওসমান (রাঃ) তিন শত উট ও উহার বোঝা পরিমাণ মাল-আছবাব এবং এক হাজার স্বর্ণ মুদ্রা দান করিলেন। এতদ্ভিন্ন সাধারণ ছাহাবীগণ মজুরী করিয়া উপার্জন করতঃ এই অভিযানে সাহায্য করিলেন; নারীগণ সাহায্য করার জন্য স্বীয় অলঙ্কার বিক্রি করিলেন। এই-রূপে মোসলমানগণের অপরিসীম ত্যাগের ফলে হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) নবম হিজরী সনের রজব মাসে দশ সহস্র ঘোড়া সহ ত্রিশ সহস্র মোজাহেদ লইয়া স্বয়ং এই অভিযানে যাত্রা করিলেন।

এই জেহাদটি বড়ই কঠিন ছিল, কারণ প্রথমতঃ বহু দূরের ছফর অথচ লোকের সংখ্যানুপাতে যানবাহন অনেক কম ছিল, এমনকি কতেক জনের মধ্যে এক একটি মাত্র যানবাহন ছিল। দ্বিতীয়তঃ ঐ সময়টি ভীষণ গরম ও উত্তাপের সময় ছিল। তৃতীয়তঃ মদীনায় দুর্ভিক্ষের দরুন অত্যধিক চেষ্টা সত্ত্বেও পথের সম্বল যাহা সঞ্চিত হইয়াছিল তাহা লোক-সংখ্যানুপাতে নেহাৎ অপর্য্যাপ্ত ছিল। চতুর্থতঃ ঐ সময়টি খেজুর ইত্যাদি ফলফলাদি পাকিবার সময় ছিল যদ্দরুন মদীনাবাসীদের ন্যায় বাগ-বাগিচার উপর জীবিকা নির্বাহকারীদের জন্য বিদেশ যাত্রা অত্যন্ত অসুবিধাজনক ছিল। এইসব অবস্থাসমূহ দৃষ্টেই এই অভিযানকে "গযওয়াতুল-ওস্‌রাহ" কঠিন অভিযান নামে আখ্যায়িত করা হয়। কোরআন শরীফেও উহাকে কঠিন পরিস্থিতির অভিযান বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। এই কঠিনত্বের কারণেই নফীর-আম তথা মোসলমান দলভুক্ত প্রত্যেক মোজাহেদের প্রতি উহাতে যোগদানের আদেশ থাকা সত্ত্বেও মোনাফেকরা ত যোগদানের ইচ্ছাই করিল না, বরং উল্টা তাহারা গোপনে নানাপ্রকার প্রোপাগাণ্ডা করতঃ মোসলমানদের মনোবল নষ্ট করিতেও চেষ্টা করিল। এতদ্ভিন্ন খাঁটি মোসলমান-মোমেনগণের মধ্য হইতেও তিনজন যোগদানের ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও অলসতা ও বিভিন্ন অজুহাতের দরুন অংশ গ্রহণ হইতে বঞ্চিত রহিলেন।

অভিযান হইতে হযরত (দঃ) প্রত্যাবর্তন করিলে পর মোনাফেকরা এই স্থলেও তাহাদের চিরাচরিত রীতি অনুযায়ী মিথ্যা কসম করিয়া নানাপ্রকার অবাস্তব ওজর পেশ করতঃ অব্যাহতি লাভ করিল, কিন্তু খাঁটি মোমেনগণ সত্য ঘটনা প্রকাশে অন্যায় স্বীকার করিলেন। তাঁহাদিগকে বহু বিড়ম্বনার সম্মুখীন হইতে হইল; অবশেষে আল্লাহ তায়ালা তাঁহাদের তওবা কবুল করিলেন।

এই অভিযানে শত্রুপক্ষের অনুপস্থিতির দরুন যুদ্ধ হয় নাই বটে, কিন্তু চতুষ্পার্শের অমোসলেমদের উপর এই অভিযানের ভীষণ প্রভাব পড়িয়াছিল। এমনকি "আইলা", "জারবা", "আজরুহ" এবং "দওমাতুল-জান্দাল" নামক বিভিন্ন এলাকাসমূহ মোসলমানদের

অধীনস্থ হইয়াছিল। এই সময়ই আইলার শাসনকর্তা নানাপ্রকার উপঢৌকনের মধ্যে শ্বেতবর্ণের একটি খচ্চরও নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সমিপে পেশ করিয়াছিল উহারই নাম ছিল "দুলদুল"।

১৫৬৮। হাদীছ ঃ—সায়াদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তবুক অভিমানে যাত্রাকালে আলী (রাঃ)কে (মদিনার) তত্ত্বাবধায়করূপে রাখিয়া গেলেন। তদ্দরুন আলী (রাঃ) (জেহাদে যাইতে না পারিয়া মর্মাহত স্বরে) বলিলেন, আপনি আমাকে (জেহাদে যাইতে অক্ষম) নারী ও শিশুদের সঙ্গে রাখিয়া যাইতেছেন। হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহাকে (সান্ত্বনা দান পূর্বক) বলিলেন, তুমি কি ইহাতে সন্তুষ্ট নও যে মুছা আলাইহেচ্ছাল্লামের স্থলে তত্ত্বাবধায়ক হারুন আলাইহেচ্ছাল্লামের ন্যায় আমার স্থলে তুমি তত্ত্বাবধায়করূপে থাকিবে? অবশ্য আমার পরে কেহ নবুয়ত পাইবে সেই সম্ভাবনা নাই; (তাই তুমি হারুন আলাইহেচ্ছালামের ন্যায় নবী হইতে পারিবে না।)

ব্যাখ্যা ঃ—মুছা (আ.) তৌরাত কেতাব প্রাপ্তির জন্য আল্লার আদেশে ত্রিশ দিনের জন্য তূর পর্বতে চলিয়া যাইবেন; যাত্রাকালে মুছা (আঃ) স্বীয় ভ্রাতা ও নবী হারুন (আঃ)কে তত্ত্বাবধায়করূপে রাখিয়া গেলেন, যাহার বিস্তারিত বর্ণনা পবিত্র কোরআনে রহিয়াছে। আলোচ্য হাদীছে ঐ ঘটনার প্রতিই ইঙ্গিত রহিয়াছে।

তবুকের জেহাদে না যাওয়ায় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা

খাঁটী মোমেনদের মধ্যে তিনজন তবুক জেহাদে যোগ দিয়া ছিলেন না। তাঁহাদের একজন কায়া'ব ইবনে মালেক (রাঃ); তাঁহারই পুত্র আবদুল্লাহ (রাঃ) যিনি স্বীয় পিতা কায়া'ব (রাঃ) দৃষ্টিহারা হওয়ার পর তাঁহার চালক ছিলেন, তিনি বর্ণনা করিয়াছেন—

১৫৬৯। হাদীছ ঃ— তবুকের জেহাদে যাত্রা না করার ঘটনা সম্পর্কে বর্ণনা দান করিতে যাইয়া কায়া'ব (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত (দঃ) কর্তৃক পরিচালিত কোন জেহাদেই আমি অনুপস্থিত থাকি নাই—একমাত্র তবুকের জেহাদ ভিন্ন অবশ্য আমি বদরের জেহাদেও অংশ গ্রহণ করিয়াছিলাম না, কিন্তু বদরের জেহাদে অনুপস্থিতির দরুন কাহাকেও ভৎর্সনা করা হইয়াছিল না। কারণ, সেই উপলক্ষে হযরত (দঃ) (পূর্ব হইতে যুদ্ধের জন্য তৈরী হইয়া সকলকে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করার আদেশ করিয়াছিলেন না, বরং তিনি কিছু সংখ্যক সহযাত্রী লইয়া) শুধু একটি বণিক দলের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিয়াছিলেন; কিন্তু হঠাৎ শত্রুপক্ষের মোকাবিলা হইতে হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন আমি আকাবার * ঘটনায় উপস্থিত ছিলাম যাহার পরিবর্তে বদরের উপস্থিতিকে আমি অধিক মর্য্যাদাবান মনে করি না, যদিও আকাবার ঘটনা অপেক্ষা বদরের ঘটনা অধিক প্রসিদ্ধ।

---

* রসুলুল্লাহ (দঃ) হিজরত করার পূর্বে মদীনা হইতে হজ্জ সমাপনায় আগন্তুক কতিপয় মদীনাবাসী লোকের সঙ্গে মিনা এলাকার এক পর্বত বেষ্টিত স্থানে গোপনভাবে আলাপ আলোচনা

(অপর পৃষ্ঠায় দেখুন)

তবুকের অভিযান যাত্রা না করা সম্পর্কে আমার ঘটনার বিবরণ এই যে, ঐ অভিযান পরিচালিত হওয়াকালীন আমি অন্যান্য সময় অপেক্ষা অধিক সামর্থশালী ছিলাম। ইতি-পূর্বে কখনও আমার নিকট দুইটি যানবাহন সঞ্চিত হয় নাই, কিন্তু ঐ সময় আমার নিকট দুইটি যানবাহন ছিল।

ইতিপূর্বে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম কোন অভিযানের ইচ্ছা করিলে পূর্বাহ্নে উহার স্থান নির্দিষ্টরূপে প্রকাশ করিতেন না, বরং গোপনীয়তা রক্ষার্থে অন্য কোন স্থানের (এলাকা বা দিকরূপে) নাম উল্লেখ করিতেন, কিন্তু তবুকের অভিযানে যেহেতু ভীষণ উত্তাপ, অধিক দূরের সফর, বিশাল মরুভূমি এবং অধিক সংখ্যক শত্রু-সেনার সম্মুখীন ছিলেন, তাই রসুলুল্লাহ (দঃ) এই অভিযানে গন্তব্য স্থান ইত্যাদি সবকিছু সুস্পষ্টরূপে পূর্বাহ্নেই প্রকাশ করিয়াছিলেন। যেন সকলেই পরিস্থিতি অনুযায়ী সম্বল সংগ্রহে সচেষ্ট হয়।

রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে বহু সংখ্যক লোক ছিল এবং তাঁহাদের নামসমূহ কোন রেজিষ্টার ইত্যাদিতে লিখিত ছিল না। অতএব যে কোন ব্যক্তি অভিযান যাত্রা হইতে বারণ থাকিতে চাহিলে অতি সহজেই সে তাহা করিতে পারিত এবং অহী মারফৎ খবর জ্ঞাত না করা হইলে তাহার কার্য্য গোপন থাকিবে বলিয়াই ধারণা হইত।

ঐ অভিযান যাত্রার সময়টি এমন সময় ছিল যখন বাগ-বাগিচার ফল পাকিয়াছিল এবং গাছপালা ইত্যাদির ছায়ায় আরাম উপভোগের সময় ছিল।

রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম স্বীয় সঙ্গীগণসহ সকলেই অভিযান যাত্রার সমুদয় ব্যবস্থা সম্পন্ন করিয়া নিলেন, আমি প্রতিদিন স্থির করি, যাত্রার ব্যবস্থা করিব, কিন্তু তাহা করি না; এই ভাবি যে, যখন ইচ্ছা তখনই ব্যবস্থা করিয়া লইতে পারিব। এইরূপে আমার সময় কাটিতে লাগিল; অন্যান্য লোকগণ কার্য্য সমাধা করিয়া লইয়াছে। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এবং সকল মোসলমানগণ সম্পূর্ণ প্রস্তুতি করিয়া লইয়াছেন অথচ আমি কিছুই করি নাই। তখন আমি মনে মনে ভাবিলাম, এক দুই দিনে ব্যবস্থা করিয়া পরে দ্রুতবেগে যাইয়া সকলের সঙ্গে মিলিত হইয়া যাইব। এইরূপে সকলে মদীনা ত্যাগ করতঃ যাত্রা করিয়া গেল, কিন্তু আমি এখনও সেই ভাব নিয়াই আছি—প্রতিদিন বাড়ী হইতে এই ইচ্ছা করিয়া বাহির হই যে, অদ্য সব ব্যবস্থা সম্পন্ন করিব, কিন্তু কিছুই করি না। এইরূপে দিন কাটিতে লাগিল, এমনকি অভিযাত্রী দল অনেক

করিয়াছিলেন। ঐ লোকগণ ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং মদীনায় ইসলামের প্রভাব ও কেন্দ্র প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হওয়ার সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছিলেন; ইহাই আকাবার ঘটনা। যেহেতু এই ঘটনা ইসলামের সমুদয় উন্নতির মূল ভিত্তিস্বরূপে ছিল, তাই উহার ফজিলত অনেক বেশী। ঐ ঘটনা-স্থলটি "আকাবা" নামে প্রসিদ্ধ, বর্তমানে তথায় একটি মসজিদ আছে। আমি নরাধমকে একাধিকবার তথায় উপস্থিত হইবার সুযোগ আল্লাহ তায়ালা দান করিয়াছেন।

দূর পথ অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেল। তখনও আমি ইচ্ছা পোষণ করি যে, আমি দ্রুত চলিয়া তাঁহাদের সঙ্গে মিলিত হইব। যদি সেই ইচ্ছা বাস্তবে রূপায়িত করিতাম তবে মঙ্গলই ছিল, কিন্তু তাহা আমার ভাগ্যে জোটে নাই—শেষ পর্য্যন্ত আমার আর যাত্রা করা হইল না।

রসুলুল্লাহ (দঃ) মদীনা হইতে চলিয়া যাওয়ার পর এই বিষয়টি আমার মনে বড় অস্বস্তি সৃষ্টি করিত যে, সারা মদীনা ঘুরিয়া একমাত্র ঐ ব্যক্তিদেরকেই দেখিতে পাই যাহারা মোনাফেক পরিচিত ছিল বা অক্ষম—মাজুর ছিলেন।

রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আমার সম্বন্ধে কিছুই জিজ্ঞাসাবাদ করেন নাই। কিন্তু তবুকে পৌঁছিয়া একদা তিনি অন্যান্য লোকদের মধ্যে বসিয়া ছিলেন; ঐ দিন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কায়া'ব ইবনে মালেক কি করিল? বনু-ছালামা গোত্রের এক ব্যক্তি বলিল, ইয়া রসুলাল্লাহ! তাঁহার ধন-দৌলত এবং আত্ম গর্ব তাহাকে আসিতে দেয় নাই। তদুত্তরে মোয়া'জ ইবনে জাবাল (রাঃ) বলিলেন, তুমি ভাল কথা বল নাই। ইয়া রসুলাল্লাহ! খোদার কসম—আমরা তাঁহাকে উত্তম ও খাঁটিই জানি। এই মন্তব্যের উপর রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম চুপ রহিলেন।

কায়া'ব (রাঃ) বলেন, আমি যখন সংবাদ পাইলাম যে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তবুক হইতে মদীনায় প্রত্যাবর্তনে যাত্রা করিয়াছেন তখন অন্তরে ভাবনা-চিন্তার ভিড় জমিতে লাগিল এবং আমি নানাপ্রকার মিথ্যা সাজাইতে লাগিলাম। মনে মনে ইহাই ভাবিতে লাগিলাম যে, কি বলিয়া আমি হযরতের অসন্তুষ্টি হইতে অব্যাহতি পাইতে পারিব? এই সম্পর্কে আমি আমার পরিবারের প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তির নিকট হইতে পরামর্শও গ্রহণ করিতে লাগিলাম। যখন এই সংবাদ প্রচারিত হইল যে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মদীনায় আসিয়া পৌঁছিয়াছেন তখন সব মিথ্যা আমার হৃদয়পট হইতে মুছিয়া গেল এবং আমার দৃঢ় ধারণা জন্মিল যে, এমন কোন ব্যবস্থার দ্বারা আমি হযরতের অসন্তুষ্টি হইতে অব্যাহতি পাইতে পারিব না যাহার মধে মিথ্যার লেশ থাকিবে। এই ভাবিয়া আমি দৃঢ় পণ করিলাম যে, হযরতের সম্মুখে আমি সত্যই প্রকাশ করিব।

রসুলুল্লাহ (দঃ) ভোর বেলা মদীনায় উপনিত হইলেন। তিনি ছফর হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া সর্বপ্রথম মসজিদে যাইতেন এবং দুই রাকাত নামায পড়িতেন; অতঃপর লোকদের প্রতি ফিরিয়া বসিতেন। এই ছফর হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া যখন রসুলুল্লাহ (দঃ) ঐরূপ করিলেন তখন এমন ব্যক্তিগণ সকলেই উপস্থিত হইতে লাগিল যাহারা এই অভিযানে অংশ গ্রহণ করিয়াছিল না। ঐ শ্রেণীভুক্ত মোনাফেক ব্যক্তিরা নানাপ্রকার মিছামিছি ওজর আপত্তি পেশ করতঃ মিথ্যা কসম খাইতে লাগিল। ঐরূপ ব্যক্তিদের সংখ্যা আশির উর্দ্ধে ছিল। রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহাদের ওজর গ্রহণ করিয়া নিলেন এবং পুনঃ বাহ্যিক

বায়আ'ত তথা আনুগত্যের দীক্ষা তাহাদের হইতে গ্রহণ করিলেন, তাহাদের মাগফেরাতের দোয়াও করিলেন, কিন্তু ইহাও বলিলেন যে, তোমাদের আভ্যন্তরীণ অবস্থা আল্লাহ্ তায়ালার হাওয়ালা।

কায়া'ব (রাঃ) বলেন, অতঃপর আমি হযরতের নিকট উপস্থিত হইলাম এবং সালাম করিলাম। হযরত (দঃ) অন্তরে রাগ পোষণকারী ব্যক্তির ন্যায় (কড়া দৃষ্টির সহিত) সামান্য মুচ্‌কি হাসি হাসিলেন এবং অধিক নিকটবর্তী হওয়ার আদেশ করিলেন। আমি অগ্রসর হইয়া হযরতের সম্মুখে বসিলাম। হযরত (দঃ) আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি কারণে এই জেহাদে অংশ নেও নাই—তুমি কি যানবাহন ক্রয় করিয়াছিলে না? আমি আরজ করিলাম, হাঁ—করিয়াছিলাম। কসম খোদার—আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, আমি যদি আপনি ভিন্ন কোন দুনিয়াদার মানুষের সম্মুখে বসিতাম তবে আমি আশা করিতে পারিতাম যে, মিথ্যা ওজর দেখাইয়া অব্যাহতি লাভ করিতে পারিব, আমি তর্কে বিশেষ পটু। কিন্তু ইহাও আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, অদ্য যদি আমি মিথ্যার আশ্রয় লইয়া আপনাকে সন্তুষ্টও করি, তবুও আল্লাহ তায়ালা অল্প সময়ের মধ্যেই আপনাকে আমার প্রতি অসন্তুষ্ট করিয়া দিতে পারেন। আর অদ্য যদি আমি সত্য বলি যদ্দরুন আপনি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হন তবুও আমি আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে ক্ষমার আশা করি।

অতএব আমি বাস্তব ঘটনা প্রকাশ করিতেছি; বস্তুতঃ আমার কোন ওজর বা বাধা-বিঘ্ন ছিল না। এই অভিযানে আমি সর্বাধিক শক্তি ও সামর্থশালী ছিলাম।

রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সব কিছু শ্রবণান্তে বলিলেন, সে সব কিছু সত্য বলিয়াছে। অতঃপর আমাকে বলিলেন, তুমি এখন চলিয়া যাও; যাবৎ স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা তোমার এই অপরাধ সম্পর্কে কোন কিছু ফয়ছালা না করেন (তাবৎ তোমাকে অপরাধী গণ্য করা হইবে)। আমি তথা হইতে চলিয়া আসিলাম। বনু-সালেমা গোত্রের কতিপয় ব্যক্তি আমার প্রতি ছুটিয়া আসিল এবং আমাকে বুঝ দিতে লাগিল যে, আমরা যতটুকু জানি ইতিপূর্বে তুমি আর কোন গোনাহ কর নাই। তুমি কি অন্যান্যদের ন্যায় কোন একটি ওজর পেশ করিয়া দিতে পারিলে না? ইহাতে যদি তোমার গোনাহ হইত তবে হযরতের ক্ষমা প্রার্থনা দ্বারা উহা মাফ হইয়া যাইত। এইরূপে তাহারা আমাকে বুঝ-প্রবোধ দিতে আরম্ভ করিল এবং তিরস্কার করিতে লাগিল, এমনকি আমি পূর্বেকার স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করার কল্পনা করিতে লাগিলাম। আমি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আমার ন্যায় আরও কেহ এইরূপ করিয়াছে কি? তাহারা বলিল, হাঁ—আরও দুই জন তোমার ন্যায়ই বলিয়াছেন এবং তাহাদের সম্পর্কেও রসুলুল্লাহ (দঃ) ঐরূপই বলিয়াছেন যাহা তোমার জন্য বলিয়াছেন। আমি তাহাদিগকে ঐ ব্যক্তিদ্বয়ের নাম জিজ্ঞাসা করিলাম। তদুত্তরে তাহারা বলিল, একজন মুরারাতুবনুর-রবী, অপর জন হেলাল ইবনে উমাইয়া। তাহারা এমন দুই ব্যক্তির নাম উল্লেখ করিল যাঁহারা অতি মহৎ ও বিশিষ্ট ছিলেন এবং

বদর জেহাদের মোজাহেদ ছিলেন; এমন ব্যক্তিদ্বয়কে আদর্শরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে, তাই ঐ ব্যক্তিদ্বয়ের নাম উল্লেখ করার পর আমি স্বীয় পূর্ব মতের উপরই দৃঢ় হইয়া গেলাম।

রসুলুল্লাহ (দঃ) সকল মোসলমানকে আমাদের তিন জনের সঙ্গে সর্বপ্রকার কথাবার্তা ইত্যাদি নিষিদ্ধ করিয়া দিলেন। আমরা ভিন্ন অন্য (যাহারা অংশগ্রহণ করিয়াছিল না, কিন্তু তাহারা মোনাফেক; মিথ্যা শপথ করিয়া ওজর পেশ করিয়াছিল তাহাদের) কাহারও প্রতি এইরূপ কোন ব্যবস্থা হযরতের পক্ষ হইতে গৃহিত হইয়াছিল না—যেরূপ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা আমাদের জন্য হইল।

হযরতের আদেশ অনুসারে সমস্ত মোসলমানগণ আমাদের সঙ্গে সকল প্রকার আচার-অনুষ্ঠান কথাবার্তা বন্ধ করিয়া দিল। সমস্ত লোকের সম্পর্কই আমাদের সঙ্গে পরিবর্তিত হইয়া গেল, এমনকি আমাদের দেশ যেন বিদেশে পরিণত হইয়া গেল—এই দেশ যেন আমাদের পরিচিত দেশই নহে। এই অবস্থায়ই আমাদের তিন জনের দীর্ঘ পঞ্চাশ দিন অতিবাহিত হইয়াছিল।

আমার সঙ্গীদ্বয় ত একেবারে নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন, গৃহে আবদ্ধ জীবন কাটাইতে লাগিলেন এবং দিবা-রাত্রি কাঁদিতে লাগিলেন। আমি যেহেতু আধাবয়সী শক্তিবান ও সাহসী পুরুষ ছিলাম, তাই আমি বাহিরে আসিতাম, সকল মোসলমানের সঙ্গে জামাতে নামায পড়িতাম, বাজারে চলাফেরা করিতাম, কিন্তু আমার সঙ্গে কেহই কথাবার্তা বলিতেন না। আমি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতেও উপস্থিত হইতাম এবং সালাম করিতাম—যখন তিনি নামাযান্তে সকলকে লইয়া মজলিস করিতেন। আমি সূক্ষ্মভাবে লক্ষ্য করিতাম যে, রসুলুল্লাহ (দঃ) আমার সালামের উত্তর দানে ঠোঁট নাড়িয়াছেন কি? আমি হযরতের নিকটবর্তী স্থানে নামায পড়িতে দাঁড়াইতাম এবং গোপন দৃষ্টিতে তাঁহার প্রতি লক্ষ্য করিতাম। আমি তাঁহাকে দেখিতাম যে, আমি যখন নামাযের প্রতি ধ্যান মগ্ন থাকি তখন তিনি আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন এবং যখন আমি তাঁহার প্রতি দৃষ্টি করি তখন তিনি স্বীয় দৃষ্টি ফিরাইয়া নেন।

লোকদের এইরূপ কঠোর ব্যবহার আমার সঙ্গে দীর্ঘকাল চলিতে লাগিল। একদা আমি আবু কাতাদা (রাঃ) নামক ব্যক্তির বাগানের দেয়াল টপকিয়া প্রবেশ করিলাম; ঐ ব্যক্তি আমার চাচাত ভাই ছিলেন এবং বিশিষ্ট বন্ধু ছিলেন। আমি তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সালাম করিলাম। তিনি সালামের উত্তর দিলেন না। আমি বলিলাম, হে আবু কাতাদা! আপনাকে আল্লার কসম দিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি কি জ্ঞাত নহেন যে, আমি আল্লাহ এবং আল্লার রসুলকে খাঁটী ভাবে ভালবাসি ও ভক্তি করি; আমি খাঁটী মোসলমান? তিনি এই কথারও উত্তর দিলেন না; চুপ রহিলেন। আমি পুনরায় ঐ প্রশ্ন করিলাম এবং আল্লার কসম দিলাম। এইবার তিনি এতটুকু বলিলেন, আল্লাহ

এবং আল্লার রসুল সর্বজ্ঞ। এতদৃষ্টে আমার চক্ষুদ্বয় দর দর করিয়া বহিতে লাগিল; আমি পুনঃ দেয়াল টপকিয়া বাহিরে চলিয়া আসিলাম।

কায়া'ব (রাঃ) বলেন, একদা আমি মদীনার বাজারে চলাফেরা করিতে ছিলাম হঠাৎ দেখিতে পাইলাম, সিরিয়া হইতে আগন্তুক এক কৃষক বণিক যে মদীনার বাজারে স্বীয় পণ্য বিক্রি করিতে আসিয়াছিল সে বলিতেছে, আমাকে কায়া'ব ইবনে মালেকের পরিচয় করাইয়া দিবার কেহ আছেন কি? সকলেই তাহাকে আমার প্রতি ইশারা করিয়া দেখাইয়া দিতেছিলেন। সে আমার নিকট আসিয়া একখানা লিপি আমাকে দিল; লিপিখানা তবুক অভিযানের বিপক্ষ পার্টি গাচ্ছান-গোত্রীয় রাজার লিখিত ছিল। ঐ রাজা লিখিয়াছিলেন—

اما بعد فانه قد بلغنى ان صاحبك قد جفاك ولم يجعلك
الله بدار هوان ولا مضيعة فالحق بنا نواسيك

"শ্রদ্ধা নিবেদনের পর—আমি জানিতে পারিলাম, আপনার দলীয় প্রধান আপনার প্রতি অন্যায় আচরণ করিয়াছে। আপনি মর্য্যাদাহীন আশ্রয়হীন মানুষ নহেন, আপনি আমাদের দেশে আসুন; আমরা আপনার সাহায্য সহায়তা করিব।"

লিপিখানা পাঠ করিয়া মনে মনে ভাবিলাম, আমার পক্ষে ইহাও আর একটি পরীক্ষা। আমি লিপিখানাকে চুলার মধ্যে দিয়া ভস্ম করিয়া ফেলিলাম। তখন আমাদের সর্বমোট পঞ্চাশ দিনের চল্লিশ দিন অতিবাহিত হইয়াছে। এমতাবস্থায় হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের তরফ হইতে সংবাদবাহক এক ব্যক্তি আমার নিকট পৌঁছিলেন এবং বলিলেন, রসুলুল্লাহ (দঃ) আদেশ করিয়াছেন, আপনার স্ত্রীও আপনার হইতে পৃথক থাকিবে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তালাক দিয়া দিব কি—না অন্য কিছু করিব? তিনি বলিলেন, তালাক দিতে হইবে না, তবে আপনাকে পৃথক থাকিতে হইবে—আপনি তাহার নিকটবর্তী হইতে পারিবেন না। আমার অপর সঙ্গিদয়ের প্রতিও এই আদেশ পৌঁছান হইল। আমি আমার স্ত্রীকে বলিলাম, তুমি তোমার বাপের বাড়ী চলিয়া যাও; যাবৎ আল্লাহ তায়ালা আমার কোন ফয়সালা না করেন তথায়ই থাকিও।

কায়া'ব (রাঃ) বলেন, আমার সঙ্গী হেলাল ইবনে উমাইয়ার স্ত্রী এই আদেশ পাইয়া রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইল এবং আরজ করিল, ইয়া রসুলুল্লাহ! হেলাল ইবনে উমাইয়া বৃদ্ধ, এমন বৃদ্ধ যে, যে কোন সময় সে আকস্মিক কোন বিপদে পতিত হইতে পারে, তাহার কোন চাকর-নওকর নাই, আমি তাহার খেদমত করিয়া দিব ইহাও কি নিষিদ্ধ? হযরত (দঃ) বলিলেন, এতটুকু করিতে পার, কিন্তু সে তোমার বিছানায় আসিতে পারিবে না। স্ত্রী বলিলেন, এই সম্পর্কে তাঁহার কোন আকর্ষণ ও অনুভূতিই নাই, তিনি ত ঘটনার প্রথম হইতে আজ পর্য্যন্ত দিবা-রাত্র কাঁদিয়াই কাটাইতেছেন।

কায়া'ব (রাঃ) বলেন, আমাকে কেহ কেহ এই পরামর্শ দিলেন যে, আপনিও যদি স্বীয় স্ত্রী সম্পর্কে অনুমতি চাহিতেন যেরূপ হেলাল ইবনে উমাইয়ার স্ত্রী অনুমতি লইয়াছে। আমি বলিলাম, আমি কখনও ঐরূপ অনুমতি চাহিব না, আমি বৃদ্ধ নহি; আমার সম্পর্কে রসুলুল্লাহ (রঃ) কি বলেন তাহা কে বলিতে পারে? এই অবস্থায় আরও দশদিন অতিবাহিত হইয়া পঞ্চাশ দিন পূর্ণ হইল। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে সর্বদা আমার সর্বাধিক চিন্তা এই ছিল যে, এই অবস্থায় যদি আমার মৃত্যু হয় তবে রসুলুল্লাহ (দঃ) আমার জানাযার নামায পড়িবেন না, কিম্বা আমি এই অবস্থায় থাকাকালীন রসুলুল্লাহ (দঃ) যদি ইহ জগৎ ত্যাগ করিয়া যান তবে চিরদিনের জন্য আমি এই অবস্থায় থাকিয়া যাইব—কেহই আমার সঙ্গে কথা বলিবেন না এবং আমার জানাযার নামায পড়িবেন না।

পঞ্চাশতম দিনের রাত্রি শেষে ফজরের নামাযান্তে আমি আমার গৃহের ছাদের উপর বসিয়া ছিলাম, আমার অবস্থাও ঐ ছিল যাহা পবিত্র কোরআনেই বর্ণিত হইয়াছে যে, আমার নিজের জান-প্রাণ যেন আমার জন্য জঞ্জাল হইয়া পড়িয়া ছিল এবং সমগ্র জগৎ যেন আমার জন্য সংকীর্ণ ছিল। এমতাবস্থায় হঠাৎ শুনিতে পাইলাম, এক চীৎকার-কারী সালা' পাহাড়ের উপর চড়িয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া বলিতেছে, হে কায়া'ব ইবনে মালেক! সুসংবাদ গ্রহণ করুন। এই শব্দ আমার কানে পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে আমি সেজদায় পড়িয়া গেলাম; আমি বুঝিতে পারিলাম যে, আমার সুদিন আসিয়াছে।

ঘটনা এই ছিল যে, ঐ রাত্রিতে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম উম্মুল-মোমেনীন উম্মে-সালামা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার গৃহে ছিলেন। রাত্রি যখন এক তৃতীয়াংশ বাকী রহিয়াছে এমন সময় রসুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন, হে উম্মে-সালামা! কায়া'ব ইবনে মালেকের তওবা কবুল হইয়াছে; তাহার অপরাধ ক্ষমা করা সম্পর্কে কোরআন শরীফের আয়াত অবতীর্ণ হইয়াছে। উম্মে-সালামা (রাঃ) বলিলেন, এখনই তাহার নিকট লোক পাঠাইয়া তাহাকে এই সংবাদ জ্ঞাত করিব কি? রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, এইরূপ করিলে লোকের ভীষণ ভিড় হইবে (এবং সকলেরই নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটিবে।) হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) যখন ফজরের নামায হইতে অবসর হইলেন তখন আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক আমাদের তওবা কবুল হওয়ার সংবাদ সকলের সম্মুখে প্রকাশ করিলেন। তখন আমার প্রতি এবং আমার সঙ্গীদ্বয়ের প্রতি বহু লোক সুসংবাদ দানের জন্য ছুটিয়া আসিতে লাগিল। এক ব্যক্তি ঘোড়ায় চড়িয়া দ্রুত ছুটিল, আসলাম গোত্রের অপর এক ব্যক্তি পাহাড়ের উপর আরোহণ করিয়া চীৎকার করিল, তাহার চীৎকারের শব্দ ঘোড়া অপেক্ষা দ্রুত পৌঁছিল। চীৎকারকারী যখন সুসংবাদ দানের জন্য আমার নিকটে পৌঁছিলেন তখন আমি (অপর এক ব্যক্তির নিকট হইতে কাপড় ধার করতঃ) আমার নিজের পরিধেয় কাপড় তাহাকে সুসংবাদ দানের প্রতিদান স্বরূপ

প্রদান করিলাম। ঐ সময় ঐ দুইটি কাপড় ভিন্ন আর কোন কাপড় আমার প্রস্তুত ছিল না; তাই আমি ধার করিয়া কাপড় পরিলাম।

আমি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে রওয়ানা হইলাম; মানুষ দলে দলে আমাকে মোবারকবাদ জানাইবার জন্য আসিতে লাগিল। তাহারা সকলেই বলিতেছিল—لِيَهْنِكَ تَوْبَةُ اللهِ عَلَيْكَ তোমার জন্য মোবারক ও মঙ্গল হউক যে, আল্লাহ তায়ালা তোমার তওবা কবুল করিয়াছেন।

কায়া'ব (রাঃ) বলেন, আমি লোকদের এইরূপ মোবারকবাদ ধ্বনির মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম এবং মসজিদে প্রবেশ করিলাম। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তথায় উপবিষ্ট ছিলেন এবং চতুষ্পার্শ্বে অনেক লোক জমা ছিলেন। তাঁহাদের মধ্য হইতে তালহা ইবনে ওবায়দুল্লাহ (রাঃ) দ্রুত আমার প্রতি ছুটিয়া আসিলেন এবং মোবারকবাদ দান করতঃ মোছাফাহা করিলেন, তিনি ব্যতীত মোহাজেরগণ হইতে অন্য আর কেহই আমার প্রতি এইরূপে আসেন নাই; আমি তাঁহার এই ভালবাসা-পূর্ণ ব্যবহার কখনও ভুলিতে পরিব না।

কায়া'ব (রাঃ) বলেন, আমি যখন রসুলুল্লাহ (দঃ) সমীপে উপস্থিত হইয়া সালাম করিলাম তখন তাঁহার চেহারা মোবারক আনন্দে ঝকঝক করিতেছিল, তিনি আমাকে বলিলেন—

أَبْشِرْ بِخَيْرِ يَوْمٍ مَرَّ عَلَيْكَ مُنْذُ وَلَدَتْكَ أُمُّكَ

"তোমার জন্মদিন হইতে এই পর্য্যন্ত সর্বাধিক উত্তম দিন অদ্যকার দিনটির সুসংবাদ তুমি গ্রহণ কর।" আমি আরজ করিলাম, এই সুসংবাদ কি আপনার নিজ পক্ষ হইতে না—আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে? রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, আমার নিজ পক্ষ হইতে নহে, বরং আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম যখন কোন ঘটনায় সন্তুষ্ট হইতেন তখন তাঁহার চেহারা মোবারক পুর্ণিমার চাঁদের ন্যায় ঝকঝক করিত—যাহা আমরা উপলব্ধি করিয়া থাকিতাম।

আমি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সম্মুখে বসিয়া আরজ করিলাম, আমার তওবার সম্পূর্ণতা স্বরূপ ইহাও ইচ্ছা করিতেছি যে, আল্লাহ এবং আল্লার রসুলের সন্তুষ্টির জন্য আমার সমুদয় ধন-সম্পদ ছদকা করিয়া দিব। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, কিছু পরিমান ধন তুমি নিজের জন্যও রাখ; ইহাই উত্তম। আমি আরজ করিলাম, খয়বর এলাকায় যে সম্পত্তির অংশ আমার আছে উহা আমার নিজের জন্য রাখিলাম, অন্য সব সম্পত্তি ছদকাহ করিয়া দিলাম।

আমি আরও আরজ করিলাম, ইয়া রসুলুল্লাহ! আল্লাহ তায়ালা একমাত্র সত্যের বদৌলতে আমাকে রক্ষা করিয়াছেন, তাই আমার দৃঢ় অঙ্গিকার এই যে, চিরজীবন

সত্যের উপরই থাকিব। আল্লাহ তায়ালা সত্যের প্রতিদানে যে নেয়ামত আমাকে দান করিয়াছেন এইরূপ আর কাহাকেও দান করেন নাই।

কায়া'ব (রাঃ) বলেন, যেই দিন রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সম্মুখে এই অঙ্গিকারের উল্লেখ করিয়াছি সেই দিন হইতে অদ্য (বর্ণনার সময়) পর্য্যন্ত সত্যের বিপরীত শব্দ মুখেও আমি আনি নাই; আশা করি বাকী জীবনেও আল্লাহ তায়ালা আমাকে মিথ্যা হইতে এইরূপ হেফাজতই করিবেন।

আল্লাহ তায়ালা আমাদের সম্পর্কে যেই আয়াত নাযেল করিয়াছিলেন তাহা এই—

لَقَدْ تَّابَ اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهٰجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ فِيْ سَاعَةِ الْعُسْرَةِ.....ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوْبُوْا - اِنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ.....

অর্থ—আল্লাহ তায়ালার বিশেষ করুণা ও অনুগ্রহ-দৃষ্টি ছিল নবীজীর উপর এবং মোহাজের ও আনছারগণের উপর যাহারা ভীষণ কষ্টের মুহূর্তেও অনুগত রহিয়াছে, অথচ একদল লোকের মনোভাব ভিন্ন ধরণের হইয়া যাইতেছিল, কিন্তু আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহ দৃষ্টি তাহাদের প্রতিও হইয়াছিল; আল্লাহ তায়ালা তাহাদের প্রতি স্নেহশীল দয়ালু। এতদ্ভিন্ন ঐ তিন ব্যক্তির প্রতিও বিশেষ করুণা ও অনুগ্রহের দৃষ্টি হইয়াছে (তথা তাহাদের তওবা কবুল হইয়াছে এবং অপরাধ ক্ষমা হইয়াছে) যাহাদের সম্পর্কে ফয়ছালাহ্ মুলতবী রাখা হইয়াছিল; এমনকি জগৎ তাহাদের জন্য সঙ্কীর্ণ হইয়া উঠিল, তাহাদের নিজের জান নিজের উপর জঞ্জাল মনে হইতে লাগিল এবং তাহারা ইহা উপলব্ধি করিয়া নিল যে, আল্লাহকে ছাড়িয়া অন্য কোন আশ্রয়স্থল নাই। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা তাহাদের প্রতি অনুগ্রহ দৃষ্টি করিলেন; যেন তাহারা আল্লাহ তায়ালার প্রতি ধাবিত হইতে পারে; আল্লাহ তায়ালা অনুগ্রহশীল দয়ালু। হে ঈমানদারগণ! নিজের মধ্যে আল্লাহ তায়ালার ভয়-ভক্তি সৃষ্টি কর এবং (উহা লাভের জন্য) সত্য ও খাঁটী লোকদের সঙ্গী হইয়া থাক। (১১ পাঃ ৩ রুঃ)

কায়া'ব (রাঃ) বলেন, আমি আল্লার শপথ করিয়া বলিতেছি, ইসলাম গ্রহণের পর ইহার তুল্য কোন নেয়ামত আমার উপর হয় নাই—আমি যে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট সত্য বলিতে পারিয়াছি, আমি যে, তাঁহার নিকট মিথ্যা বলি নাই—যদ্দরুন আমিও ঐরূপ ধ্বংস হইতাম যেরূপ অন্যান্য মিথ্যা ওজর প্রকাশকারীগণ ধ্বংস হইয়াছে। সেই মিথ্যাবাদীগণ সম্পর্কে যখন অহী নাযেল হইয়াছে তখন তাহাদিগকে অত্যন্ত জঘন্য মন্তব্যের সহিত উল্লেখ করা হইয়াছে। তাহাদের সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—